মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২৩তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী ২০২০

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘সৎকর্ম হ’ল উত্তম চরিত্র। আর পাপকর্ম হ’ল যে কাজ তোমার মনে খটকা সৃষ্টি করে এবং তা অন্য কারু অবগত হওয়াকে তুমি অপসন্দ কর’ *(মুসলিম হা/২৫৫৩)*।

www.at-tahreek.com

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, কাজলা, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهرية علمية أدبية ودينية
جلد : ২৩، عدد : ৫، جُمادى الآخرة ورجب ١٤٤١هـ/ فبراير ٢٠٢٠م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : গ্রীসের লোয়ান্নিনা শহরে অবস্থিত ঐতিহাসিক ফেথিয়া মসজিদ। ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে গ্রীস ওছমানীয় খেলাফতের করতলগত হ'লে ১৩ শতকে বাইজান্টাইনদের নির্মিত এই গীর্জাটি মসজিদে পরিণত করা হয়।

دعوتنا

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين-
٢- نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية-
٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء-

"التحريك" مجلة شهرية ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 400/00 & Tk. 200/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
Nawdapara Madrasah (Airport Road, Am Chattar), P.O. Sapura, Rajshahi.
Ph & Fax : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154, E-mail: tahreek@ymail.com

FR

এফ. আর. ইলেকট্রনিক্স
এফ. আর. থাই এ্যালুমিনিয়াম
F. R. ELECTRONICS
F. R. THAI ALUMINIUM
সব ধরনের ইলেকট্রনিক ও থাই এ্যালুমিনিয়াম সামগ্রীর খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা
১২০, শাহমখদুম মার্কেট, সাহেববাজার জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭২১৬৫, মোবা: ০১৭১১-৮১৫৯০১, ০১৭১১-৩৪০৫৮৩, ০১৭১১-৮১৫৯০২। ই-মেইল : r_faridur@yahoo.com

ORIENT
Medical & Dental Books
* Medical * Dental * Pharmacy
* IHT * MATS * Nurshing, Books Available Here
মেডিকেল কলেজের নতুন-পুরাতন বই ক্রয়-বিক্রয় করা হয়
কুরিয়ারের মাধ্যমে বই পাঠানো হয়
Orient Binding & Photostat
Thesis, Report, Spiral, Offset print, Screen Print , Photocopy, Laminating
সমবায় মার্কেটের সামনে, মালোপাড়া, রাজশাহী
মোবা : ০১৭১১-০১৪৩০৭, ০১৯১৯-০১৪৩০৭

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২৩তম বর্ষ	৫ম সংখ্যা
জুমাঃ আখেরাহ-রজব	১৪৪১ হিঃ
মাঘ-ফাল্গুন	১৪২৬ বাং
ফেব্রুয়ারী	২০২০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ প্রবন্ধ :

♦ মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে *(৮ম কিস্তি)* ০৩
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

♦ ছালাতের আদব সমূহ ০৯
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

♦ দ্বীনের উপর অবিচলতা ১৪
-আব্দুর রাক্বীব মাদানী

♦ ঈছালে ছওয়াব : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ২১
-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

◈ অর্থনীতির পাতা : ২৭

♦ পণ্যে ভেজাল প্রদান : ইসলামী দৃষ্টিকোণ
-ড. নূরুল ইসলাম

◈ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান : ৩৬

♦ ছাদাক্বার মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা

◈ চিকিৎসা জগৎ : ৩৭

♦ লো কার্বডায়েটের ভালো-মন্দ

◈ কবিতা : ৩৮

♦ প্রার্থনা ♦ আত-তাহরীক
♦ দাও প্রভু ফের ♦ ছালাত

◈ সোনামণিদের পাতা ৩৯

◈ জনমত ৪১

◈ স্বদেশ-বিদেশ ৪২

◈ মুসলিম জাহান ৪৪

◈ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৪

◈ সংগঠন সংবাদ ৪৫

◈ প্রশ্নোত্তর ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

www.at-tahreek.com

শাসন ও অনুশাসন

আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সাথে ইবলীসকেও সৃষ্টি করেছেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য। আর সেজন্য তিনি অন্য প্রাণীর বিপরীতে মানুষকে জ্ঞান ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন। ইবলীস সর্বদা মানুষকে ধোঁকা দিয়ে তার পক্ষে কাজে লাগায়। মানুষের নিজস্ব জ্ঞানশক্তি ইবলীসের খটকার সামনে অধিকাংশ সময় ব্যর্থ হয়। আর তখনই প্রয়োজন হয় শাসন ও অনুশাসনের। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ (গর্ব) ও মাৎসর্য (ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতা) এই ছয়টি বস্তুকে 'ষড়রিপু' বলা হয়। প্রত্যেকটিই প্রয়োজনীয় এবং প্রাথমিক ও সহনীয় পর্যায়ে উপকারী। কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে ক্ষতিকর। যেমন কাম অর্থাৎ কামনা দ্বারা মানুষ জীবনে বেঁচে থাকার শক্তি পায়। মানুষ মানুষকে ভালবাসে, ঘর বাঁধে ও সংসারধর্ম পালন করে। কামনা আছে বলেই মানুষ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে বড় বড় মহৎ উদ্দেশ্য গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। এই চাওয়া যখন মন্দের জন্য হয় এবং তা চরম আকার ধারণ করে, তখন সেটি হয় ক্ষতিকর। আর তখনই প্রয়োজন হয় কঠোর শাসনের। যা অন্যের জন্য শিক্ষণীয় হয়। ফলে ব্যক্তি দূষণ থেকে সমাজ দূষণ বারিত হয়। ইসলামী আইন ও বিধান সমূহ উপরোক্ত লক্ষ্যে নির্দেশিত। বস্তুতঃ যখন মানুষ আল্লাহ্র দাসত্ব স্বীকার করে, তখন তার মধ্যে ষড়রিপুর আতিশয্য হ্রাস পায় এবং সে নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করে। আল্লাহভীরুতা ও আখেরাতে জবাবদিহিতার অনুভূতি ব্যতীত মানুষের বিবেক ও মানবিক মূল্যবোধ টেকসই হয়না।

প্রচলিত দলভিত্তিক গণতান্ত্রিক শাসনে বাংলাদেশের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন ক্রমবর্ধমান হারে দূষিত হয়ে চলেছে। যা বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিএনপি আমলে 'জিরো থেকে হিরো' হওয়া প্রধান বন রক্ষক 'বনের রাজা' ও 'বনখেকো' বলে কুখ্যাত ওছমান গণি (২০০৭), আওয়ামী লীগ আমলে 'কালো বিড়াল' খ্যাত রেলখেকো মন্ত্রী (২০১২), চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের ও রাজশাহী মেডিকেলে নির্মাণাধীন ভবনে রডের পরিবর্তে বাঁশের চটা ব্যবহার (২০১৬), রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পের 'বালিশ কাণ্ড'। যেখানে পাঁচটি ২০ তলা ভবনের জন্য বালিশ কিনতে প্রতিটিতে খরচ দেখানো হয়েছে ৫ হাযার ৯৫৭ টাকা। লেপ বা কম্বলের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত কভারসহ কমফোর্টারের দাম ধরা হয়েছে ১৬ হাযার ৮০০ টাকা (২০১৯), চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো ভবন নির্মাণের আগেই যন্ত্রপাতি কেনার 'ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রোফাইল' (ডিপিপি) তৈরীতে মূল্য দেখানো হয়েছে প্রতিটি বালিশ ২৭ হাযার ৭২০ টাকা, কভার ২৮ হাযার টাকা, সার্জিক্যাল ক্যাপ ও মাস্ক প্রতিটি ৮৪ হাযার টাকা এবং গাউন প্রতিটি ৪৯ হাযার টাকা (২০১৯)। এরপরে রয়েছে সাম্প্রতিক জুয়া ও ক্যাসিনো কাণ্ড। গত ১৮ই সেপ্টেম্বর'১৯ থেকে যার বিরুদ্ধে পুলিশী অভিযান শুরু হয়েছে। নাম এসেছে, সরকারী দল আওয়ামী লীগ ও তার জোটের ডাকসাইটে মন্ত্রী, হুইপ ও অন্যান্য পদাধিকারী ব্যক্তিদের। যাদের ২৩ জনের ব্যাংক একাউন্টে পাওয়া গেছে ১ হাযার ২৭ কোটি টাকা।

সম্প্রতি গত ১৩ই জানুয়ারী সোমবার সকালে ধরা পড়েছে দুই ভাই এনামুল ও রূপন। রাজধানীর গেণ্ডারিয়া থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এনামুল হক এনু ও তার ছোট ভাই দলের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক রূপন ভূঁইয়ার বস্তা বস্তা টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করেছে র‍্যাব। পুরান ঢাকার তিনটি বাসায় অভিযান চালিয়ে দুই ভাইয়ের প্রায় ৫ কোটি ৫ লাখ টাকা, ৭৩০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার ও ছয়টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। টাকা রাখলে বেশী জায়গা লাগে তাই স্বর্ণ কিনে সেগুলো তারা ভল্টে ভরে রাখতেন। গত ৬-৭ বছরে পুরান ঢাকায় বাড়ী কিনেছেন কমপক্ষে ১২টি। ফ্ল্যাট কিনেছেন ৬টি। যাদের মূল পেশা হ'ল জুয়া এবং নেশা হ'ল বাড়ী কেনা।

এ ঘটনায় গেণ্ডারিয়া, সূত্রাপুর ও ওয়ারী থানায় সাতটি মামলা হলেও এনু-রূপন এবং তাদের দুই সহযোগী হারূণুর রশীদ ও আবুল কালাম গা ঢাকা দেন। অবশেষে কেরাণীগঞ্জের শুভাঢ্যার 'শ্যামল ছায়া কমপ্লেক্স' নামের ১০ তলা ভবনের ৫ তলার একটি ফ্ল্যাট থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। সিআইডি জানায়, ফ্ল্যাটের একটি কক্ষে স্বেচ্ছাবন্দী ছিলেন দুই ভাই। রাতে ঘুমাতেন টয়লেটের ফল্‌স ছাদে। দীর্ঘ আড়াই মাস ধরে স্বেচ্ছাবন্দী থাকা অবস্থায় একবারের জন্যও তারা বাইরে আসেননি। তবু শেষ রক্ষা হয়নি। এনু ও রূপন ঘরের মধ্যেই চুল-দাড়ি কাটতেন। বাসাটি ভাড়া নিয়েছিল তাদের বিশ্বস্ত পুরনো কর্মচারী শেখ সানি মোস্তফা। তাকেও পাকড়াও করা হয়েছে। বাসায় সানির মাধ্যমে নাপিত আনা হ'ত। গোয়েন্দারা প্রথমে সানিকে অনুসরণ করে। পরে ওই কর্মচারীর বাসায় সোর্স নিয়োগ করা হয়। অতঃপর বাইরে থেকে নাপিতের আসা-যাওয়ার পথ ধরে গোয়েন্দারা পৌঁছে যায় উক্ত ফ্ল্যাটে। এরপর টয়লেটের ফল্‌স ছাদ থেকে তাদের নামিয়ে আনে গোয়েন্দারা। এসময় নগদ ৪০ লাখ টাকা, ১২টি মোবাইল ফোন, বাড়ির দলিলপত্র এবং ব্যাংকের কাগজপত্র জব্দ করা হয়। এ দুই ভাই এখন 'ক্যাসিনো ব্রাদার্স' নামে কুখ্যাত হয়েছে। এত টাকা আয় করে ফলাফল কি হ'ল? বেচারারা একটু শান্তির সাথে ঘুমাতেও পারেনি। বউ-বাচ্চা নিয়ে নিশ্চিন্তে কোথাও থাকতেও পারেনি। তাহ'লে দুনিয়াতে কি পেল? এরপরে আখেরাতে তো রয়েছে জাহান্নামের জ্বলন্ত হুতাশন।...

প্রশ্ন হ'ল মন্ত্রী, হুইপ, দলনেতা সবার মধ্যে এই অধঃপতন কেন? এর উত্তর হ'ল, এখানে শাসন ও অনুশাসন দু'টিরই অভাব। মানুষকে তার অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে পারিবারিক ও সামাজিক অনুশাসন এবং রাষ্ট্রীয় শাসন ও বিচার ব্যবস্থা। সেই সাথে রয়েছে ধর্মীয় অনুশাসন ব্যবস্থা। কোনটাই কোনরূপ ফল দেয়না, যদি তার যথাযথ প্রয়োগ না থাকে। অধিক পাওয়ার আকাংখা ও সম্পদের লোভ মানুষকে ধ্বংস করে। অথচ সংশ্লিষ্ট বস্তুবাদী সংগঠন ও রাজনৈতিক প্রশাসন নিজেদের স্বার্থে এইসব ব্যক্তিদের অবাধ সুযোগ করে দিয়ে থাকে। ফলে প্রশাসন তাদের উপর অর্পিত আমানতের হক যথাযথভাবে আদায়ে ব্যর্থ হয়। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং জেনে-শুনে তোমাদের পরস্পরের আমানত সমূহে খেয়ানত করো না'। 'জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষার বস্তু মাত্র। এর চাইতে মহা পুরস্কার রয়েছে আল্লাহ্র নিকট'। 'হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহভীরু হও, তাহ'লে তিনি তোমাদের জন্য সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার পথ বের করে দিবেন এবং এর ফলে তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন ও তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল' *(আনফাল ৮/২৭-২৯)*। প্রত্যেক মুমিন ও দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ আল্লাহ্র নিকটে কৈফিয়ত দেওয়ার ভয়ে ভীত হবেন কি? *(স.স.)*।

মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(৮ম কিস্তি)

বিষয় : আকাইদ ও ফিকহ

ইবতেদায়ি চতুর্থ শ্রেণি

(২১০/১১) পৃ. ৩৮ পাঠ-৪ **সালাতের ওয়াজিবসমূহ**

সাজদায়ে সাহু হলো-শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে অতিরিক্ত দু'টি সাজদা আদায় করা।

মন্তব্য : সিজদায়ে সহো-র পরে 'তাশাহ্হুদ' পড়ার বিষয়ে যে হাদীছটি এসেছে, সেটি 'যঈফ'।[১] বরং শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ শেষে তাকবীর দিয়ে পরপর দু'টি 'সিজদায়ে সহো' দিয়ে সালাম ফিরাতে হয়।[২]

(২১১/১২) পৃ. ৩৮ পাঠ-৪ ...৭. তা'দিলে আরকান অর্থাৎ রুকু, সাজদা, কাওমা ও জলসায় কমপক্ষে এক তাসবীহ পরিমাণ স্থির থাকা।

মন্তব্য : এটি বানোয়াট কথা। বরং পুরা ছালাতটাই ধীরে-সুস্থে পূর্ণ খুশূ-খুযূ সহকারে আদায় করতে হবে।[৩]

(২১২/১৩) পৃ. ৩৯ পাঠ-৫ বিতর সালাতের তৃতীয় রাকাতে রুকুতে যাওয়ার আগে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে তাকবির বলে দোআ কুনুত পড়তে হয়। দোআ কুনুত পাঠ করা ওয়াজিব। আর তাকবির বলা ও কান পর্যন্ত হাত উঠানো সুন্নাত।

মন্তব্য : বিতর ছালাতের শেষ রাক'আতে রুকূর পূর্বে অতিরিক্ত তাকবীর দিয়ে কুনূত পাঠের কোন বিশুদ্ধ দলীল নেই।[৪] বরং তৃতীয় রাক'আতের রুকূ শেষ করে দো'আয়ে কুনূত শেষে মুছল্লী *'আল্লাহু আকবার'* বলে সিজদায় যাবে।[৫] আর বিতরের জন্য কুনূত ওয়াজিব নয়।[৬]

(২১৩/১৪) পৃ. ৩৯ পাঠ-৫ **দোআ কুনুত**

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ...إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِيْنَ مُلْحَقٌ

মন্তব্য : উপরোক্ত শব্দে বিতরে যে কুনূত পড়া হয়, সেটার হাদীছ 'মুরসাল' বা যঈফ।[৭] অধিকন্তু এটি কুনূতে নাযেলাহ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, কুনূতে রাতেবাহ হিসাবে নয়।[৮] বরং বিতরের কুনূতের জন্য ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দো'আটি হ'ল, اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ...وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ– যা রাসূল (ছাঃ) তাঁর স্বীয় নাতি হাসানকে শিক্ষা দেন।[৯]

(২১৪/১৫) পৃ. ৪২ পাঠ-২ সাওমের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصُوْمَ غَدًا...إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

মন্তব্য : নিয়তের স্থান হ'ল অন্তরে। আর মুখে নিয়ত পাঠের প্রচলিত রেওয়াজটি 'বিদ'আত'- আর তা অবশ্যই 'মন্দ' ও পরিত্যাজ্য।[১০]

(২১৫/১৬) পৃ. ৪২ ইফতারের দোআ :

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

মন্তব্য : হাদীছটি মুরসাল ও যঈফ।[১১] বরং 'বিসমিল্লাহ' বলে ইফতার করবে।[১২]

(২১৬/১৭) পৃ. ৫৬ পাঠ-৯ **দেশপ্রেম**

দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ।

মন্তব্য : এটি হাদীছ নয় এবং ঈমানের অঙ্গ নয় বরং এটি স্বভাবজাত। এ বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর আকাইদ ও ফিকহ বইয়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য ক্রমিক (১৯৬/১১)।

(২১৭/১৮) পৃ. ৬১ হাই উঠলে মুখের উপর হাত রাখবে এবং পড়বে- 'লা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ'

মন্তব্য : এ সময় *'লা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ'* বলার কোন প্রমাণ নেই এবং হাই উঠলে তার জন্য কোন দো'আ নেই। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। অতএব যখন তোমাদের কেউ হাই তোলে, তখন সে যেন সাধ্যপক্ষে তা চাপা দেয়। কেননা তোমাদের কেউ হাই তুললে ও 'হা' করে মুখ খুলে শব্দ করলে শয়তান হাসে'।[১৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, মুখে হাত দিয়ে তা চেপে রাখবে। নইলে শয়তান সেখানে ঢুকে পড়বে।[১৪]

বিষয় : ENGLISH FOR TODAY

Ibtedaie Class Two

(২১৮/১) এই বইয়ের ২, ১০, ১৪ পৃষ্ঠায় ছেলে ও মেয়েদের পরস্পরে কথোপকথন রয়েছে। যা সহশিক্ষার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। যেমন, Hello, I'm Shuva.

What's your name?

Hi, Shuva. I'm Rafi.

(২১৯/২) পৃ. ৬ এক টেবিলে দু'জন মেয়ের মাঝখানে একজন ছেলেকে বসানোর ছবি।

মন্তব্য : এটি ইসলামী পর্দানীতির স্পষ্ট বিরোধী।

---

১. *তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইরওয়াউল গালীল হা/৪০৩, ২/১২৮-২৯ পৃ.; দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ ১৫২-৫৩ পৃ.।*

২. *মুসলিম হা/৫৭১; মিশকাত হা/১০১৫; বুখারী হা/৮২৯; মিশকাত হা/১০১৮ 'সহো' অনুচ্ছেদ-২০।*

৩. *বুখারী হা/৭৫৭; মুসলিম হা/৩৯৭; মিশকাত হা/৭৯০।*

৪. *ইরওয়াউল গালীল হা/৪২৭; মির'আত ৪/২৯৯, 'কুনূত' অনুচ্ছেদ-৩৬; দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৬৬-১৬৯ পৃ.।*

৫. *আহমাদ, নাসাঈ হা/১০৭৪; আলবানী, ছিফাতু ছালা-তিন্নবী, ১৬০ পৃ.।*

৬. *আবুদাঊদ হা/১৪৪৫; মিশকাত হা/১২৯১-৯২।*

৭. *মারাসীলে আবুদাঊদ হা/৮৯; বায়হাক্বী ২/২১০; মিরক্বাত ৩/১৭৩-৭৪; মির'আত ৪/২৮৫।*

৮. *ইরওয়া হা/৪২৮-এর শেষে, ২/১৭২ পৃ.।*

৯. *আবুদাঊদ হা/১৪২৫; মিশকাত হা/১২৭৩; দ্রষ্টব্য : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ ১৬৭ পৃ.।*

১০. *দ্রষ্টব্য : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ ৮৩ পৃ.।*

১১. *আবুদাঊদ হা/২৩৫৮; ইরওয়া হা/৯১৯।*

১২. *মুসলিম হা/২৭৩৪; মিশকাত হা/৪২০০।*

১৩. *বুখারী হা/৬২২৩; মুসলিম হা/২৯৯২; মিশকাত হা/৪৭৩২।*

১৪. *মুসলিম হা/২৯৯৫; মিশকাত হা/৪৭৩৭।*

(২২০/৩) ২৬ পৃষ্ঠায় ৩জন শিক্ষিকার ছবি দেওয়া হয়েছে।

মন্তব্য : ছবিতে একজন নগ্ন মাথার শিক্ষিকা। বাকী দু'জন শর্ট-কাট স্কার্ফ ও শাড়ি পরিহিতা। দু'জনের একজনের পুরা হাত ঢাকা ও আরেক জনের খোলা। এর মাধ্যমে পর্দাহীনতার প্রতি বা অসম্পূর্ণ পর্দার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

(২২১/৪) পৃ. ৪৫ একটি বই একটি ছেলে ও একটি মেয়ে এক টেবিলে একসাথে পড়ছে।

মন্তব্য : এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? তাদের কি দুই টেবিলে পৃথকভাবে বসানো যেত না?

(২২২/৫) ৫০ পৃষ্ঠায় ছাত্রীর সকালের রুটিন উল্লেখ করে বলা হয়েছে : I get up in the morning. I wash my face. Then, I have breakfast. After breakfast, I brush my teeth. Then, I go to school.

মন্তব্য : এখানে সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে ওযূ করে ছালাত আদায় করার কথা নেই। যেটা মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য ফরয।

(২২৩/৬) পৃ. ৫১ শিক্ষার্থীর বিকাল-সন্ধ্যার রুটিনে বলা হয়েছে, Then, I read and watch TV.

মন্তব্য : বিকালে খেলাধুলা করা এবং আছর-মাগরিবের ফরয ছালাত সমূহ আদায় করার কথা নেই। বরং টিভি দেখার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। এটি শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য গড়ার বিপরীত এবং তাদের মনোযোগ অন্যদিকে ধাবিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। যাতে তারা অবশেষে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(২২৪/৭) পৃ. ৫৫ বাঘ কর্তৃক জঙ্গলে হরিণ ধরার দৃশ্য দেখানো হয়েছে।

মন্তব্য : এর দ্বারা ছেলে-মেয়েরা পরস্পরে হিংস্রতা শিখবে।

বিষয় : ENGLISH FOR TODAY

Ibtedaie Class Four

(২২৫/১) ২য় ও ৩য় পৃষ্ঠায় ছাত্র ও ছাত্রীর সংলাপ।

(২২৬/২) পৃ. ১৪ দোকানদার ও একটি মেয়ের কথোপকথন।

মন্তব্য : এগুলি ইসলামী পর্দারীতির বিরোধী।

(২২৭/৩) পৃ. ২৩ ৯ নম্বর খেলায় ৪ জন ছেলে ও মেয়ে পরস্পরকে ধরে ঘুরছে ও খেলছে।

(২২৮/৪) পৃ. ৭১ ছেলে-মেয়েরা একসাথে পিকনিক করছে ও খানাপিনা করছে।

মন্তব্য : এগুলি ইসলামী শালীনতার বিরোধী। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ছোটকাল থেকেই অশালীন হয়ে বেড়ে উঠবে।

বিষয় : ENGLISH FOR TODAY

Ibtedaie Class Five

(২২৯/১) পৃ. ৭ বইয়ের দোকানের সামনে জিন্সের প্যান্ট ও ইন করা গেঞ্জী ও বুক খোলা কোর্ট পরিহিতা সাবালিকা মেয়ে অন্যান্য পুরুষদের সাথে দাঁড়িয়ে আছে।

মন্তব্য : এরূপ পোষাক ও পরিবেশ ইসলামী শালীনতার সম্পূর্ণ বিরোধী। এই অশালীন পোষাক ছেলেদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করবে।

(২৩০/২) পৃ. ১০ Mr. Rashidul Islam is a banker...He wants to improve his English, so he watches cartoons on TV everyday...He likes books about animals, especially tigers and loins.

মন্তব্য : মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা কুরআন-হাদীছ পড়ে ব্যাংকার হয়না। আর তাদেরকে কুরআন-হাদীছের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হয়। প্রতিদিন টিভিতে কার্টুন দেখাও ঠিক নয়। আর পশুদের বই-পত্র পড়ে শিক্ষার্থীরা মানবতা শিখবে না। বরং পশুত্ব শিখবে।

(২৩১/৩) পৃ. ১৪ Tamal, Simu, Nasreen, Biju এর কথপোকথন।

মন্তব্য : দুইজন ছেলে ও দুইজন মেয়ের নামের মধ্যে Nasreen নাম বাদে সবগুলিই অনৈসলামিক। কথোপকথন ছেলেরা ও মেয়েরা পৃথকভাবেও করতে পারত।

(২৩২/৪) পৃ. ১৬ ফ্যাশনে হিজাব পরিহিতা একজন মহিলার ছবি দেখানো হয়েছে।

মন্তব্য : মেয়েদের পোষাক হবে ঢিলাঢালা ও সর্বাঙ্গ আবৃতকারী। ফ্যাশনের নামে আঁটসাট পোষাক নয়।

(২৩৩/৫) পৃ. ২১ Jump! Clap! মেয়েটি এখানে Jump দিচ্ছে ও ছেলেটি হাততালি দিচ্ছে।

মন্তব্য : কি চমৎকার আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষা! ছেলেরা হাততালি দিবে ও মেয়েরা ঊর্ধ্বাকাশে দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে লাফাবে। এ দৃশ্যের মাধ্যমে বেগানা ছেলে-মেয়েদের কোন দিকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে? এগুলি কি ইভটিজিং ও ধর্ষণের দিকে উৎসাহ দানকারী নয়?

(২৩৪/৬) পৃ. ২৯ Clap again.
Let's have some fun,
With our friends. (পুনরায় হাততালি দাও। এসো আমরা আমাদের বন্ধুদের সাথে কিছু কৌতুক করি)।

মন্তব্য : এই কথাগুলি কত বড় মারাত্মক। বিবেকবান পিতা-মাতা কখনোই এগুলি বরদাশত করতে পারে কি?

(২৩৫/৭) পৃ. ৩৫ হিজাব পরিহিতা একটি মেয়ের হাতে মাইক্রোফোন She sings. She is a singer. (সে গান গাইছে। সে একজন গায়িকা)

মন্তব্য : হিজাব পরিহিতা মেয়েরা 'গায়িকা' হয় না। হিজাব পরিয়ে গান গাওয়ানো অশ্লীলতার দিকে ধাবিত করার একটি অপকৌশল মাত্র।

(২৩৬/৮) পৃ. ৫৮ HAPPY BIRTHDAY ছবিতে একটি ছেলে ও একটি মেয়ের সামনে রক্ষিত বড় কেকের উপর জ্বলন্ত মোমবাতি স্থাপন করা হয়েছে। পাশে রয়েছে নানা বয়সের ছেলে-মেয়েরা।

মন্তব্য : জন্মদিবস পালন অমুসলিমদের রীতি, যা মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। এই সাথে মোমবাতি প্রজ্বলন প্রাচীন গ্রীকদের অনুকরণ। তারা তাদের ধারণা মতে চাঁদের দেবী 'আর্তেমিসে'র জন্মদিন উপলক্ষে তার জন্য কেক তৈরি করত। অতঃপর তার গায়ে অনেকগুলো মোমবাতি জ্বালিয়ে বসিয়ে দিত। এরপর সবাই মিলে প্রার্থনা করে ফুঁ দিয়ে সেটি নিভিয়ে দিত। আর ভাবত যে সেই মোমবাতির ধোঁয়া তাদের প্রার্থনা নিয়ে দেবতার কাছে চলে যাচ্ছে।

এভাবে মুসলমানদের মধ্যে যত প্রকারের দিবস, মাস ও বর্ষ পালন অনুপ্রবেশ করেছে, সবই বিজাতীয় অপসংস্কৃতি। এসবের সাথে ইসলামের কোনই সম্পর্ক নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে'।[১৫]

(২৩৭/৯) পৃ. ৬০ The 21st of February, 1952 is the Language Martyrs' Day.

মন্তব্য : বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করার জন্য যার যেভাবে অবদান রেখেছেন, সবাই স্মরণযোগ্য। কিন্তু এজন্য কোন নির্দিষ্ট দিবস পালন করা এবং নানাবিধ অনুষ্ঠান করা, যা পূজার পর্যায়ে চলে গেছে, তা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। ইসলামে কোন দিবস পালনের রীতি নেই। তাছাড়া মাদ্রাসায় কোন হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি কাম্য নয়।

(২৩৮/১০) পৃ. ৬৬ হিজাব পরিহিতা ২জন মেয়ের ছবি দেওয়া হয়েছে। একজন ব্যাডমিন্টন ও অপরজন ফুটবল খেলছে।

মন্তব্য : এগুলি মাদ্রাসা ছাত্রীদের বেহায়াপনার দিকে ধাবিত করার অপকৌশল মাত্র।

বিষয় : ENGLISH FOR TODAY

Dakhil Classes Nine-Ten

(২৩৯/১) পৃ. ২৯ Events and festivals (ঘটনাবলি ও উৎসব)

এখানে শহীদ মিনার, স্মৃতি সৌধ, মে দিবস, পহেলা বৈশাখ ও মা দিবসের ছবি দেওয়া হয়েছে।

মন্তব্য : দুই ঈদ, হজ্জ, আইয়ামে তাশরীকের তিন দিন ও জুম'আর দিন সহ বছরে মোট সাত দিন ইসলামে উৎসবের দিন হিসাবে অনুমোদিত। এর বাইরে সকল ধরনের দিবস পালন ইসলামী রীতির বহির্ভূত।

(২৪০/২) পৃ. ৩৮ পহেলা বৈশাখের গানের চিত্র রয়েছে।

মন্তব্য : রাজধানী ঢাকার রমনা বটমূলে বাসন্তী শাড়ী পরিহিতা মেয়েদের সমস্বরে গানের চিত্রটি দিয়ে বুঝানো হচ্ছে যে, এটি বাংলাদেশের অন্যতম উৎসব। অথচ এ উৎসবটি হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি থেকে আমদানীকৃত। সুকৌশলে এটি মাদ্রাসার পাঠ্যবইয়ে সংযোজন করা হয়েছে। (আলোচনা দ্রষ্টব্য : ক্রমিক (৪৯)।

বিজ্ঞান

ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি

(২৪১/১) বিজ্ঞানের বিভিন্ন নিয়ম নীতি আলোচনা করতে গিয়ে এবং পাঠকের বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে অনেক স্থানে ছাত্র-ছাত্রীর অবাধ আলাপচারিতা, এক সাথে হেঁটে চলা, পাশাপাশি বসে গল্প করা ও বিভিন্ন কাজে যৌথভাবে অংশগ্রহণ করা ছবির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। যেমন- সূচিপত্র পৃষ্ঠায় জুঁই ও দিপুর কথোপকথন। 'এসো আমরা এক সঙ্গে বিজ্ঞান শিখি'। এছাড়াও পৃষ্ঠা ২, ১২, ১৩, ১৫, ২১, ৩৬, ৫২, ৬২, ৬৩, ৭১, ৮৭, ৯৪-তে ছাত্র-ছাত্রীদের এক সাথে অবাধ চলাফেরার দৃশ্য দেখানো হয়েছে।

মন্তব্য : এর মাধ্যমে উঠতি বয়সের শিক্ষার্থীদেরকে ভবিষ্যতে নারী-পুরুষের অবাধ চলাফেরার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

(২৪২/২) পৃ. ২৬ বায়ুপ্রবাহের ব্যবহারে ভেজা বস্ত্র শুকানোর দৃশ্য দেখানোর জন্য ড্রায়ারের মাধ্যমে একজন মহিলার চুল শুকানোর দৃশ্য দেখানো হয়েছে।

মন্তব্য : বাংলাদেশী মহিলাদের মধ্যে ড্রায়ারের মাধ্যমে চুল শুকানোর প্রচলন নেই। এর পরেও প্রকাশ্য স্থানে বসে এরূপ করা ইসলামী পর্দা বিধানের পরিপন্থী। কেননা মহিলাদের মাথার চুলও সতরের অন্তর্ভুক্ত।

(২৪৩/৩) পৃ. ৩২ একটি মেয়ের পিছে একটা ছেলে জোরে দৌড়াচ্ছে। একই পৃষ্ঠায় দু'জন ছাত্র-ছাত্রী পাশাপাশি বসে টেলিভিশন দেখছে।

মন্তব্য : এর মাধ্যমে তাদেরকে ভবিষ্যতে অবাধ মেলামেশায় উৎসাহিত করা হয়েছে। যা পরিত্যাজ্য।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি

(২৪৪/১) পৃ. ২২ ও ২৩ **বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন** শিরোনামে উদ্ধারকৃত মূর্তির ছবি। পাথরে খোদাই করা বুদ্ধের দণ্ডায়মান চিত্রটি লক্ষ কর। যারা এটা দেখেনি তাদের জন এটি সম্পর্কে বর্ণনা মূলক একটি রচনা লেখ।

মন্তব্য : ছবি-মূর্তি ইসলামে হারাম। অতএব বুদ্ধের পূর্ণদেহী চিত্রতে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষণীয় কিছু নেই।

(২৪৫/২) পৃ. ৩৪-৩৮ **আমাদের অর্থনীতি** শিরোনামে, পাট, চা ও তামাক। এখানে তামাককে বাংলাদেশের অর্থকরী ফসল হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান সহ চা বাগানে নারী-পুরুষের যৌথ কর্ম বা শ্রম ছবিতে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

মন্তব্য : তামাক হ'ল মাদক উৎপাদন কারী ফসল। এতে 'নিকোটিন' নামক বিষ রয়েছে। তামাকের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশটির বেশী রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে, যেগুলি মানব শরীরে ক্যান্সার সৃষ্টি করে। একে 'অর্থকরী ফসল' হিসাবে মর্যাদা দিয়ে পাঠ্যপুস্তকে প্রচারণা চালানো শিক্ষার্থীদের ধূমপান ও মাদকতার প্রতি আহ্বান জানানোর শামিল। যা সিলেবাস থেকে প্রত্যাহার করা আবশ্যক।

১৫. আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭; ছহীহুল জামে' হা/৬১৪৯।

(২৪৬/৩) পৃ. ৪০-৪৭ অধ্যায় ৫,

পুরা আলোচনাটাই করা হয়েছে অধিক জনসংখ্যার মন্দ দিক বর্ণনা করে।

মন্তব্য : এগুলি বলে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশবৃদ্ধিকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। অথচ বংশবৃদ্ধির উপরেই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অগ্রগতি ও উন্নয়ন নির্ভর করে।

(২৪৭/৪) পৃ. ৫৪ অধ্যায় ৬ **ভূমিকম্প** শীর্ষক আলোচনায় ভূমিকম্পের কারণ, ভূমিকম্প মোকাবেলা ও সতর্কতা বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। সেইসাথে ভূমিকম্পকে সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

মন্তব্য : অথচ আলোচনায় কোথাও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র কথা উল্লেখ করা হয়নি, যার হুকুমেই ভূমিকম্প হয়ে থাকে। যা মোকাবেলা করার ক্ষমতা কারু নেই। বরং ভূমিকম্পের সময় সতর্ক থাকতে হবে ও এর অনিষ্টকারিতা হ'তে বাঁচার জন্য আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে।

(২৪৮/৫) পৃ. ৫৬ অধ্যায় ৭ **মানবাধিকার** : ১. সকলের অধিকার ২. অটিস্টিক শিশুর অধিকার ৩. শিশুদের মানবাধিকার লঙ্ঘন ৪. নারী অধিকার লঙ্ঘন।

(২৪৯/৬) পৃ. ৬৪ অধ্যায় ৮ **নারী-পুরুষ সমতা** ১. নারী জাগরণের অগ্রদূত ২. আন্তর্জাতিক নারী দিবস ৩. নারী নির্যাতন।

(২৫০/৭) পৃ. ৭০ অধ্যায় ৯ **আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য** ১. সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ২. বাড়িতে নিরাপত্তা রক্ষা ৩. রাস্তায় নিরাপত্তা রক্ষা ৪. রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের কর্তব্য।

(২৫১/৮) পৃ. ৭৮ অধ্যায় ১০ **গণতান্ত্রিক মনোভাব** ১. মাদরাসা (আমরা কিভাবে গণতান্ত্রিক আচরণ করতে পারি তার একটি উদাহরণ পড়ি) ২. বাড়ি ও কর্মক্ষেত্রে।

মন্তব্য : এইসব অধ্যায়গুলি পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পাঠ্য তালিকায় রাখার কোন যৌক্তিকতা নেই। সমাজের দায়িত্বশীলরাই এগুলি বিষয়ে যথাযথ দায়িত্ব পালন করবেন।

গণিত

ইবতেদায়ি প্রথম শ্রেণি

(২৫২/১) বইয়ের শুরুতেই 'চরিত্র ও প্রতীকের ব্যাখ্যা'তে বলা হয়েছে, ১) চরিত্র : পাঠ্য পুস্তকে রেজা ও মিনা দুইজনের কথোপকথন ছবিতে দেখানো হয়েছে। তাদের আলোচনা ও মতামতের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গণিতের ধারণা স্পষ্ট হবে'।

মন্তব্য : এর দ্বারা ছেলে ও মেয়ের সহশিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

(২৫৩/২) পৃ. ৪২ সংখ্যার তুলনা, চিত্রে শিশু বেশি নাকি টুপি বেশি? পৃ. ৪৫ ...খিসা ও তপুর বেলুনের সংখ্যার পার্থক্য কত?

মন্তব্য : যে টুপির ছবি দেওয়া হয়েছে, তা ইসলামী টুপি নয়। বরং বিগত ইংরেজ ছাহেবদের হ্যাট-এর অনুকরণ। ছেলের নাম দেওয়া হয়েছে তপু ও মেয়ের নাম খিসা। অর্থহীন এইসব নাম ইসলামী নয়।

(২৫৪/৩) ৫০ পৃষ্ঠায় ৪নং অংকে বলা হয়েছে- একটি শ্রেণিকক্ষে ৮ জন ছাত্র-ছাত্রী বসে আছে। তাদের মধ্যে ৩ জন ছাত্রী। শ্রেণিকক্ষে কতজন ছাত্র আছে?

মন্তব্য : গণিত শিখানোর আড়ালে ছেলে ও মেয়েদের সহশিক্ষা ও বেপর্দা শিখানো হচ্ছে। বরং প্রথম শ্রেণী থেকেই ছেলে ও মেয়েদের পৃথকভাবে বসানোর ব্যবস্থা করতে হবে। যদিও পৃথক প্রতিষ্ঠান হওয়াই উত্তম।

গণিত

ইবতেদায়ি দ্বিতীয় শ্রেণি

(২৫৫/১) প্রতি পৃষ্ঠার উপরের দিকে ছেলে-মেয়ে ও বিড়ালের কার্টুনের ছবি। একজন ছেলের মাথায় ইংরেজদের অনুকরণে হ্যাট-এর এর ছবি। আর পৃষ্ঠার নীচের দুই দিকে দু'টি মেয়ের কার্টুন দেওয়া আছে। এখানেও চরিত্র ও প্রতীকের ব্যাখ্যায় রেজা ও মিনার কথোপকথন।

(২৫৬/২) পৃ. ১৩ **ক্রমবাচক সংখ্যা** লাইনে দশজন শিশু দাঁড়িয়ে আছে। সামনে আছে নাছিমা এবং পিছনে আছে শান্তি । ক্রমবাচক সংখ্যা ব্যবহার করে এই শিশুদের অবস্থান বলি।

মন্তব্য : দশজনের মধ্যে শান্তি, রতন, আকাশ, সবিতা নামগুলি অনৈসলামী নাম।

(২৫৭/৩) পৃ. ৩৯ কোনো শ্রেণিতে ৪টি বেঞ্চ আছে, প্রতিটি বেঞ্চে ৩ জন করে শিক্ষার্থী বসে। সেখানে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

মন্তব্য : প্রত্যেকটি বেঞ্চের ৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে একজন মেয়ে ও দুইজন ছেলে অথবা দুইজন মেয়ে ও একজন ছেলে। এভাবে শিশুদেরকে শুরুতেই বেপর্দা শিখানো হচ্ছে।

(২৫৮/৪) পৃ. ৪৩ **২ এর গুণ**

ছেলে ও মেয়ে একজোড়া করে মোট চার জোড়া শিশু একত্রে খেলছে। প্রত্যেকের হাতে প্লাস্টিকের বল ও পুতুল।

মন্তব্য : এর দ্বারা যোগের গুণ শিখানোর আড়ালে শিশুদের কোন দিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে? দু'জন ছেলে ও দু'জন মেয়েকে নিয়ে কি পৃথক জোড়া করা যেত না?

গণিত

ইবতেদায়ি চতুর্থ শ্রেণি

(২৫৯/১) বইয়ের শুরুতে 'চরিত্র ও প্রতীকের ব্যাখ্যা'য় বলা হয়েছে, ১) চরিত্র : পাঠ্যপুস্তকে 'রেজা' ও 'মিনা' নামের দুইজন শিক্ষার্থীর কথোপকথন দেখানো হয়েছে। তাদের আলোচনা ও মতামতের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গণিতের ধারণা স্পষ্ট হবে।

মন্তব্য : এই বইয়ের অধিকাংশ স্থানে ছেলে ও মেয়ের ছবি দিয়ে সহশিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

গণিত

ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণী

(২৬০/১) বইয়ের শুরুতেই 'চরিত্র ও প্রতীকের ব্যাখ্যা'তে বলা হয়েছে, ১) চরিত্র : পাঠ্য পুস্তকে রেজা ও মিনা দুইজনের কথোপকথন ছবিতে দেখানো হয়েছে। তাদের আলোচনা ও মতামতের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গণিতের ধারণা স্পষ্ট হবে'। একইভাবে প্রথম শ্রেণীতেও দেখানো হয়েছে।

(২৬১/২) পৃ. ৬১ হাবিব সাহেব তার সম্পত্তির ৪ ভাগের ১ অংশ নিজের জন্য রাখলেন এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি দুই সন্তানের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। তার সম্পত্তির আর কত অংশ বাকী রইল?

মন্তব্য : মৃত্যুর পূর্বে সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা রীতি সম্মত নয় *(নিসা ৪/১২)*।

(২৬২/৩) পৃ. ৯৬ ৯.২. **সরল মুনাফা**

জসিম একটি ব্যাংক থেকে ৬% বার্ষিক মুনাফায় ২,০০০ টাকা ঋণ নিলে জসিমকে প্রতি বছর কত টাকা মুনাফা দিতে হবে?

(২৬৩/৪) পৃ. ৯৬ (১) সোহেল একটি ব্যাংক থেকে ৮০০ টাকা ঋণ নিয়ে এক বছর পর ৮৫৬ টাকা ফেরত দিল। বার্ষিক মুনাফার হার কত ছিল?

(২৬৪/৫) পৃ. ৯৬ (২) আমিনা কোন ব্যাংক থেকে বার্ষিক ৫% মুনাফায় কিছু টাকা ঋণ নিয়ে এক বছর পর ৩০ টাকা মুনাফা দিল। আসল টাকা কত ছিল?

(২৬৫/৬) পৃ. ৯৭ তনিমা ব্যাংক থেকে ৩ বছরের জন্য ২,০০০/- টাকা ঋণ নিলেন। বার্ষিক মুনাফার হার ৬%। ৩ বছর পর তাকে কত টাকা মুনাফা দিতে হবে?

মন্তব্য : এখানে সূদকে 'সরল মুনাফা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ সরল ও চক্রবৃদ্ধি সকল প্রকার সূদকে আল্লাহ হারাম করেছেন *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*।

(২৬৬/৭) পৃ. ৯৯ ৯ম অধ্যায় অনুশীলনীর ৬নং অংকে রয়েছে, ব্যাংক থেকে ৫০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে ৮ বছর পর মোট ৯৮,০০০/- টাকা পরিশোধ করা হলো। আসলের ওপর ব্যাংকের মুনাফার হার কত ছিল?

মন্তব্য : এখানে মূল টাকার উপর বাড়তি ৪৮,০০০ টাকা সূদ। এটিকে মুনাফা বলে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে।

গণিত

শ্রেণী : ৮ম

(২৬৭/১) ২.১ পৃ. ১৯ অনুশীলনীর ৯নং অংকে বলা হয়েছে, রিয়াজ সাহেব কিছু টাকা ব্যাংকে জমা রেখে ৪ বছর পর ৪,৭৬০ টাকা মুনাফা পান। ব্যাংকের বার্ষিক মুনাফার হার ৮.৫০ টাকা হলে, তিনি ব্যাংকে কত টাকা জমা রেখেছিলেন?

(২৬৮/২) ২.২ পৃ. ২৭ অনুশীলনীর ৭নং অংকে বলা হয়েছে, বার্ষিক ১০% মুনাফায় ৮,০০০/- টাকার ৩ বছরের চক্রবৃদ্ধি মূলধন নির্ণয় কর।

মন্তব্য : এখানে সূদকে মুনাফা বলে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে। অথচ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদ গ্রহীতা, সূদ দাতা, সূদের লেখক এবং তার সাক্ষীদ্বয়কে অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেন, তারা সবাই সমান অপরাধী'।[১৬]

(২৬৯/৩) পৃ. ২৭ ২.২ অনুশীলনীর ১২নং অংকে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি একটি ঋণদান সংস্থা থেকে বার্ষিক ৮% চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় ৫,০০০/- টাকা ঋণ নিলেন। প্রতিবছর শেষে তিনি ২,০০০/- টাকা করে পরিশোধ করেন। ২য় কিস্তি পরিশোধের পর তাঁর আর কত টাকা ঋণ থাকবে?

মন্তব্য : এখানেও শিক্ষার্থীদেরকে 'ঋণদান সংস্থা' থেকে 'চক্রবৃদ্ধি মুনাফা' বলে রক্তচোষা এনজিওদের দ্বারস্থ হয়ে শিক্ষার্থীদের স্বর্বস্ব খোয়ানোর কুশিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অথচ প্রত্যেক ঋণ, যা লাভ বয়ে আনে সেটাই হ'ল সূদ। সেটা চক্রবৃদ্ধি হারে হৌক বা না হৌক (দ্র. বায়'এ মুআজ্জাল (বাকী বিক্রয়ে অধিক লাভ) বই পৃ. ১১)।

গণিত

দাখিল নবম শ্রেণি

(২৭০/১) পৃ. ৭৩ ৩.৫ অনুশীলনীর ৩১ নং অংকে বলা হয়েছে- ৫% হারে মুনাফায় ৪,০০০/- টাকার ও বছরের সরল মুনাফা ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য নির্ণয় কর।

মন্তব্য : পূর্বের মতো সূদ না বলে মুনাফা বলা হয়েছে। যা হারামকে হালাল করার মহাপাপের শামিল *(নাহল ১৬/১১৬)*।

বিজ্ঞান

শ্রেণী : নবম-দশম

(২৭১/১) পৃ. ১০২ ও ১১২ জীবজগতের যে পরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটেছে, তার সপক্ষে একাধিক প্রমাণ আছে। পৃথিবীর সব বিজ্ঞানীকে নিয়ে একবার একটা জরিপ নেওয়া হয়েছিল, জরিপের বিষয়বস্তু ছিল পৃথিবীর নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ কোনটি। বিজ্ঞানীরা রায় দিয়ে বলেছিলেন, বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব হচ্ছে ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্ব।

মন্তব্য : এটি ডাহা মিথ্যা। পৃথিবীর সকল বিজ্ঞানীকে নিয়ে কখনোই এরূপ জরিপ করা হয়নি। বরং আধুনিক বিজ্ঞানীদের প্রায় সকলেই কথিত বিবর্তনবাদকে ভিত্তিহীন 'কল্পনা' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বিবর্তনবাদী শিক্ষা আল্লাহকে অস্বীকার করে ও মানুষকে বানরের বংশধর বলে মনে করে। অথচ আল্লাহই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে *(সাজদাহ ৩২/৭; মুমিনূন ২৩/১২)*।

জীববিজ্ঞান

শ্রেণী : নবম-দশম

(২৭২/১) ২৭৬ পৃ. বিবর্তনের বিপক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। জীবজগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যতই সমৃদ্ধ হচ্ছে, বিবর্তনকে অস্বীকার করা ততই অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

---

১৬. মুসলিম হা/১৫৯৮; মিশকাত হা/২৮০৭।

মন্তব্য : এটিও নাস্তিক্যবাদের পক্ষে নগ্ন দালালী মাত্র। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখানো হচ্ছে যে, মানুষ কোন পৃথক সৃষ্টি নয়। বরং বানর বা বানরজাতীয় পশু থেকে লেজ খসে পড়ে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে বিবর্তন লাভ করে শেষ পর্যায়ে মানুষের রূপ লাভ করেছে।

জীববিজ্ঞান

শ্রেণী : একাদশ-দ্বাদশ

(২৭৩/১) ২৮৭ পৃ. বিবর্তনের ক্ষেত্রে ডারউইনের মতবাদ নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী ও সাড়া জাগানো অবদান। বিবর্তনের স্বপক্ষে প্রাপ্ত প্রমাণগুলো একত্র করলে কারও পক্ষে এর বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি তৈরি বা উত্থাপন করা সম্ভব হবে না।

মন্তব্য : এটাও মিথ্যা দাবী। এভাবে নবম শ্রেণী থেকে শুরু করে মাস্টার্স পর্যন্ত বিবর্তনবাদ বিষয়ক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে এইরূপ বদ্ধমূল ধারণা তৈরি করা হচ্ছে যে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ বলে কিছু নেই। মানব জাতিসহ সমগ্র প্রাণী জগত ও সমগ্র মহাবিশ্বের বর্তমান অবয়ব বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বর্তমান অবস্থায় এসেছে।

বাংলাদেশে ২০১২ সাল পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে 'বিবর্তনবাদ' শিক্ষা ছিল না। ২০১৩ সালে একযোগে নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ, অনার্স ও মাস্টার্স স্তরের পাঠ্যবইয়ে বিবর্তনবাদের পাঠ যুক্ত করা হয়। দৃশ্যতঃ বুঝা যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিক্যবাদ ও পুঁজিবাদিদের চাপ ও প্ররোচণাতেই এটা করা হয়েছে। সংবিধান মতেও মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ঈমান-আক্বীদা বিরোধী কুফরী বিবর্তন মতবাদ শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ নেই।

আধুনিক বিজ্ঞান বিবর্তনবাদের কল্পকাহিনীকে ছুঁড়ে ফেলেছে। যে কারণে উন্নত বিশ্বের অনেক দেশে বিবর্তন শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এই শিক্ষা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে জাতীর চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাস থেকে ঈমান হরণের এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্র। এতে করে সমাজ ও ব্যক্তি জীবন থেকে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ উঠে যেতে শুরু করবে। বিবাহের বহুবিধ দায়বদ্ধতা ছাড়াই ছেলে ও মেয়েরা পাশ্চাত্যের অনুকরণে 'লিভ টুগেদারে' আগ্রহী হবে। জারজ সন্তানে দেশ ভরে যাবে। মা-বোন তারতম্য বোধ থাকবে না। মদ-জুয়ার বিধি-নিষেধ মানবে না। সমকামিতার বৈধতা নিয়ে আন্দোলন শুরু হবে। মানবতাবোধ হারিয়ে যাবে এবং ভোগবাদে মানুষ ডুবে যবে। আল্লাহ-রাসূল ও ইসলাম নিয়ে কটূক্তি এবং আলেম-ওলামা, ধর্মীয় শিক্ষা ও আল্লাহভীরু মানুষকে বাধা ও বিরক্তিকর ভাবতে শুরু করবে।

অতএব সরকারের প্রতি দাবী থাকবে, (১) ঈমান-আক্বীদা ও সমাজিক শৃঙ্খলাবিরোধী ডারউনের কুফরী 'বিবর্তনবাদ' শিক্ষা পাঠ্যপুস্তক থেকে বিলুপ্ত করতে হবে। (২) এটি পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তির সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। (৩) শিক্ষার সর্বস্তরে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য 'ইসলাম ধর্ম' শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

আকাইদ ও ফিকহ

দাখিল ৭ম শ্রেণি

(২৭৪/১) পৃ. ৩ তাই বলা হয়, إِهَانَةُ الرَّسُوْلِ كُفْرٌ (রাসূলকে হীন করা কুফরী)।

মন্তব্য : মর্ম সঠিক হ'লেও বক্তব্য সঠিক নয়।

(২৭৫/২) পৃ. ৮ সালাত, সাওম, যাকাত, হজ যেভাবে শিক্ষা করা ও আমল করা ফরযে আইন, একইভাবে ইলমুত্ তাযকিয়া ও তাসাউফের জ্ঞান অর্জন করা এবং আমলে পরিণত করাও ফরযে আইন।

মন্তব্য : 'ইলমুত তাযকিয়া' ও 'তাছাউওফের জ্ঞান' বলে কোন শাস্ত্র ইসলামে নেই। এর অন্তরালে ছূফীবাদের ভ্রান্ত বীজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বপন করা হয়েছে (আলোচনা দ্রষ্টব্য : ক্রমিক (৪৪)।

(২৭৬/৩) পৃ. ১১ **সৃজনশীল প্রশ্ন** আব্দুর রহমান সাহেব একজন হক্কানী পীরের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে নিয়মিত যিকির আযকার করেন।

মন্তব্য : এগুলো বলে মানুষকে পীর পূজার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আত্মার পরিশুদ্ধিতার জন্য খুশূ-খুযূর সাথে ফরয ও নফল ইবাদতই যথেষ্ট। যিকির-আযকারের জন্য পীরের হাতে বায়'আত গ্রহণ করা শর্ত নয়।

(২৭৭/৪) পৃ. ৩০ أَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِيْنَ... (আমিই রসূলগণের নেতা...)

মন্তব্য : হাদীছটির সনদ আলবানী যঈফ বলেছেন।[১৭] তবে দারেমীর মুহাক্কিক হোসাইন সালীম আসাদ বলেছেন, সনদ 'জাইয়িদ'। বরং أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 'আমি ক্বিয়ামতের দিন আদম সন্তানদের সর্দার' শব্দে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ।[১৮]

(২৭৮/৫) পৃ. ৫৫ **সাহাবীগণের মর্যাদা** أَصْحَابِي كَالنُّجُوْمِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ– (আমার সাহাবিগণ নক্ষত্রের মতো, অতএব তাদের যাকেই অনুসরণ করবে হেদায়েতের পথ পেয়ে যাবে)।

মন্তব্য : হাদীছটি জাল।[১৯] তবে ছাহাবীগণের উচ্চ মর্যাদা বিষয়ের ছহীহ হাদীছটি হ'ল, لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ– 'তোমরা আমার ছাহাবীদের গালি দিয়ো না। তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে, তথাপি সেটি তাদের কারো এক মুদ্দ বা অর্ধ মুদ্দ ব্যয়ের সমান হবে না'।[২০] *[চলবে]*

---

১৭. দারেমী হা/৪৯; মিশকাত হা/৫৭৬৪; যঈফুল জামে' হা/১৩১৯।
১৮. মুসলিম হা/২২৭৮; মিশকাত হা/৫৭৬১।
১৯. রাযীন, মিশকাত হা/৬০০৯; যঈফাহ হা/৫৮।
২০. বুখারী হা/৩৬৭৩; মিশকাত হা/৫৯৯৮।

ছালাতের আদব সমূহ

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ছালাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এর উপরেই অন্যান্য ইবাদত কবুল হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে। ছালাত সঠিক হ'লে অন্যান্য সব ইবাদত সঠিক হবে। আর ছালাত বাতিল হ'লে অন্যান্য সব ইবাদত বাতিল হবে। তাই ছালাতকে মানদণ্ড বলা যায়। ছালাত সম্পাদনের কতিপয় আদব কুরআন ও হাদীছে উল্লিখিত হয়েছে। যেগুলি প্রতিপালন করলে ছালাত সঠিক হবে এবং কাঙ্ক্ষিত ছওয়াব অর্জিত হবে। পক্ষান্তরে এগুলি প্রতিপালন না করলে ছালাত যেমন সঠিক হবে না, তেমনি কাঙ্ক্ষিত ছওয়াবও অর্জিত হবে না। নিম্নে ছালাত আদায়ের আদবসমূহ উল্লেখ করা হ'ল।-

১. ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা :

ইখলাছ সব আমলের ক্ষেত্রে যরূরী। ইখলাছ বিহিন কোন আমল কবুল হয় না। তেমনি ছালাতের ক্ষেত্রেও ইখলাছ আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوْا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ– 'অথচ তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খালেছ অন্তরে একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং ছালাত কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। আর এটাই হ'ল সরল দ্বীন' *(বাইয়েনাহ ৯৮/৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِىَ بِهِ وَجْهُهُ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সে আমল গ্রহণ করবেন না, যাতে ইখলাছ ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির প্রত্যাশা করা হয়নি'।[১] সুতরাং আল্লাহ ইখলাছপূর্ণ আমল কবুল করেন, যাতে কোন রিয়া বা লৌকিকতা ও শ্রবণ করানোর চিন্তা নেই। আর যাতে কোন প্রকার শিরক নেই।

২. বিনয়ের সাথে ছালাত আদায় করা :

বিনীতভাবে ছালাত আদায়কারী মুমিনদেরকে আল্লাহ সফলকাম বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ– 'ঐ সকল মুমিন সফলকাম, যারা ছালাতে বিনয়াবনত' *(মুমিনূন ২৩/১-২)*। তিনি আরো বলেন, وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِيْنَ 'তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই তা বিনয়ী-একনিষ্ঠ ব্যতীত অন্যদের উপর অতীব কষ্টকর' *(বাক্বারাহ ২/৪৫)*।

৩. একাগ্রতা সহকারে ছালাত আদায় করা :

নিবিষ্ট মনে একাগ্রতা সহকারে ছালাত আদায় করা যরূরী। কারণ ছালাতে একাগ্রতা ও যথাযথ মনোযোগ না থাকলে তা পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয় না। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একাগ্রতা সহকারে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ 'আল্লাহ্র ইবাদত কর এমনভাবে, যেন তাঁকে তুমি দেখতে পাচ্ছ। আর যদি দেখতে না পাও, তবে তিনি যেন তোমাকে দেখছেন'।[২]

একাগ্রতা সহকারে ছালাত আদায় করতে পারলে জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ 'যে সুন্দরভাবে ওযূ করে, অতঃপর মন ও শরীর একত্র করে (একাগ্রতার সাথে) দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়'।[৩]

৪. দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা :

সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে হবে। দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়ে অপারগ হ'লে বসে এবং তাও সম্ভব না হ'লে শুয়ে ছালাত আদায় করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، 'দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে, তা না পারলে বসে; যদি তাও না পার তাহ'লে শুয়ে'।[৪]

৫. ছালাতের আহকাম-আরকান যথাযথভাবে আদায় করা :

ছালাত সম্পাদনের যাবতীয় বিধিবিধান যথাযথভাবে আদায় করা ছালাত কবুল হওয়ার জন্য যরূরী। যথাযথ পবিত্রতা অর্জনের পর রুকূ'-সিজদা, কিয়াম-কুঊদ সঠিকভাবে করতে হবে। অন্যথা ছালাত কবুল হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الصَّلاَةُ ثَلاَثَةُ أَثْلاَث: الطُّهُوْرُ ثُلُثٌ، والرُّكُوْعُ ثُلُثٌ، وَالسُّجُوْدُ ثُلُثٌ فَمَنْ أَدَّاهَا بِحَقِّهَا قُبِلَتْ مِنْهُ وَقُبِلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَمَنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ– 'ছালাত তিন ভাগে বিভক্ত। পবিত্রতা এক-তৃতীয়াংশ। রুকূ' এক-তৃতীয়াংশ এবং সিজদা এক-তৃতীয়াংশ। সুতরাং যে ব্যক্তি তার হক আদায় করবে, তার থেকে তার ছালাত ও সমস্ত আমল কবুল করা হবে। আর যার ছালাত প্রত্যাখ্যান করা হবে, তার সমস্ত আমল প্রত্যাখ্যান করা হবে'।[৫]

৬. ধীর-স্থিরভাবে ছালাত আদায় করা :

ছালাতের আরকান ধীর-স্থিরভাবে আদায় করতে হবে। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে ছলাত আদায় করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

১. *নাসাঈ হা/৩১৪০; ছহীহাহ হা/৫২; ছহীহুল জামে' হা/১৮৫৬।*

২. *বুখারী হা/৫০; মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২।*
৩. *নাসাঈ হা/১৫১; বুখারী হা/১৯৩৪; মিশকাত হা/২৮৭।*
৪. *বুখারী হা/১১১৭; আবূদাঊদ হা/৯৫২; ইবনু মাজাহ হা/১২২৩।*
৫. *মুসনাদ বাযযার ১/১৭৭; ছহীহাহ হা/২৫৩৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৩৯।*

তখন মসজিদের এক কোণে বসা ছিলেন। এরপর লোকটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম জানাল। তিনি তাকে বললেন, ওয়া আলায়কাস সালাম; যাও, আবার ছালাত আদায় কর। কেননা তোমার ছালাত হয়নি। সে আবার গেল ও ছালাত আদায় করল। আবার এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সালাম করল। তিনি উত্তরে বললেন, ওয়া আলায়কাস সালাম। আবার যাও, পুনরায় ছালাত আদায় কর। কেননা তোমার ছালাত হয়নি। এরপর তৃতীয়বার কিংবা এর পরের বার লোকটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন তিনি বললেন, তুমি যখন ছালাত আদায় করতে ইচ্ছা করবে (প্রথম) ভালভাবে ওযূ করবে। এরপর ক্বিবলার দিকে দাঁড়িয়ে তাকবীর তাহরীমা বলবে। তারপর কুরআন থেকে যা পড়া তোমার পক্ষে সহজ হয় তা পড়বে। তারপর রুকূ' করবে। রুকূ'তে প্রশান্তির সাথে থাকবে। এরপর মাথা উঠাবে। সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর সিজদা করবে। সিজদাতে স্থির থাকবে। তারপর মাথা উঠিয়ে স্থির হয়ে থাকবে। এরপর দ্বিতীয় সিজদা করবে। সিজদায় স্থির থাকবে। আবার মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এভাবে তুমি তোমার সব ছালাত আদায় করবে।[৬]

৭. ছালাতে সুন্নাতে নববীর অনুসরণ :

ছালাত হচ্ছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যাতে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করা আবশ্যিক। সুতরাং রাসূল করেননি বা বলেননি এমন কোন কিছু ছালাতের মধ্যে করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى 'তোমরা ঐভাবে ছালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখেছ'।[৭]

আর রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত মুতাবেক সম্পাদিত না হ'লে ছালাত কবুল হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ، 'যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যাতে আমার কোন নির্দেশনা নেই, তা পরিত্যাজ্য'।[৮]

৮. ছালাতে সর্বদা আল্লাহ্র স্মরণে মশগূল থাকা :

মসজিদে আল্লাহ্র যিকর, দো'আ, কুরআন তেলাওয়াত প্রভৃতি কাজে মশগূল থাকা যরূরী। সেই সাথে অন্য মুছল্লী যাতে বিরক্ত না হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। আর ছালাতের মধ্যে এদিক-সেদিক তাকানো থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা এতে মনোযোগ বিনষ্ট হয়। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الاِلْتِفَاتِ فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ.

'আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে ছালাতে এদিক-ওদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটা এক ধরনের ছিনতাই, যার মাধ্যমে শয়তান বান্দার ছালাত হ'তে অংশ বিশেষ ছিনিয়ে নেয়'।[৯]

ছালাতের মধ্যে উপরের দিকে বা আকাশের দিকে তাকানোও নিষেধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِ أَبْصَارِهِمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِى الصَّلاَةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ، 'লোকেরা ছালাতে দো'আ করার সময় আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করা থেকে যেন বিরত থাকে। অন্যথা তাদের দৃষ্টিকে ছিনিয়ে নেয়া হবে'।[১০] অন্যত্র তিনি বলেন, لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِى الصَّلاَةِ أَوْ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ 'লোকেরা ছালাতে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করা থেকে যেন বিরত থাকে। অন্যথা তাদের চক্ষু কখনই তাদের দিকে ফিরে আসবে না'।[১১]

৯. উত্তমরূপে ওযূ করা :

ওযূ হচ্ছে ছালাতের চাবি। আর উত্তমরূপে ওযূ করা ছালাত সম্পন্ন হওয়ার জন্য শর্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ. قَالُوْا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ–

'আমি কি তোমাদেরকে বলব না, আল্লাহ তা'আলা কি দিয়ে গুনাহ মুছে দেন এবং মর্যাদা বাড়িয়ে দেন? ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! হ্যাঁ (বলে দিন)। তিনি বললেন, কষ্ট সত্ত্বেও ভালভাবে ওযূ করা, মসজিদের দিকে বেশী বেশী যাতায়াত করা এবং এক ছালাত শেষ করে পরবর্তী ছালাতের জন্য অপেক্ষায় থাকা। আর এটাই হ'ল রিবাত (প্রস্তুতি)'।[১২]

১০. ছালাতে তাকবীরে তাহরীমা :

ছালাতের জন্য তাকবীরে তাহরীমা বলে বুকে হাত বাঁধা ফরয। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ، 'ছালাতের চাবি হচ্ছে পবিত্রতা। তাকবীরে তাহরীমা বা আল্লাহু আকবার বলে ছালাত শুরু করার দ্বারা পার্থিব সকল কাজ হারাম হয়ে যায়। আর সালাম ফিরানোর দ্বারা পার্থিব সকল কাজ হালাল হয়'।[১৩]

---

৬. বুখারী হা/৬২৫১, ৬৬৬৭; মুসলিম হা/৩৯৭; আবূদাঊদ হা/৮৫৬; নাসাঈ হা/৮৮৪; তিরমিযী হা/৩০৩; মিশকাত হা/৭৯০।
৭. বুখারী হা/৬৩১; মিশকাত হা/৬৮৩।
৮. মুসলিম হা/১৭১৮; মিশকাত হা/৫৩১৫।
৯. বুখারী হা/৭৫১, ৩২৯১; আবূদাঊদ হা/৯১০; মিশকাত হা/৯৮২।
১০. মুসলিম হা/৪২৯; নাসাঈ হা/১২৭৬; মিশকাত হা/৯৮৩।
১১. মুসলিম হা/৪২৮; ছহীহুল জামে' হা/৫৪৮১; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৫১।
১২. মুসলিম হা/২৫১; তিরমিযী হা/৫১; ইবনু মাজাহ হা/৪২৮।
১৩. আবূদাঊদ হা/৬১; ইবনু মাজাহ হা/২৭৫; হাসান ছহীহ।

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِى صَلاَتِكَ كُلِّهَا– ‘যখন তুমি ছালাতের জন্য দাঁড়াবে, তখন তাকবীর বলবে। অতঃপর কুরআন হ’তে যা তোমার পক্ষে সহজ তা পড়বে। অতঃপর রুকূ‘ করবে এবং ধীরস্থিরভাবে রুকূ‘ করবে। এরপর সিজদা করবে এবং ধীরস্থিরভাবে সিজদা করবে। অতঃপর সিজদা হ’তে উঠে স্থির হয়ে বসবে। আর তোমার পুরো ছালাতে এভাবেই করবে’।[১৪]

১১. নিয়মিত ছালাত আদায় করা :

ছালাত নিয়মিতভাবে আদায় করা। বিশেষ বিশেষ দিনে, শুধু দুই ঈদে কিংবা কেবল শুক্রবারে ছালাত আদায়ের কোন বিধান ইসলামে নেই। মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَائِمُوْنَ، ‘যারা নিয়মিত ছালাত আদায় করে’ *(মা‘আরিজ ৭০/২৩)*।

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ ‘আল্লাহর নিকটে প্রিয় আমল হচ্ছে যা নিয়মিতভাবে করা হয়। যদিও তা অল্প হয়’।[১৫] তিনি আরো বলেন, وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ‘কোন ব্যক্তির নিয়মিত আমলই তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয় দ্বীন ছিল’।[১৬]

১২. সময়মত ছালাত আদায় করা :

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের জন্য নির্ধারিত সময় রয়েছে। সে সময়ে ছালাত আদায় করা আবশ্যক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ‘নিশ্চয় ছালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত’ *(নিসা ৪/১০৩)*। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ‘সূর্য অপরাহ্নে ঢলে পড়ার পর থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত তুমি ছালাত কায়েম কর এবং ফজরের ছালাত আদায় কর। নিশ্চয়ই ফজরের ছালাত (রাত্রি ও দিবসের ফেরেশতাগণের মাধ্যমে) সাক্ষ্যপ্রাপ্ত হয়’ *(ইসরা ১৭/৭৮)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ الأَعْمَالِ أَوِ الْعَمَلِ الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ. ‘ছালাত সঠিক সময়ে আদায় করা এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা আমল সমূহের মধ্যে বা আমলের মধ্যে সর্বোত্তম আমল’।[১৭] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ، وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِيَ يَعْنِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ، وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ–

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, বায়তুল্লাহর নিকট জিবরীল (আঃ) দু’বার আমার ছালাতে ইমামতি করেছেন। (প্রথমবার) সূর্য (পশ্চিমাকাশে) ঢলে যাওয়ার পর আমাকে নিয়ে তিনি যোহর ছালাত আদায় করলেন। তখন (পূর্ব দিকে) জুতার ফিতার সমান ছায়া দেখা দিয়েছিল। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে আছরের ছালাত আদায় করলেন, যখন (প্রত্যেক বস্তুর) ছায়া তার সমান হয়। এরপর আমাকে নিয়ে তিনি মাগরিবের ছালাত আদায় করলেন, যখন ছিয়াম পালনকারী ইফতার করে থাকে। এরপর তিনি আমাকে নিয়ে এশার ছালাত আদায় করলেন, যখন শাফাক্ব (লাল শুভ্র রং) অন্তর্হিত হয় এবং ফজরের ছালাত আদায় করলেন, যখন ছিয়াম পালনকারীর জন্য পানাহার হারাম হয়ে যায়।

পরের দিন তিনি আমাকে নিয়ে যোহরের ছালাত আদায় করলেন, (প্রত্যেক বস্তুর) ছায়া যখন সমান হ’ল। তিনি আমাকে নিয়ে আছর ছালাত আদায় করলেন, যখন ছায়া তার দ্বিগুণ হ’ল। তিনি আমাকে নিয়ে মাগরিবের ছালাত আদায় করলেন, যখন ছিয়াম পালনকারীর ইফতারের সময় হয়। তিনি আমাকে নিয়ে এশা ছালাত আদায় করলেন রাতের তৃতীয়াংশে এবং ফজর ছালাত আদায় করলেন ভোরের আলো ছড়িয়ে যাওয়ার পর। অতঃপর জিবরীল (আঃ) আমার দিকে ফিরে বললেন, হে মুহাম্মাদ! এটাই হচ্ছে আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের ছালাতের ওয়াক্ত। আর ছালাতের ওয়াক্তসমূহ এই দু’সময়ের মাঝখানেই নিহিত’।[১৮]

১৪. *বুখারী হা/৭৯৩, ৬২৫১, ৬২৫২, ৬৬৬৭ মুসলিম হা/৩৯৭।*
১৫. *বুখারী হা/৬৪৬৫; মুসলিম হা/৭৮৩; মিশকাত হা/১২৮২।*
১৬. *মুসলিম হা/৭৮৫; নাসাঈ হা/১৬৪২; ইবনু মাজাহ হা/৪২৩৮।*
১৭. *মুসলিম হা/৮৫; ছহীহুল জামে‘ হা/১০৯৩।*
১৮. *তিরমিযী হা/১৪৯ ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘ছালাতের ওয়াক্তসমূহ’ অনুচ্ছেদ; আবূদাঊদ হা/৩৯৩; মিশকাত হা/৫৮৩; ছহীহুল জামে‘ হা/১৪০২।*

১৩. আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা :

আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা উত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত। হাদীছে এসেছে,

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ فَرْوَةَ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلاَةُ لأَوَّلِ وَقْتِهَا.

কাসিম ইবনু গান্নাম (রহঃ) হ'তে তার ফুফু ফারওয়া (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে বায়'আত গ্রহণকারিণীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করা হ'ল, কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, আওয়াল (প্রথম) ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'।[১৯]

১৪. ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাবার সামনে আসলে ছালাত আদায় না করা :

ক্ষুধার্ত থাকলে এবং খানা সামনে উপস্থিত থাকলে আগে খাবার খেয়ে তারপর ছালাত আদায় করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ 'খাদ্য উপস্থিত হ'লে ছালাত নেই'।[২০]

১৫. পেশাব-পায়খানার চাপ নিয়ে ছালাত আদায় না করা :

পেশাব-পায়খানার বেগ অনুভূত হ'লে তা দ্রুত সম্পন্ন করা উচিত। কেননা রাসূল (ছাঃ) এ অবস্থায় ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ– 'খাদ্য উপস্থিত হ'লে ছালাত নেই এবং পেশাব-পায়খানার চাপ থাকলে কোন ছালাত নেই'।[২১] তবে এমতাবস্থায় ছালাত আদায় করলে তা বাতিল হবে না।

১৬. ছালাতের জন্য মসজিদে গমনের পথে আল্লাহ্র যিকর করা :

বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় ও প্রবেশকালে আল্লাহ্র যিকর করা তথা 'বিসমিল্লাহ' বলা। নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيْتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ–

'কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশকালে এবং খাবার গ্রহণকালে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করলে (বিসমিল্লাহ বললে) শয়তান (তার সঙ্গীদেরকে) বলে, তোমাদের রাত্রিযাপন এবং রাতের আহারের কোন ব্যবস্থা হ'ল না। কিন্তু কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশকালে আল্লাহকে স্মরণ না করলে (বিসমিল্লাহ না বললে) শয়তান বলে, তোমরা রাত্রিযাপনের জায়গা পেয়ে গেলে। সে আহারের সময় আল্লাহকে স্মরণ না করলে (বিসমিল্লাহ না বললে) শয়তান বলে, তোমাদের রাতের আহার ও শয্যা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়ে গেল'।[২২]

বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় রাসূল (ছাঃ) এ দো'আ পড়তেন, اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ، 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পথভ্রষ্ট হওয়া বা পথভ্রষ্ট করা, গুনাহ করা বা গুনাহের দিকে ধাবিত করা, উৎপীড়ন করা বা উৎপীড়িত হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা বা অজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র হওয়া থেকে আশ্রয় চাইছি'।[২৩]

মসজিদে গমনের সময়ও নির্দিষ্ট দো'আ রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,

فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَهُوَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَفِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِىْ نُوْرًا وَمِنْ أَمَامِى نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِىْ نُوْرًا وَمِنْ تَحْتِى نُوْرًا، اللَّهُمَّ أَعْطِنِىْ نُوْرًا–

'অতঃপর তিনি ছালাতের জন্য বের হ'লেন। তখন তিনি এ দো'আ করছিলেন, 'হে আল্লাহ! আমার হৃদয়ে আলো (নূর) সৃষ্টি করে দাও, আমার যবানে আলো সৃষ্টি করে দাও, আমার শ্রবণশক্তিতে আলো সৃষ্টি করে দাও, আমার দৃষ্টিশক্তিতে আলো সৃষ্টি করে দাও, আমার পিছন দিকে আলো সৃষ্টি করে দাও, আমার সামনের দিকে আলো সৃষ্টি করে দাও, আমার উপর দিক থেকে আলো সৃষ্টি করে দাও এবং আমার নীচের দিক থেকেও আলো সৃষ্টি করে দাও। হে আল্লাহ! আমাকে নূর বা আলো দান করো'।[২৪]

১৭. ধীরস্থির ও শান্তভাবে ছালাতের দিকে গমন করা :

ছালাতের ইক্বামত হ'লেও শান্তভাবে ছালাতে গমন করতে হবে। দৌঁড়ে ছালাতে যাওয়া যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوْا إِلَى الصَّلاَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ وَلاَ تُسْرِعُوْا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا– 'যখন তোমরা ইক্বামত শুনতে পাবে, তখন ছালাতের দিকে চলে আসবে, তোমাদের উচিত স্থিরতা ও গাম্ভীর্য অবলম্বন করা। তাড়াহুড়া করবে না। অতঃপর ইমামের সাথে যতটুকু পাও তা আদায় করবে, আর যা ছুটে যায় তা পূর্ণ করবে'।[২৫]

---

১৯. *ছহীহ আবূদাঊদ হা/৪৫২; তিরমিযী হা/১৭০; মিশকাত হা/৬০৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৯৯।*
২০. *বুখারী, মুসলিম হা/১২৭৪; আবূদাঊদ হা/৮৯; মিশকাত হা/১০৫৭।*
২১. *বুখারী, মুসলিম হা/১২৭৪; আবূদাঊদ হা/৮৯; মিশকাত হা/১০৫৭।*
২২. *মুসলিম হা/২০১৮; আবূদাঊদ হা/৩৭৬৫; মিশকাত হা/৪১৬১।*
২৩. *আবূদাঊদ হা/৫০৯৪; মিশকাত হা/২৪৪২, সনদ ছহীহ।*
২৪. *মুসলিম হা/৭৬৩।*
২৫. *বুখারী হা/৬৩৬, ৯০৮; মুসলিম হা/৬০৪।*

১৮. মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় দো'আ ও যিকর :

মসজিদে প্রবেশকালে দো'আ পড়া সুন্নাত। মসজিদে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রথমে ডান পা রেখে বলবে, اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ– *(আল্লা হুম্মাফ্তাহ্লী আবওয়া-বা রহ্মাতিকা)* 'হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও'।[২৬] অন্য বর্ণনায় শুরুতে দরূদ পাঠের কথা বলা হয়েছে। যেমন, اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّسَلِّمْ *(আল্লা-হুম্মা ছাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া সাল্লিম)* 'হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষণ কর'।[২৭]

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা রেখে বলবে, اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ– *(আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিন ফাযলিকা)* 'হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি'।[২৮] অন্য বর্ণনায় শুরুতে দরূদ পাঠের কথা বলা হয়েছে। যেমন, اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّسَلِّمْ *(আল্লা-হুম্মা ছাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া সাল্লিম)* 'হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ-এর উপর অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষণ কর'।[২৯]

রাসূল (ছাঃ) মসজিদে প্রবেশকালে নিম্নের দো'আও পাঠ করতেন, أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ– 'আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি, অতীব মর্যাদা ও চিরন্তন পরাক্রমশালীর অধিকারী মহান আল্লাহ্র নিকট বিতাড়িত শয়তান হ'তে'।[৩০]

১৯. মসজিদ প্রবেশ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা :

মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা সুন্নাত, যাকে তাহিইয়াতুল মাসজিদ বলে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. وفي رواية فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ. 'তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করার পূর্বে বসবে না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়'।[৩১]

এমনকি জুম'আর দিন ইমামের খুৎবা প্রদানকালেও কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে 'তাহিইয়াতুল মসজিদ' দু'রাকা'আত ছালাত আদায় করে বসার নির্দেশ এসেছে। জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا، ثُمَّ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا.

'সুলাইক গাত্বাফানী (রাঃ) জুম'আর দিন মসজিদে ঢুকে বসে পড়লেন যখন রাসূল (ছাঃ) খুৎবা দিচ্ছিলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে সুলাইক! দাঁড়াও। সংক্ষিপ্তাকারে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নাও। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমাদের কেউ খুৎবা চলাকালে মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন সংক্ষিপ্তাকারে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়'।[৩২]

২০. মসজিদে গমনকালে আঙ্গুলের মধ্যে আঙ্গুল না ঢুকানো :

মসজিদে গমনের পথে এবং ছালাতের মধ্যে আঙ্গুলের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকানো নিষেধ। কা'ব ইবনু উযরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِى صَلاَةٍ، 'যখন তোমাদের কেউ ভালভাবে ওযূ করে ছালাত আদায়ের নিয়তে মসজিদের দিকে যেতে থাকে তখন সে যেন নিজের হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ না করায়। কেননা সে তখন ছালাতের মধ্যেই আছে'।[৩৩]

২১. অহংকার মুক্তভাবে ছালাত আদায় করা :

ছালাত এমনভাবে আদায় করতে হবে যাতে কোনরূপ অহংকার প্রকাশ না পায়। বরং বিনয়ীভাবে ছালাত আদায় করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ، 'তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমার কাছে প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করব। যারা অহংকারবশত আমার ইবাদত হ'তে বিমুখ হয় তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে' *(মুমিন ৪০/৬০)*।

অতএব ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে উপরোক্ত আদব সমূহ মেনে চলা যরূরী। ফলে ছালাত আল্লাহ্র নিকটে কবুল হবে এবং অশেষ ছওয়াব হাছিল হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শিষ্টাচার মেনে চলার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

২৬. *মুসলিম হা/৭১৩; আবূদাঊদ হা/৪৬৫; মিশকাত হা/৭০৩, 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ।*
২৭. *আবূদাঊদ হা/৪৬৫; ইবনু মাজাহ হা/৭৭২-৭৩; ছহীহাহ হা/২৪৭৮।*
২৮. *মুসলিম হা/৭১৩; মিশকাত হা/৭০৩ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ।*
২৯. *আবূদাঊদ হা/৪৬৫; ইবনু মাজাহ হা/৭৭৩; ছহীহাহ হা/২৪৭৮।*
৩০. *আবূদাঊদ হা/৪৬৬; মিশকাত হা/৭৪৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬০৬।*
৩১. *বুখারী হা/১১৬৩; মুসলিম হা/১৬৮৭।*
৩২. *মুসলিম হা/৮৭৫; আবূদাঊদ হা/১১১৬।*
৩৩. *তিরমিযী হা/৩৮৬; ইবনু মাজাহ হা/৯৭৬; মিশকাত হা/৯৯৪, সনদ ছহীহ।*

দ্বীনের উপর অবিচলতা

-আব্দুর রাক্বীব মাদানী*

[আলহামদুলিল্লাহ। ওয়াছ ছালাতু ওয়াস সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ, আম্মা বাদ। গত ৮-১০ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে দুবাইয়ে অবস্থিত মসজিদে খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদে উর্দূভাষী ভাইদের উদ্দেশ্যে তিন দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে ওলামায়ে কেরাম উর্দূ ভাষায় তাদের জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তন্মধ্যে শায়খ যাফরুল হাসান মাদানী হাফিযাহুল্লাহ 'ইসতিক্বামাত' তথা দ্বীনের উপর অবিচলতা সম্পর্কে অতি মূল্যবান একটি প্রবন্ধ পেশ করেন। প্রবাসে অনুষ্ঠিত এমন ইলমী প্রোগ্রামে বাংলাভাষী ভাইয়েরাও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু ভাষার ভিন্নতার কারণে বিষয় অনুধাবনে যথেষ্ট ঘাটতি থেকেই যায়। সেকারণ প্রবন্ধটির গুরুত্ব বিবেচনায় বাংলাভাষী ভাই-বোনদের উপকারার্থে প্রবন্ধটির অনুবাদ পত্রস্থ করা হ'ল। -অনুবাদক]

আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ، نُزُلًا مِنْ غَفُوْرٍ رَحِيْمٍ– 'নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। অতঃপর তার উপর অবিচল থাকে, তাদের উপর ফেরেশতামণ্ডলী নাযিল হয় এবং বলে যে, তোমরা ভয় পেয়ো না ও চিন্তান্বিত হয়ো না। আর তোমরা জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল। আমরা তোমাদের বন্ধু ইহকালে ও পরকালে। আর সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমাদের মন চাইবে এবং সেখানে রয়েছে যা তোমরা দাবী করবে। এটা হবে ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালুর পক্ষ থেকে আপ্যায়ন' *(হা-মীম সাজদা ৪১/৩০-৩২)*।

তিনি আরও বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ، 'নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। অতঃপর এ কথার উপর অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না। তারা হবে জান্নাতের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং এটা হবে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান' *(আহকাফ ৪৬/১৩-১৪)*।

আবু বকর (রাঃ) বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا -এর অর্থ হ'ল, তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য মা'বূদের দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না।[১]

ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) একদা এই আয়াতটি মিম্বরে তেলাওয়াত করে বলেন, তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁর ইবাদতের উপর অটল থাকে এবং শিয়ালের মত এদিক ওদিক পলায়ন করে না।[২]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইসতিক্বামাতের অর্থ হ'ল, على أداء فرائضه অর্থাৎ 'আল্লাহ্র ফরয ইবাদত পালনে অটল থাকা'।[৩]

ক্বাতাদাহ (রহঃ) বলেন, হাসান বাছরী (রহঃ) দো'আ করতেন, اللهم أنت ربنا، فارزقنا الاستقامة 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের রব। তুমি আমাদেরকে তোমার দ্বীনের উপর অটল থাকার তাওফীক দাও'।[৪]

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন 'আছ (রাঃ) বলেন, একদা মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) সফর করার ইচ্ছা করলে তিনি আল্লাহ্র রাসূলকে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে অছিয়ত করুন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, اعْبُدِ اللهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، 'একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক কর না'।

তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! আরো বেশী করুন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ 'পাপের পরে নেকীর কাজ করবে'। অতঃপর তিনি আরও অছিয়ত করার আবেদন জানালে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, اسْتَقِمْ وَلْتُحَسِّنْ خُلُقَكَ، 'দ্বীনের উপর অটল থাক এবং তোমার চরিত্রকে উত্তম করে গড়ে তোল'।[৫]

এই হাদীছে আল্লাহ্র রাসূল মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে দ্বীনের উপরে অটল থাকার আদেশ দেন এবং বলেন, 'অটল থাক ও উত্তম চরিত্র গঠন কর'। যার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসূল (ছাঃ) ও ইসলামী বিধানের প্রতি অবিচল থাকবে এবং তাঁদের অবাধ্যতা হ'তে দূরে থাকবে।

ইসতিক্বামাত বা অটল থাকা দুই ধরনের। যথা-

১. হকের সাথে অটল থাকা।

২. সৃষ্টির সাথে অটল থাকা।

হকের সাথে অটল থাকার অর্থ হ'ল, আল্লাহ্র সাথে অটল থাকা। অর্থাৎ আল্লাহ্র অধিকার আদায়ে অবিচল ও দৃঢ় থাকা এবং তাঁর বিধান হ'তে কোন মতে পিছপা না হওয়া।

সৃষ্টির সাথে অটল থাকার অর্থ হ'ল, মানুষের অধিকার যা আল্লাহ তোমার উপর নির্ধারিত করেছেন তা সঠিকভাবে আদায় করা। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মু'আয (রাঃ)-কে উপদেশ দেওয়ার সময় অটল থাকার উভয় প্রকারের আদেশ দেন। 'দ্বীনে অটল থাক এবং উত্তম চরিত্র গঠন কর'। এখানে

---

* শিক্ষক, জামে'আতুল ইমাম আল-বুখারী, কিষাণগঞ্জ, বিহার, ভারত।

১. *ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা হা-মীম সাজদা ৩০ আয়াত।*

২. *ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, পৃঃ ১০৯।*

৩. *ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা হা-মীম সাজদা ৩০ আয়াত।*

৪. *ঐ।*

৫. *ইবনু হিব্বান হা/৪৭৪; হাকেম হা/১৭৯; ত্বাবারানী, কাবীর হা/৫৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১২২৮।*

দু'টি বাক্য রয়েছে, প্রথমটি হ'ল, 'দ্বীনের উপর অটল থাক'। এতে রয়েছে হকের সাথে অটল থাকার আদেশ। আর দ্বিতীয় বাক্যটি হচ্ছে 'উত্তম চরিত্র গঠন কর'। আর এতে রয়েছে সৃষ্টির সাথে অবিচল থাকার আদেশ।[৬]

ছাওবান (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র রাসূল এরশাদ করেছেন, اسْتَقِيمُوْا وَلَنْ تُحْصُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاَةُ وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، 'তোমরা সর্বদা আল্লাহ্র আনুগত্যে দৃঢ় থাক। যদিও (সকল বিষয়ে) যথার্থভাবে তোমরা সেটা কখনো পারবে না। জেনে রেখ তোমাদের সমস্ত নেক আমলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'ল ছালাত (অতএব কমপক্ষে সেটা যথাযথভাবে আদায়ে দৃঢ় থাক)। আর সর্বদা ওযূর হেফাযত করতে পারে না (অর্থাৎ সঠিকভাবে ওযূ করতে পারে না) মুসলিম ব্যতীত'।[৭]

উপরোক্ত হাদীছে দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। এক. 'তোমরা তা গণনাভুক্ত করতে পারো না'। দুই. তোমাদের সৎ আমল সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে ছালাত'। তা গণনাভুক্ত করতে পারো না এর ব্যাখ্যা হ'ল-

১. দ্বীনে অটল থাকার প্রতিদান এত বড় এবং এত বেশী যে, তোমরা যদি তা গণনা করতে চাও তাহ'লে সক্ষম হবে না। কেননা তা তোমাদের ক্ষমতার বাইরে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা যদি আল্লাহ্র নে'মতকে গণনা করতে চাও তাহ'লে তা পারবে না *(ইব্রাহীম ১৪/৩৪)*।

২. দ্বীনে অটল থাকা খুবই শক্ত ও কঠিন কাজ। তাই তোমরা পুরোপুরিভাবে অটল থাকতে সক্ষম নও। এ কারণে তুমি সঠিক পথে থাক, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, কিন্তু তুমি পুরোপুরিভাবে তা করতে সক্ষম নও; বরং তোমার দ্বারা কিছু না কিছু ঘাটতি অবশ্যই সংঘটিত হবে। তাই আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করেছেন এবং তোমাদের যতটুকু ক্ষমতা ততখানিই আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর'।[৮]

তোমাদের সৎ আমলসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম আমল হচ্ছে ছালাত। বর্ণিত হাদীছগুলিতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) দ্বীনের উপর অটল থাকার সাথে সাথে ছালাতকে সর্বোত্তম আমল বলেছেন, যার কারণ হ'ল-

১. ইসতিক্বামাতের অর্থ হচ্ছে, দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য এবং ইসলামী বিধানসমূহের পাবন্দী করা এবং মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকা। মহান আল্লাহ ছালাতের ক্ষেত্রেও দৃঢ়তার আদেশ দেন। তিনি বলেন, اتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ، 'তুমি তোমার প্রতি ওহীকৃত কিতাব (কুরআন) পাঠ কর এবং ছালাত কায়েম কর। নিশ্চয়ই ছালাত যাবতীয় অশ্লীলতা ও গর্হিত কর্ম থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহ্র স্মরণই হ'ল সবচেয়ে বড় বস্তু। আল্লাহ জানেন যা কিছু তোমরা করে থাক' *(আনকাবূত ২৯/৪৫)*।

২. প্রত্যেক ব্যক্তি যখন ছালাত আদায় করে তখন সে প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার সময় 'ইহদিনাছ ছিরাত্বাল মুসতাক্বীম' বলার মাধ্যমে সঠিক পথ এবং দ্বীনে অটল থাকার প্রার্থনা করে। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ছালাতকে অর্থাৎ সূরা ফাতিহাকে আমি আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দু'ভাগে ভাগ করেছি। আর আমার বান্দা যা চাইবে তাই পাবে। যখন সে বলে, 'আল-হামদুলিল্লাহ..' তখন আল্লাহ বলেন, حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে'। যখন সে বলে, 'আর রহমা-নির রহীম' তখন আল্লাহ বলেন, أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِيْ 'আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করেছে'। যখন সে বলে, 'মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন' তখন আল্লাহ বলেন, مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ 'বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করেছে'। যখন সে বলে, 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন' তখন আল্লাহ বলেন, هَذَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ 'এটি আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বিভক্ত। আর আমার বান্দা যা চাইবে, তাই পাবে'। অতঃপর যখন সে বলে, 'ইহ্দিনাছ ছিরাত্বাল ... ওয়াল লায্ যা-ল্লীন' তখন আল্লাহ বলেন, هَذَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ 'এটি সম্পূর্ণ বান্দার জন্য। আর বান্দা যা চেয়েছে, তাই পাবে'।[৯]

হাদীছটি অনুধাবন করুন, 'এটা আমার বান্দার জন্য আর আমার বান্দা যা চেয়েছে তাই পাবে'। এ অংশে আল্লাহ বান্দার নিকট অঙ্গীকার করেছেন যে, সে যা চাইবে আমি তাকে তা দিব।

৩. অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) ছালাত সম্পর্কে বলেছেন, ছালাত হচ্ছে জ্যোতি-আলো।[১০] যেমন অন্ধকারে মানুষ আলো দ্বারা নিজ রাস্তা এবং কাঙ্ক্ষিত বস্তু দেখতে পায়, সেরূপ ছালাতের বরকতে আল্লাহ তা'আলা মুছল্লীর অন্তরে ঈমানের আলো তৈরি করে দেন, যার মাধ্যমে তার জন্য হালাল ও হারাম, হিদায়াত ও ভ্রষ্টতা, জায়েয ও নাজায়েযের মধ্যে পার্থক্য করা সহজ হয়ে যায় এবং তার মধ্যে ছওয়াব ও হিদায়াতের প্রতি ভালবাসা এবং মন্দ ও ভ্রষ্টতার প্রতি শত্রুতা সৃষ্টি হয়।

৪. ছালাত সাধারণতঃ সকল সৎকাজের মূল। ছালাতে তেলাওয়াত, তাসবীহ-তাহলীল, যিকর-আযকার, খুশূ-বিনম্রতা, বিনয়ী-অপারগতা ইত্যাদি গুণ বিদ্যমান থাকার কারণে তার জন্য শরী'আতের বাস্তবায়ন এবং দ্বীনের উপর অটল থাকা সহজ হয়ে যায়।

---

৬. ফয়যুল ক্বাদীর ১/৪৯৭।
৭. ইবনু মাজাহ হা/২৭৭, মিশকাত হা/২৯২।
৮. ফায়যুল ক্বাদীর ১/৪৯৭।
৯. মুসলিম হা/৩৯৫, নাসাঈ, মিশকাত হা/৮২৩।
১০. মুসলিম হা/২২৩; মিশকাত হা/২৮১।

দ্বীনের উপর অটল থাকার দো'আ :

আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে বলেন, তুমি বল, اللَّهُمَّ اهْدِنِىْ وَسَدِّدْنِىْ 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সুপথ প্রদর্শন কর এবং আমাকে সরল পথে পরিচালিত কর। আর তুমি সুপথের সংকল্প কর এবং সঠিক পথে স্থির থাক, যেভাবে তীর তার লক্ষ্যে স্থির থাকে।[১১]

অর্থাৎ যেমন তোমরা কোথাও যাওয়ার সময় সঠিক পথ বেছে নিয়ে বাকী পথগুলি ছেড়ে দাও সেরূপ আল্লাহ্র নিকটে দ্বীনের সঠিক পথ তথা হিদায়াত এবং ছিরাতে মুসতাক্বীম কামনা কর। যেরূপ তুমি তীরকে সোজা ও বরাবর কর, যেন তা নিশানায় ঠিকভাবে লাগে, আর একটু বাঁকা হ'লে যেমন তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায় সেরূপ দ্বীনের উপর অটল থাক। তীর চালানোর পূর্বে যেমন তুমি সঠিকভাবে নিশানায় তীর চালাও ঠিক তদ্রূপ দ্বীনের উপর অটল থাকার জন্য এবং হকের উপর থাকার জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা কর। সামান্যতম মন্দ বা ভ্রষ্টতা যেন তোমার দ্বীনে প্রবেশ না করে।[১২]

দ্বীনের উপর অবিচল ও সঠিক পথ অবলম্বনকারী মুসলিমের মর্যাদা :

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আছ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলকে বলতে শুনেছি যে, إِنَّ الْمُسْلِمَ الْمُسَدَّدَ لَيُدْرِكُ دَرَجَةَ الصَّوَّامِ الْقَوَّامِ بِآيَاتِ اللهِ بِحُسْنِ خُلُقِهِ وَكَرَمِ ضَرِيبَتِهِ، 'দ্বীনের উপর অটল থাকা মুসলিম এবং সঠিক পথ অবলম্বনকারী মুসলিম নিজ সদ্ব্যবহার ও উত্তম চরিত্রের ফলে দিনব্যাপী ছাওম পালনকারী এবং রাতব্যাপী ক্বিয়ামকারী ব্যক্তির সমান ছওয়াব অর্জনকারী এবং সমমর্যাদাবান হ'তে সক্ষম'।[১৩]

অভাব-অনটন ও সমস্যার সময় দ্বীনের উপর অটল থাকা :

অভাব-অনটন, অসুস্থতা-দুর্বলতা, জান-মালের সমস্যা, ক্ষতি-লোকসান, শত্রুর ভয়-ভীতি, যুদ্ধ-অভিযান ইত্যাদি সময়ে অনেকে ইসতিক্বামাত, ইলাহী বিধান পালন, সুন্নাতে নববীর অনুসরণ এবং ধৈর্যধারণ করা ছেড়ে দেয়। অথচ এই সময়ই সত্য-মিথ্যা, খাঁটি-ভেজাল এবং ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণিত হয়।

এমন সময় ধৈর্যধারণকারী এবং ইসতিক্বামাত অবলম্বন-কারীদেরকে মহান আল্লাহ সত্য ও মুত্তাক্বী মুসলিম বলেছেন। তিনি বলেন, وَالصَّابِرِيْنَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ، 'অভাবে, রোগ-পীড়ায় ও যুদ্ধের সময় যারা ধৈর্যের সাথে দৃঢ় থাকে, তারাই হ'ল সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই হ'ল প্রকৃত আল্লাহভীরু' *(বাক্বারাহ ২/১৭৭)*। কেননা এই তিন সময়ে অভাব, কষ্ট ও যুদ্ধের সময়ে ধৈর্য ধরা এবং আল্লাহ্র বিধান পালন করা হ'তে পিছপা না হওয়া খুবই কঠিন মুহূর্ত ও স্পর্শকাতর সময়। তাই মহান আল্লাহ বিশেষ করে এই অবস্থাসমূহের বর্ণনা দিয়েছেন।

ইসতিক্বামাত তথা দ্বীনের উপর অটল থাকার উপকরণ :

ইসতিক্বামাত দ্বীনের একটি বড় মর্যাদার নাম। যে মর্যাদা সম্মানিত নবীগণ অর্জন করেছিলেন এবং এই গুণে তাঁরা গুণান্বিত হয়েছিলেন। নবীগণের সাথে সাথে যারা তাদের পূর্ণ অনুসারী হয় তারাও সেই মর্যাদায় উন্নীত হন। এই মর্যাদা ও স্তর সব রকমের বাধা বিপত্তি পার করার পরেই অর্জিত হয়।

বলা যায়, সব ধরনের বাধা-বিপত্তি পার করে দ্বীনকে সংরক্ষিত রাখা এবং দ্বীনের উপর অটল থাকার নাম ইসতিক্বামাত। প্রতিবন্ধকতা শত্রুদের পক্ষ থেকে হয়, অনেক সময় আশেপাশের ঘটনাচক্র অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় নিজ নফস, নফসের কামনা-বাসনা, পরিবার-পরিজন এবং মাল-সম্পদের ভালবাসা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আর অনেক সময় কারো ভয় কিংবা আশা-আকাঙ্ক্ষা বাধা হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলার আদেশের উপর অটল থেকে এসব প্রতিবন্ধকতার উপর জয় লাভ করতে পারলেই বলা যেতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি ইসতিক্বামাতের অধিকারী।[১৪]

ইসতিক্বামাত তথা দ্বীনের উপর অটল থাকার বাহ্যত কিছু কারণ রয়েছে, যার পরিপূর্ণ বিবরণ কষ্টসাধ্য। তন্মধ্যে ছয়টি উপকরণের বর্ণনা দেয়া যরূরী মনে করছি। সেগুলো নিম্নে প্রদত্ত হ'ল :

১. দো'আ করা : প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও মুমিনা নারীর জন্য উচিৎ, তারা যেন দ্বীনের উপর অটল থাকার জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করে। কারণ সবকিছুর দাতা মহান আল্লাহ। এ কারণে কুরআন ও সুন্নাতে অধিকহারে ইসতিক্বামাতের দো'আর তাকীদ এসেছে, যার কিছুটা নিম্নরূপ:

ক. সূরা ফাতিহা যাকে উম্মুল কুরআন বলা হয়। প্রত্যেক মুছল্লীকে প্রত্যেক ছালাতে যা পাঠ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। তাতে ইসতিক্বামাতের দো'আ এভাবে করতে বলা হয়েছে। اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ 'তুমি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর! এমন লোকদের পথ, যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ' *(সূরা ফাতিহা ১/৬-৭)*।

খ. সূরা আলে ইমরানে ইসতিক্বামাতের দো'আ এভাবে বর্ণিত হয়েছে, رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তর সমূহকে বক্র কর না। আর তুমি আমাদেরকে তোমার পক্ষ হ'তে বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বাধিক দানকারী' *(আলে ইমরান ৩/৮)*।

গ. আলী (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাকে আদেশ দিয়েছেন, আমি যেন এই দো'আটি পাঠ করি, اللَّهُمَّ اهْدِنِى وَسَدِّدْنِى 'হে আল্লাহ! আমাকে হিদায়াত দাও এবং অটল রাখ'।

---

১১. মুসলিম হা/২৭২৫; মিশকাত হা/২৪৮৫।
১২. নববী, শরহ মুসলিম ৯/৫২; মির'আতুল মাফাতীহ ৬/১৩৯।
১৩. আহমাদ হা/৬৬৪৮; ছহীহাহ হা/৫২২।
১৪. ওয়াযিহুল বায়ান ফী তাফসীরে উম্মুল কুরআন, পৃঃ ২৪৯-৫০।

আলী (রাঃ) আরো বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাকে যখন এই দো'আ করতে বলেন, তখন সোজা পথ হ'তে রাস্তার সোজা এবং সঠিক বলতে তীর নিক্ষেপের সঠিকতার ধারণা করার আদেশ দেন। অর্থাৎ যেমন কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা হ'লে সোজা দিকেই যাও, এদিক-ওদিক, ডান-বামে যেও না সেরূপ আল্লাহ্র নিকট হেদায়াত প্রার্থনা করার সময় সঠিক রাস্তার খেয়াল করা যরূরী। যেন গন্তব্য স্থলে পৌঁছানো সম্ভব হয় এবং শরী'আতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা যায়। অন্ধকার ও ভ্রষ্টতা, বিদ'আত ও খুরাফাতের দিকে বিন্দুমাত্র ইচ্ছা না থাকে। এই সোজা পথের আবেদনের সময় তীরের সোজা নিশানার খেয়াল রাখা প্রয়োজন। যেমন তীর সঠিক নিশানায় গিয়ে লাগে ডানে বামে যায় না, ঠিক তেমন ইলম ও আমলে সঠিকতার খেয়াল রাখা প্রয়োজন যেন তাতে অসত্য প্রবেশ না করতে পারে।

ঘ. আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) এভাবে দো'আ করতেন, اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে সুপথের নির্দেশনা, পরহেযগারিতা, পবিত্রতা ও সচ্ছলতা প্রার্থনা করছি'।[১৫]

২. আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করা :

সবসময় আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করলে এবং তাঁর নিকট হেদায়াত প্রার্থনা করলে ইসতিক্বামাত অর্জিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوْحًا وَالَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيْبُ، 'তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন যে নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন, আর যা আমি তোমার কাছে ওহী পাঠিয়েছি এবং ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম- তা হল: তোমরা দ্বীন কায়েম করবে এবং এতে বিভক্তি করো না। তুমি মুশরিকদেরকে যেদিকে আহ্বান করছ তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়; আল্লাহ যাকে চান দ্বীনের দিকে নিয়ে আসেন। আর যে তাঁর অভিমুখী হয় তাকে তিনি হেদায়াত দান করেন' *(শূরা ৪২/১৩)*।

এই আয়াতের শেষাংশে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর দ্বীন গ্রহণ করার, সমস্ত ইবাদত তাঁর উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠভাবে করার এবং দ্বীনের উপর অটল থাকার সুমতি ঐ ব্যক্তিকে দান করেন, যে তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ، 'পক্ষান্তরে যারা আমাদের পথে জিহাদ করে তথা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমরা আমাদের পথ সমূহের দিকে পরিচালিত করব। আর আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মশীলদের সাথে থাকেন' *(আনকাবূত ২৯/৬৯)*।

যারা আমার রাস্তায় সর্বদা সংগ্রাম করে, সদা এই চিন্তায় থাকে যে কিভাবে আমাকে খুশী করবে, আমার সন্তুষ্টির চিন্তায় থাকে, তাহ'লে আমিও তাকে আমার সন্তুষ্টির রাস্তা দেখিয়ে দেই। অর্থাৎ আমার তাওফীক তার সাথে সবসময় থাকে। তার অন্তরে আমার স্মরণ দৃঢ়রূপে থাকে; বরং ধীরে ধীরে তা বৃদ্ধি পায়। আর এসবের অর্থ হচ্ছে যে, আমি নেক বান্দাদের সাথে থাকি আর তাদের নেক তাওফীক দান করি।[১৬]

অনুরূপ হাদীছে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার নিকট একটি ভাল কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে, তার জন্য তার দশগুণ পুরস্কার আছে। আমি তার চেয়েও বেশী দিব। আর যে একটি মন্দ কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে তার প্রতিফল তার অনুরূপ একগুণ আছে। অথবা আমি ক্ষমা করে দিব। যে আমার এক বিঘত নিকটে আসে আমি তার এক হাত নিকটে যাই। আর যে আমার এক হাত নিকটে আসে আমি তার দু'হাত নিকটে হই। আর যে আমার নিকট হেঁটে আসে আমি তার নিকটে দৌঁড়িয়ে যাই। যে আমার নিকটে পৃথিবী পূর্ণ গুনাহ নিয়ে আসে আমার সাথে কাউকে শরীক না করে আমি তার সাথে সাক্ষাত করি ঐ পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে'।[১৭]

৩. আল্লাহ্র ইবাদতে একনিষ্ঠতা বজায় রাখা :

আল্লাহ তা'আলা তাঁর খাঁটি বান্দাকে এবং যাকে তিনি একান্ত বান্দা বানিয়ে নেন তাকে সব ধরনের মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখেন এবং তাকে দ্বীনের উপর অবিচল রাখেন। নবী ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে মহান আল্লাহ উল্লেখ করেছেন, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ، 'উক্ত মহিলা তার বিষয়ে কুচিন্তা করেছিল এবং সেও তার প্রতি কল্পনা করত যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন করত। এভাবেই এটা এ কারণে যাতে আমরা তার থেকে যাবতীয় মন্দ ও অশ্লীল বিষয় সমূহ সরিয়ে দেই। নিশ্চয়ই সে ছিল আমাদের মনোনীত বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত' *(ইউসুফ ১২/২৪)*।

তাফসীরে সানাঈতে উল্লেখিত হয়েছে, কেননা ইউসুফ আমার খাঁটি বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর আমার বিশেষ রহমতের দাবী হচ্ছে, আমার খাছ বান্দাদের অবস্থা ও আচরণ সুন্দর হবে। যদি মানুষ হিসাবে কখনও তাদের ভুল হওয়ার উপক্রম হয় তাহ'লে আমি যেন তাদের তা থেকে বিরত রাখি।[১৮]

৪. প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করা :

প্রকাশ্যে ও গোপনে সবসময় এবং সর্বস্থানে অন্তরে আল্লাহ্র ভয় পোষণ করা। কারণ এর মাধ্যমেই ব্যক্তি নিজেকে পাপ

১৫. মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৮৪।

১৬. তাফসীরে সানাঈ, পৃ: ৪৮৪।
১৭. মুসলিম হা/২৬৮৭, মিশকাত হা/২২৬৫।
১৮. তাফসীরে সানাঈ, পৃ. ২৮৪।

থেকে দূরে রাখে এবং সৎকাজে অগ্রসর হয়। তাকওয়া তথা আল্লাহভীরুতার উপর সৎ কাজ নির্ভরশীল। আবু যর গিফারী (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, أُوصِيْكَ بِتَقْوَى اللهِ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الإِسْلاَمِ وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللهِ وَتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِى السَّمَاءِ وَذِكْرٌ لَكَ فِى الأَرْضِ، 'তোমাকে আমি আল্লাহভীরুতার উপদেশ দিচ্ছি, কারণ তা সবকিছুর মূল। তুমি জিহাদ করবে, কারণ তা ইসলামের বৈরাগ্য। আর তুমি অবশ্যই আল্লাহ্র যিকর এবং কুরআন তেলাওয়াত করতে থাকবে। কারণ তা হচ্ছে আসমানে তোমার আত্মার প্রশান্তি স্বরূপ এবং যমীনে তোমার স্মরণ স্বরূপ'।[১৯] উক্ত হাদীছে তাক্বওয়া বা আল্লাহভীরুতাকে সবকিছুর মূল তথা ভিত্তি বলা হয়েছে।

এটা প্রজ্ঞার মূল। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) তার খুৎবায় বর্ণনা করতেন, 'সর্বোত্তম পারিতোষিক হচ্ছে আল্লাহভীরুতা এবং প্রজ্ঞা ও হেকমতের মূল হচ্ছে আল্লাহভীতি'।[২০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামের তাক্বওয়া বৃদ্ধির জন্য যেভাবে দো'আ করতেন :

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) খুব কমই কোন মজলিস থেকে উঠতেন যতক্ষণ না তার ছাহাবীদের জন্য এই দো'আ করতেন যে,

اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِىْ دِيْنِنَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا–

'হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে তুমি এতো পরিমাণ আল্লাহভীতি ভাগ কর যা আমাদের মাঝে ও তোমার প্রতি অবাধ্য হওয়ার মাঝে বাধা হ'তে পারে। আর আমাদের মাঝে তোমার প্রতি আনুগত্য এত পরিমাণ প্রদান কর, যার দ্বারা তুমি আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছে দিবে। এতটা দৃঢ় প্রত্যয় প্রদান কর, যার মাধ্যমে তুমি পৃথিবীর যে কোন কষ্ট আমাদের জন্য সহজসাধ্য করবে। যতক্ষণ আমাদের তুমি জীবিত রাখো, ততক্ষণ আমাদের কর্ণ, আমাদের চক্ষু ও আমাদের শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে আমাদের জীবনের উপকরণ দান কর (কিংবা আমাদের চোখ-কান মৃত্যু পর্যন্ত সতেজ ও সুস্থ রাখো)। আর তাকে আমাদের উত্তরাধিকার বানিয়ে দাও। আমাদের উপর যে অত্যাচার করে তার প্রতি আমাদের প্রতিশোধ সুনির্ধারিত করো, আমাদের প্রতি যে দুশমনী করে তার বিরুদ্ধে আমাদেরকে সহযোগিতা কর, আমাদের ধর্ম পালনে আমাদের বিপদগ্রস্ত কর না, দুনিয়া অর্জনকে আমাদের ও আমাদের জ্ঞানের উদ্দেশ্যে রূপান্তর করো না এবং আমাদের প্রতি যে দয়া করবে না তাকে আমাদের উপর প্রভাবশালী (শাসক নিয়োগ) কর না'।[২১]

উক্ত দো'আয় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। যথা-

আল্লাহভীরুতার ফযীলত, কেননা তা বান্দা এবং বান্দার পাপের মাঝে অন্তরায় হয়। সে কারণে যে বান্দা যত বেশী পাপ করে সে তত বেশী আল্লাহভীরুতা হ'তে মাহরূম হয়ে যায়। পাপ থেকে বিরত থাকাই সত্যিকারের তাক্বওয়া তথা আল্লাহভীরুতা। আর এটা খুবই সুন্দর বস্তু এবং আল্লাহ প্রদত্ত বড় নে'মত। আল্লাহ্র রাসূল প্রায়ই তাঁর সাথীদের জন্য আল্লাহভীরুতার দো'আ করতেন।

এখানে দৃঢ় বিশ্বাসেরও ফযীলত প্রমাণিত হয়, কারণ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইয়াকীনের মাধ্যমে বালা-মুছীবত সহজ হয়ে যায়। এটা এভাবে যে, যখন মানুষের মধ্যে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম নেয় যে, তাকে এক দিন না এক দিন মরতেই হবে এবং কষ্টের এই জগৎ ছেড়ে যেতেই হবে, তখন তার জন্য সমস্ত কষ্ট সহজ হয়ে যায়। আর যার মধ্যে এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, ইবাদত ও ইতা'আতের বদলে আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রচুর বিনিময় দান করবেন, তাহ'লে তার জন্য কঠিন কাজ সহজ হয়ে যায়। অনুরূপ যার মধ্যে এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, মুছীবতের সময় ধৈর্যধারণকারীর বদলা অপরিসীম এবং তিনি ধৈর্যশীলদের সাহায্য করেন, তখন তাকে স্বয়ং বালা-মুছীবত আনন্দদায়ক মনে হয়। এভাবে যখন তার মধ্যে আল্লাহ্র শাস্তি, কবরের শাস্তি এবং ক্বিয়ামতের শাস্তির বিশ্বাস দৃঢ় হয়, তখন পাপ বর্জন করা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ না করা সহজ হয়ে যায়। ফলকথা ঈমান তথা দৃঢ় বিশ্বাস সমাধান ও সহজের চাবি-কাঠি।

'আমাদের ধর্ম পালনে আমাদের বিপদগ্রস্ত করো না' দো'আর এই অংশে দুই ধরনের মুছীবতের কথা বলা হয়েছে।

প্রথমটি হ'ল, দুনিয়ার মুছীবত যেমন দরিদ্রতা, দুঃখ-কষ্ট, অসুস্থতা ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি হ'ল দ্বীনের মুছীবত, যেমন বিদ'আতী, ফাসেক, পাপিষ্ঠ, ব্যাভিচারী ও নর্তকীদের সংস্পর্শ। কেননা এর ফলে ব্যক্তির পরকালের জীবন নষ্ট হয়ে যায়, তার দ্বীনে ঘাটতি হয় এবং ছওয়াবের আশা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। উক্ত কারণে তিনি তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।

পার্থিব জীবনের নিন্দা : কেননা নবী করীম (ছাঃ) তাঁর দো'আয় বলেন, 'দুনিয়ার্জনকে আমাদের জীবনের বড় উদ্দেশ্য করো না'। এ কারণে যে, দুনিয়া অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত অন্বেষীও। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, পৃথিবী অভিশপ্ত এবং তাতে যা আছে তাও অভিশপ্ত। কিন্তু আল্লাহ্র স্মরণ

১৯. *আহমাদ হা/১১৭৯১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৫৫।*
২০. *শু'আবুল ঈমান হা/৭২৮; সিলসিলা যঈফাহ হা/২০৫৯, সনদ মওকূফ হাসান।*
২১. *তিরমিযী হা/৩৫০২, সনদ হাসান।*

এবং যে তাকে ভালবাসে কিংবা যে জ্ঞানী কিংবা জ্ঞান অর্জনকারী'।[২২]

তাক্বওয়া তথা আল্লাহভীরুতার উপদেশ :

কুরআন ও হাদীছে তাক্বওয়া অর্জনের অনেক উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সফর এবং মুক্বীম উভয় অবস্থাতে তাঁর ছাহাবীদের তাক্বওয়ার উপদেশ দিতেন।

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ، 'বস্তুতঃ আমরা আদেশ করেছিলাম তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের এবং তোমাদের এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর' *(নিসা ৪/১৩১)*।

২. ছাহাবী আবু যর গিফারী (রাঃ)-কে আল্লাহ্র রাসূল উপদেশ দেন যে, اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، 'যেখানেই অবস্থান করো না কেন আল্লাহকে ভয় করো এবং পাপের পরে নেকী কর। নেকী তা মুছে দিবে। আর মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার কর'।[২৩]

৩. ছাহাবী আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি আল্লাহ্র রাসূলের খিদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)! আমি সফরে বের হওয়ার ইচ্ছা করেছি কিন্তু আমার নিকটে পাথেয় নেই। তাই পাথেয়র ব্যবস্থা করে দিন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى 'আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তাক্বওয়ার পাথেয় দান করুন'। ছাহাবী এটা শুনে দারুণ আনন্দিত হয় এবং আরো অধিক উপদেশ কামনা করে। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَغَفَرَ ذَنْبَكَ 'আল্লাহ তা'আলা তোমার গুনাহ মাফ করে দিন'। ছাহাবী বলল, আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক আরও উপদেশ দিন। তিনি বললেন, وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ، 'তুমি যেখানেই অবস্থান করো না কেন আল্লাহ তোমার জন্য নেকী অর্জনের পথ সহজ করে দিন'।[২৪]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, আমি ভ্রমণে যাচ্ছি তাই আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তখন আল্লাহ্র রাসূল বললেন, عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ وَالتَّكْبِيْرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ، 'তোমার উপর যরূরী যে, তুমি আল্লাহকে ভয় করবে এবং প্রত্যেক উঁচু স্থানে তাকবীর বলবে। যখন সেই ব্যক্তি যেতে লাগল তখন আল্লাহ্র রাসূল তার জন্য দো'আ করে বললেন, اللَّهُمَّ اطْوِ لَهُ الأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ، 'হে আল্লাহ! তার জন্য দূরত্ব কম করে দাও এবং তার জন্য সফর সহজ করে দাও'।[২৫]

দ্বীনের পথে চলার সময় তাক্বওয়া দ্বারা জ্যোতি অর্জিত হয় :

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوْا بِرَسُوْلِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ، 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন। আর তিনি তোমাদেরকে দিবেন 'জ্যোতি'। যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(হাদীদ ৫৭/২৮)*।

তাক্বওয়ার মাধ্যমে মুমিনের অন্তরে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি তৈরি হয় :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ تَتَّقُوْا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ، 'হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহভীরু হও, তাহ'লে তিনি তোমাদের জন্য সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার পথ বের করে দিবেন এবং এর ফলে তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন ও তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ হ'লেন মহা অনুগ্রহশীল' *(আনফাল ৮/২৯)*।

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, যে দল আল্লাহভীরু হবে তার মধ্যে সত্য-অসত্য এবং ভাল ও মন্দের মাঝে পার্থক্য করার একটি বিশেষ শক্তি সৃষ্টি হবে। যে কারণে সে বাতিল ও মন্দের দিকে কখনো পা পাড়াবে না। তাই পৃথিবীবাসী স্বর্ণ যুগের মুসলিমদের অবস্থা দেখেছে, তারা কেমন ছিল। আরবের মরুবাসী যাদের সমস্ত জীবন উট-ছাগলের দেখা-শুনা করতে অতিবাহিত হ'ত, তারা হঠাৎ কিভাবে রোম ও পারস্যের মত সভ্য সম্প্রদায়ের উপর জয় লাভ করে? ভাল-মন্দ পার্থক্য করার এমন শক্তি তাদের মধ্যে চলে আসে যে, তারা যা কিছুই করত তা সত্য, ন্যায়, কল্যাণ ও সৌভাগ্য ছাড়া কিছুই হ'ত না।

৫. নিয়মিত ছালাত সম্পাদন করা :

সঠিক সময়ে ছালাত সম্পাদন এবং তা সুন্নাত অনুযায়ী আদায় করাও দ্বীনের উপর অটল থাকার একটি বড় উপকরণ। কারণ নবী করীম (ছাঃ) ছালাত সম্পর্কে বলেছেন, 'ছালাত হচ্ছে জ্যোতি' অর্থাৎ আলো।[২৬]

১. ছালাতের বরকতে মুমিনের অন্তরে আলো তৈরী হয়, যার মাধ্যমে তার বক্ষ প্রশস্ত করে দেওয়া হয়, যার ফলে তার অন্তর সত্যকে ভালবাসতে থাকে এবং তা গ্রহণ করে। আর

---

২২. ইবনু মাজাহ হা/৪১১২; আবু দাঊদ হা/২১৬২; তিরমিযী হা/২৩২২; মিশকাত হা/৫১৭৬।
২৩. তিরমিযী হা/১৯৮৭, মিশকাত হা/৫০৮৩, সনদ হাসান।
২৪. তিরমিযী হা/৩৪৪৪, মিশকাত হা/২৪৩৭, সনদ হাসান ছহীহ।
২৫. তিরমিযী হা/৩৪৪৫, মিশকাত হা/২৪৩৮, সনদ হাসান।
২৬. ছহীহুল জামে' হা/৯২৫।

প্রত্যেক মন্দের বিষয়ে তার অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে সে সুরক্ষিত থাকে।

২. ছালাত মুছল্লীকে মন্দ, নির্লজ্জতা এবং নোংরামী হ'তে দূরে রাখে এবং ছওয়াব ও কল্যাণের পথ দেখায়। মানুষ যেমন আলোতে লাভজনক বস্তুকে নিয়ে নেয় এবং কষ্টদায়ক বস্তু হ'তে নিজেকে হেফাযতে রাখে। তদ্রূপ ছালাত মুছল্লীকে হারাম, অবৈধ এবং অশ্লীলতা থেকে নিরাপদে রাখে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের প্রতি সুদৃঢ় রাখে। একারণে আল্লাহ তা'আলা বলেন, اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ، 'তুমি তোমার প্রতি ওহীকৃত কিতাব (কুরআন) পাঠ কর এবং ছালাত কায়েম কর। নিশ্চয়ই ছালাত যাবতীয় অশ্লীলতা ও গর্হিত কর্ম থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহ্র স্মরণই হ'ল সবচেয়ে বড় বস্তু। আল্লাহ জানেন যা কিছু তোমরা করে থাক' *(আনকাবূত ২৯/৪৫)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّى بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ، 'অমুক ব্যক্তি রাতে ছালাত আদায় করে আর সকাল হ'লে চুরি করে। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ، 'অচিরে তার ছালাত তাকে ঐ বিষয় থেকে বিরত রাখবে, যা তুমি বলছ'।[২৭]

৬. ধৈর্যধারণ করা :

ইহ-পরকালীন সকল বিষয়ে ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়ার হুকুম প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ، 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন' *(বাক্বারাহ ২/১৫৩)*। অনুরূপ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে আদেশ করেন, 'জেনে রেখো অবশ্যই সাহায্য ধৈর্যের সাথে রয়েছে'।

ইসতিক্বামাত তথা দ্বীনের উপর অটল থাকার ব্যাপারে ধৈর্য বিশেষ গুরুত্ব রাখে। ছাহাবায়ে কেরাম যে ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে দ্বীনের উপর অটল থাকতে সক্ষম হয়েছিলেন, তার বড় কারণ ছিল ধৈর্য। ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ 'আমাদের জীবনের কল্যাণ পেয়েছিলাম ধৈর্যের মাধ্যমে'।[২৮]

আলী বিন আবী ত্বালিবকে একদা কেউ জিজ্ঞেস করল, হে আমীরুল মুমিনীন! ঈমান কাকে বলে? তিনি উত্তরে বললেন, الْإِيْمَانُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ : عَلَى الصَّبْرِ، وَالْعَدْلِ، وَالْيَقِيْنِ، وَالْجِهَادِ، 'ঈমান চারটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। (১) ধৈর্য (২) ন্যায়পরায়ণতা (৩) দৃঢ় বিশ্বাস (৪) জিহাদ'।[২৯]

আলী (রাঃ) বলেন, ধৈর্যের সম্পর্ক ঈমানের সাথে তেমন, যেমন শরীরের সাথে মাথার সম্পর্ক। যদি মস্তিষ্ক কেটে দেওয়া হয় তাহ'লে শরীর অকেজো হয়ে যায়। ঠিক সেভাবে যদি ধৈর্য শেষ হয়ে যায়, তাহ'লে ঈমানও শেষ হয়ে যায়।[৩০]

মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ، 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর। পরস্পরে দৃঢ় থাক এবং সদা প্রস্তুত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(আলে ইমরান ৩/২০০)*।

ধৈর্য আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে বড় দান :

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা আনছার ছাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত কিছু ছাহাবী আল্লাহ্র রাসূলের নিকটে এসে কিছু চাইলে তিনি তাদের তা প্রদান করলেন। তারা দ্বিতীয়বারে চাইলে তিনি আবার দিলেন। এমনকি তাঁর নিকট যত সম্পদ ছিল সব শেষ হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, مَا يَكُونُ عِنْدِى مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، 'আমার নিকটে যত মাল-সম্পদ জমা হবে আমি সব তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দিব কিছুই অবশিষ্ট রাখব না। কিন্তু অবশ্যই মনে রাখবে, যে ব্যক্তি চাওয়া থেকে বাঁচতে চায় আল্লাহ তাকে বাঁচাবেন। আর যে ধনী হ'তে চায় আল্লাহ তাকে ধনবান করে দিবেন। আর যে ধৈর্যধারণের চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে ধৈর্যধারণের সুমতি দিবেন। ধৈর্য ব্যতীত মহান ও বড় নে'মত আল্লাহ কাউকে অন্য কিছু প্রদান করেননি'।[৩১]

পরিশেষে বলব, ইস্তিক্বামাত দ্বারা মানুষের ইহকাল ও পরকাল মঙ্গলময় হবে। পার্থিব জীবনের সব কাজ সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পাদিত হবে। সেই সাথে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের কাজ করতে সচেষ্ট হবে। জান্নাতী আমল করতে উৎসাহিত হবে। ফলে পরকালে নাজাত লাভ করা এবং জান্নাতে যাওয়া সহজ হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে ইস্তিক্বামাত তথা দ্বীনের উপরে অবিচল থাকার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

২৭. *আহমাদ হা/৯৭৭৭, মিশকাত হা/১২৩৭, ছহীহাহ হা/৩৪৮২।*
২৮. *বুখারী, 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, 'আল্লাহ্র নিষেধাজ্ঞার প্রতি ধৈর্যধারণ করা' অনুচ্ছেদ।*
২৯. *শু'আবুল ঈমান ১/১৮২; লালাকাঈ শারহুস সুন্নাহ ২/৮২২-৮২৩।*
৩০. *শু'আবুল ঈমান হা/৩৮; শারহুস সুন্নাহ ২/৮২২।*
৩১. *বুখারী হা/৬৪৭০, মিশকাত হা/১৮৪৪।*

ঈছালে ছওয়াব : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

*মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম**

'ঈছালে ছওয়াব' (ايصال ثواب) ফারসী শব্দ। আরবীতে হবে 'ঈছালুছ ছওয়াব' (ايصال الثـــواب)। তবে এক্ষেত্রে আরবীতে অন্য শব্দ বেশী ব্যবহৃত হয়। যেমন ইহ্দাউছ ছওয়াব (إهداء الثـــواب)। এর আভিধানিক অর্থ হ'ল ছওয়াব পৌঁছানো। পরিভাষায় ঈছালে ছওয়াব হ'ল কোন নেক আমল করে তার ছাওয়াব মৃত ব্যক্তিকে দান করা। কষ্টার্জিত আমলের ছওয়াব যে কাউকে দান করা হয় না। এটি সাধারণত তাকেই দান করা হয়, যার প্রতি মহব্বত ও আন্তরিকতা আছে। প্রিয়জন আখেরাতের পথিক হয়ে গেলে তার জন্য এমন কিছু করা মানুষের স্বভাবজাত আগ্রহ, যা তার শান্তি-সফলতার পক্ষে সহায়ক হবে, তার জন্য আল্লাহ্র রহমত ও করুণা লাভের মাধ্যম হবে। ফলে আল্লাহ তার গোনাহ মাফ করে দিবেন, মর্যাদা উঁচু করবেন এবং সুখে-শান্তিতে ভরিয়ে তুলবেন।

সকল প্রকার আমল অন্যের জন্য করা যায় না এবং এর ছওয়াবও দান করা যায় না। কেবল ততটুকু করা যাবে যতটুকু কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। সাধারণত শারীরিক ইবাদতের ক্ষেত্রে ঈছালে ছওয়াব হয় না। তবে শারীরিক ইবাদতের ক্ষেত্রেও কিছু পর্যায়ে ঈছালে ছওয়াব হ'তে পারে, যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কতিপয় বিদ্বান শারীরিক ইবাদতের ব্যাপারে বিশেষ ক্ষেত্রে বর্ণিত হাদীছের উপর কিয়াস করে সকল প্রকার ইবাদতে ঈছালে ছওয়াবকে সম্পৃক্ত করেন, যা সঠিক নয়। কারণ ইবাদত তাওক্বীফী যা কেবল কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়। তাছাড়া তাদের ক্বিয়াস যদি ছহীহ হ'ত তাহ'লে সে ব্যাপারে ছাহাবী ও তাবেঈগণের আমল থাকত। তাদের আমল না থাকাটাই সেটি বাতিল কিয়াস বলে গণ্য হবে। আমরা সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করব। মৃত আত্মীয়ের জন্য জীবিতদের করণীয় সম্পর্কে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আবু উসাইদ (রাঃ) বলেন, بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سَلِمَةَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ بَقِىَ مِنْ بِرِّ أَبَوَىَّ شَىْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ : نَعَمِ الصَّلاَةُ عَلَيْهِمَا وَالاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِى لاَ تُوصَلُ إِلاَّ بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا– 'আমরা একদা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় বনু সালমা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কোন অবকাশ আছে কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, উপায় আছে। (১) তাদের জন্য দো'আ করা, (২) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, (৩) তাদের প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা (৪) তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, যারা তাদের মাধ্যমে তোমারও আত্মীয় (৫) তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা'।[১] পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও তাদের প্রতি সদাচরণের কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর করণীয় হ'ল- তাদের জানাযার ছালাত আদায় করা, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের মৃত্যুর পর তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করা, তাদের মাধ্যমে সৃষ্ট আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের প্রিয় মানুষদের শ্রদ্ধা করা। ছালাত দ্বারা উদ্দেশ্য জানাযার ছালাত অথবা দো'আ করা। হানাফী বিদ্বান আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, ছালাত দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল তাদের জন্য আল্লাহ্র রহমতের দো'আ করা। ইসতিগফার দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করা অর্থ হ'ল তাদের অছিয়ত বাস্তবায়ন করা। তাদের কারণে সৃষ্ট আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার অর্থ হ'ল নিকটাত্মীয়ের প্রতি ইহ্সান করা।[২] যে সকল বিষয়ে ঈছালে ছওয়াব শরী'আত সম্মত সেগুলো নিম্নে আলোকপাত করা হ'ল।-

মৃত ব্যক্তির কৃত আমলসমূহ দ্বারা সে কবরে উপকৃত হবে :

মৃত ব্যক্তির এমন কিছু আমল রয়েছে যা জীবিত অবস্থায় করেছিল মরার পরও তার ছওয়াব তার আমলনামায় যোগ হ'তে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ– 'যখন কোন মানুষ মারা যায়, তখন তার তিনটি আমল ব্যতীত সকল আমল বন্ধ হয়ে যায় (১) ছাদাক্বা জারিয়াহ, (২) উপকারী ইলম এবং (৩) সৎ সন্তান যে তার জন্য দো'আ করে'।[৩]

অন্য বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, سَبْعٌ يَجْرِيْ لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ أَجْرَى نَهَرًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا– 'মৃত্যুর পর কবরে থাকা অবস্থায় বান্দার সাতটি আমল জারী থাকে। (১) দ্বীনী ইলম শিক্ষা দান করা (২) নদী-নালা প্রবাহিত করা (৩) কূপ খনন করা (৪) খেজুর তথা ফলবান বৃক্ষ রোপণ করা (৫) মসজিদ নির্মাণ করা (৬) এমন সন্তান রেখে যাওয়া, যে পিতার মৃত্যুর পর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে (৭) কুরআন

* *গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, রাজশাহী।*

১. *আবূদাঊদ হা/৫১৪২; মিশকাত হা/৪৯৩৬; ইবনু হিব্বান হা/৪১৮, ইবনু হিব্বান, হাকেম, যাহাবী, হুসাইন সুলাইম আসাদ এর সনদকে ছহীহ ও জাইয়েদ বলেছেন (হাকেম হা/৭২৬০; মাওয়ারিদুয যাম'আন হা/২০৩০)। তবে শায়খ আলবানী ও শু'আইব আরনাউত্ব যঈফ বলেছেন। তবে এর সনদ যঈফ হ'লেও মর্ম ছহীহ।*

২. *মিরক্বাত হা/৪৯৩৬-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*

৩. *মুসলিম হা/১৬৩১; মিশকাত হা/২০৩।*

বিতরণ করা/কুরআনের ওয়ারিছ রেখে যাওয়া'।[৪] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِى صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ، 'মুমিনের মৃত্যুর পর তার আমল ও পুণ্যকর্মসমূহ হ'তে নিশ্চিতভাবে যা এসে তার সাথে মিলিত হয় তা হ'ল- সেই ইলম, যা সে শিক্ষা করে প্রচার করেছে অথবা নেক সন্তান যাকে রেখে সে মারা গেছে অথবা কুরআন মজীদ যা সে মীরাছরূপে ছেড়ে গেছে অথবা মসজিদ যা সে নিজে নির্মাণ করে গেছে অথবা মুসাফিরখানা যা সে মুসাফিরদের সুবিধার্থে নির্মাণ করে গেছে অথবা পানির নালা যা সে (সেচ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে) প্রবাহিত করে গেছে অথবা ছাদাক্বাহ যা সে নিজের মাল থেকে তার সুস্থ ও জীবিতাবস্থায় বের (দান) করে গেছে। এসব কর্মের ছওয়াব তার মৃত্যুর পরও তার সাথে এসে মিলিত হবে'।[৫] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَرْبَعَةٌ تَجْرِىْ عَلَيْهِمْ أُجُوْرُهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ مُرَابِطٌ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً أُجْرِىَ لَهُ مِثْلُ مَا عَمِلَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَجْرُهَا لَهُ مَا جَرَتْ وَرَجُلٌ تَرَكَ وَلَداً صَالِحاً فَهُوَ يَدْعُو لَهُ، 'যে চারটি বিষয়ের ছওয়াব প্রাপ্তি মানুষের মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে। ১. আল্লাহ্র রাস্তায় সীমান্ত প্রহরা, ২. ব্যক্তির এমন (মাসনূন) আমল যা অন্যেরাও অনুসরণ করে, ৩. এমন ছাদাক্বাহ যা সে স্থায়ীভাবে জারী করে দিয়েছে, ৪. এমন নেক সন্তান রেখে যাওয়া যে তার জন্য দো'আ করে'।[৬] প্রখ্যাত তাবেঈ আতা বিন রাবাহ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ أَرْبَعٌ الْعِتْقُ وَالصَّدَقَةُ وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ. 'মৃতের পক্ষ হ'তে চারটি কাজ করণীয়- গোলাম আযাদ করা, ছাদাক্বা করা, হজ্জ করা এবং ওমরা করা'।[৭]

উল্লেখ্য যে, সৎ সন্তান দো'আ না করলেও তার সৎ কর্মের ছওয়াব পিতা-মাতা পাবেন বলে একদল বিদ্বান উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৮]

জীবিতদের দান মৃতদের জন্য কল্যাণকর হওয়া আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের কাছে একটি স্বীকৃত বিষয়। মৌলিক দিক থেকে তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই; মতভেদ শুধু ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে। তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু মু'তাযিলা সম্প্রদায় তা অস্বীকার করেছে। এদের মতে জীবিতদের দান করা কোন আমলই মৃত ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর নয়, দো'আ-ইস্তিগফার ও ছাদাক্বাও নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি কুরআন, সুন্নাহ ও মুসলিম উম্মাহ্র ইজমা বিরোধী, যা বাতিল।[৯] এজন্য এর উপর কোন মন্তব্য না করে সরাসরি ঈছালে ছওয়াবের বৈধ ও সুন্নাত সম্মত পদ্ধতিগুলো আলোচনা করা হ'ল।

ঈছালে ছাওয়াবের কিছু পদ্ধতি :

এক. দো'আ করা :

ইবাদতের সারনির্যাস হচ্ছে আল্লাহ্র কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং চূড়ান্ত বিনয় ও মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা। আর এটা দো'আর মধ্যে সর্বোত্তমরূপে প্রকাশিত হয়। দো'আ অর্থ ডাকা, প্রার্থনা করা ও আহ্বান করা। নিজেকে অসহায় ও নিঃস্ব মনে করে দু'হাত প্রসারিত করার চেয়ে বিনয় আর কী হ'তে পারে? তাই দো'আর গুরুত্ব অসীম। হাদীছে দো'আকে ইবাদত বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ্র নিকট দো'আর চাইতে অধিক মর্যাদাপূর্ণ বিষয় আর কিছু নেই।[১০] ইসলামী ভ্রাতৃত্বের একটি সাধারণ হক্ব হ'ল, আপন-পর জীবিত-মৃত নির্বিশেষে সকল মুসলিম ভাইয়ের জন্য দো'আ করা। আর যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তারা যেহেতু কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন তাই দো'আ তাদের জন্য বিশেষভাবে কাম্য। আর কারো অনুপস্থিতিতে তার জন্য দো'আ করলে দো'আ কবুল হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلٍ، 'মুসলমান ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দো'আ করলে তা কবুল হয়। তার মাথার কাছে একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকেন, যখন সে তার ভাইয়ের জন্য দো'আ করে তখন নিয়োজিত ফেরেশতা বলে থাকেন আমীন এবং তোমার জন্যও অনুরূপ'।[১১] দো'আ জীবিত-মৃত সকলের জীবনে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। এটি কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। দো'আর কারণে ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُولُ : يَارَبِّ أَنَّى لِى هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাঁর কোন নেক

৪. *মুসনাদে বাযযার হা/৭২৮৯; ছহীহুত তারগীব হা/৭৩; ছহীহুল জামে' হা/৩৬০২।*
৫. *ইবনু মাজাহ হা/২৪২; মিশকাত হা/২৫৪; ছহীহুত তারগীব হা/৭৭, ১১২।*
৬. *আহমাদ হা/২২৩০১; ছহীহুত তারগীব হা/১১৪।*
৭. *মুছান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ হা/১২০৮৫।*
৮. *আলবানী, আহকামুল জানায়েয ১/৭৬।*
৯. *নববী, শারহু মুসলিম ১/৯০।*
১০. *তিরমিযী হা/২৯৬৯, ৩৩৭০; মিশকাত হা/২২৩০, ২২৩২; ছহীহুত তারগীব হা/১৬২৯।*
১১. *মুসলিম হা/২৭৩৩; মিশকাত হা/২২২৮; ছহীহাহ হা/১৩৩৯।*

বান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন। এ অবস্থা দেখে সে (নেক বান্দা) বলবে, হে আমার রব! আমার এ মর্যাদা কিভাবে হ'ল? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার জন্য তোমার সন্তান-সন্ততির মাগফিরাত কামনা করার কারণে'।[১২]

দো'আ মৃতদের জন্য উপকারে আসার ব্যাপারে দলীলসমূহ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ– '(আর এই সম্পদ তাদের জন্য) যারা তাদের পরে এসেছে। যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের এবং আমাদের ভাইদের ক্ষমা কর, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর ঈমানদারগণের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি স্নেহশীল ও পরম দয়ালু' *(হাশর ৫৯/১০)*।

এখানে পূর্ববর্তী মুমিনদের জন্য (যাতে জীবিত ও মৃত সকলই আছেন) দো'আ করার প্রশংসা করা হয়েছে। এছাড়াও ইবরাহীম (আঃ) ও নূহ (আঃ) তাদের পিতা-মাতা ও মৃত-জীবিত সকল মুমিনের জন্য দো'আ করেছেন *(ইবরাহীম ১৪/৪১; নূহ ৭১/২৮)*। আল্লাহ তা'আলা বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সকল নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার আদেশ করেছেন। আল্লাহ বলেন, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، 'অতএব তুমি জেনে রাখ যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার ও মুমিন নর-নারীদের জন্য। বস্তুতঃ আল্লাহ ভালভাবেই জানেন তোমাদের চলাফেরা ও আশ্রয় সম্পর্কে' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*।

আসমানের ফেরেশতারাও সকল মুমিন নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যা জীবিত-মৃত সকলকে শামিল করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ – رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ – وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ–

'যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করে ও তাঁর প্রতি ঈমান রাখে। আর তারা মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার অনুগ্রহ ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব যারা তওবা করে ও তোমার রাস্তায় চলে তাদেরকে তুমি ক্ষমা করো এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর! হে আমাদের প্রতিপালক! আর তাদের তুমি প্রবেশ করাও চিরস্থায়ী বসবাসের জান্নাতসমূহে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদের দিয়েছ। আর তাদের বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তাদেরকেও। নিশ্চয়ই তুমি তো পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় এবং তুমি তাদেরকে মন্দ কাজসমূহ থেকে রক্ষা কর। আর যাকে তুমি মন্দ কাজ সমূহ থেকে রক্ষা করলে তাকে তো তুমি ক্বিয়ামতের দিন (জান্নাতে প্রবেশ করানোর মাধ্যমে) অনুগ্রহ করলে। আর সেটাই হ'ল মহা সফলতা' *(গাফের ৪০/৭-৯)*। এ দো'আগুলোতে জীবিত-মৃত সকল মুমিনদের জন্য দো'আ করা হয়েছে।

দো'আ মৃতের পক্ষে কল্যাণকর হওয়ার সবচেয়ে বড় দলীল হ'ল জানাযার ছালাত। জানাযার ছালাত মূলত দো'আ। জানাযার ছালাতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) যেসব দো'আ করতেন সেগুলো থেকেই তা পরিষ্কার। এজন্য নিষ্ঠার সাথে দো'আ করা একান্ত যরূরী। রাসূল (ছাঃ) মাইয়েতের জন্য নিষ্ঠার সাথে প্রার্থনা করতে বলেছেন। তিনি বলেন, إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ، 'তোমরা যখন মাইয়েতের জন্য জানাযার ছালাত আদায় করবে তখন তার জন্য নিষ্ঠার সাথে দো'আ করবে'।[১৩]

ওছমান বিন আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) মৃতের দাফনকার্য সম্পন্ন করে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলতেন, إِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَسَلُوا اللهَ لَهُ التَّثْبِيْتَ فَإِنَّهُ اَلْآنَ يُسْأَلُ، 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার দৃঢ় থাকার জন্য আল্লাহ্র নিকটে দো'আ কর। কেননা সত্বর সে জিজ্ঞাসিত হবে'।[১৪] অতএব এ সময় প্রত্যেকের নিম্নোক্তভাবে দো'আ করা উচিত। যেমন, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَثَبِّتْهُ *'আল্লা-হুম্মাগফিরলাহূ ওয়া ছাব্বিতহু'*। অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন ও তাকে দৃঢ় রাখুন'।[১৫] অথবা اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ *'আল্লা-হুম্মা ছাব্বিতহু বিল ক্বাউলিছ ছা-বিত'*। (হে আল্লাহ! আপনি তাকে কালেমা শাহাদত দ্বারা সুদৃঢ় রাখুন)। এই সময় ঐ ব্যক্তি দো'আর ভিখারী। আর জীবিত মুমিনের দো'আ মৃত মুমিনের জন্য খুবই উপকারী।

১২. *ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬০; মিশকাত হা/২৩৫৪; ছহীহাহ হা/১৫৯৮।*

১৩. *আবূদাঊদ হা/৩১৯৯; ইবনু মাজাহ হা/১৪৯৭; মিশকাত হা/১৬৭৪; ছহীহুল জামে' হা/৬৬৯।*

১৪. *আবূদাঊদ হা/৩২২১; মিশকাত হা/১৩৩ 'ঈমান' অধ্যায়-১, 'কবর আযাবের প্রমাণ' অনুচ্ছেদ-৪।*

১৫. *আবূদাঊদ, হাকেম, হিছনুল মুসলিম, দো'আ নং ১৬৪।*

কবর যিয়ারতকালীন কবরস্থ ব্যক্তিদের জন্য দো'আ করা যায়। আয়েশা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ), আমি কিভাবে তাদের জন্য দো'আ করব? তিনি বললেন, তুমি বলবে,

اَلسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ-

উচ্চারণ : *আস্সালা-মু 'আলা আহলিদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা; ওয়া ইয়ারহামুল্লা-হুল মুস্তাক্বদিমীনা মিন্না ওয়াল মুস্তা'খিরীনা; ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লালা-হেকূন।*

অনুবাদ : 'মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক। আমাদের অগ্রবর্তী ও পরবর্তীদের উপরে আল্লাহ রহম করুন! আল্লাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হ'তে যাচ্ছি'।[১৬]

রাসূল (ছাঃ) 'বাকীউল গারক্বাদ' কবরস্থানে গিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে দো'আ করেছেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে আমার ও রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে সংঘটিত ঘটনা বর্ণনা করব না? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, একদা রাতে রাসূল (ছাঃ) আমার নিকটে ছিলেন। তিনি রাতে শোয়ার সময় তাঁর চাদর রাখলেন এবং জুতা খুলে দু'পায়ের নিকটে রাখলেন। অতঃপর তিনি তার কাপড়ের এক পার্শ্ব বিছানায় বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। অল্প সময় এ খেয়ালে থাকলেন যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। অতঃপর ধীরে সতর্কতার সাথে চাদর নিলেন, জুতা পরলেন এবং দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লেন অতঃপর আস্তে করে দরজা বন্ধ করলেন। তখন আমিও কাপড় পরে চাদর গুছিয়ে মাথায় দিয়ে তার পিছনে চললাম। তিনি 'বাক্বীউল গারক্বাদে' পৌঁছলেন এবং দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর তিনবার হাত উঠিয়ে দো'আ করলেন'।[১৫] সেখানে তিনি সকল কবরবাসীর মাগফিরাতের জন্য দো'আ করেছিলেন।

জানাযার ছালাত ও কবর যিয়ারতের বাইরেও নবী করীম (ছাঃ) মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ করেছেন। উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু সালামা (রাঃ)-এর কাছে গেলেন। তখন তার চোখ দু'টো উল্টে ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার চোখ বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন, রূহ যখন নিয়ে যাওয়া হয়, তখন চোখ তৎপ্রতি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এ কথা শুনে তার পরিবারের লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠলে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা নিজেদের জন্য অমঙ্গলজনক কোন দো'আ কর না। কেননা ফেরেশতাগণ তোমাদের কথার উপর আমীন বলে থাকেন। অতঃপর তিনি বললেন, اللهمَّ اغْفِرْ لأَبِى سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهِ فِى الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِىْ قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ، 'হে আল্লাহ! আপনি আবূ সালমাকে মাফ করে দিন। হেদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং তার পিছনে যারা রয়ে গেল তাদের মধ্যে আপনি প্রতিনিধি হন। হে জগৎ সমূহের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করুন। তার কবর প্রশস্ত করে দিন এবং তার জন্য কবরকে আলোকিত করুন'।[১৭]

আউত্বাসের যুদ্ধে আবু আমেরকে তীর লাগলে তিনি স্বীয় ভাতিজা আবু মূসার মাধ্যমে বলে পাঠান যে, আপনি আমার পক্ষ থেকে রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম পৌঁছে দিবেন এবং আমার জন্য ক্ষমা চাইতে বলবেন। অতঃপর তার কাছে বলা হ'ল, আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) পানি চাইলেন এবং ওযূ করলেন। অতঃপর দু'হাত তুলে প্রার্থনায় বললেন, اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِى عَامِرٍ اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيْرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ- 'হে আল্লাহ! আপনি ছোট বান্দা আবু আমেরকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! ক্বিয়ামতের দিন আপনি তাকে আপনার সৃষ্টি মানুষের অনেকের উর্ধ্বে করে দিন'।[১৮] (রাবী বলেন) এ সময়ে আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখলাম।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, দো'আ জীবিত ও মৃত সকলের জন্য কল্যাণকর। দো'আ করলে এর দ্বারা মৃতরাও উপকৃত হয়।

দুই. ছাদাক্বা :

আল্লাহ তা'আলা কাউকে সচ্ছল ও কাউকে অসচ্ছল করেছেন। তবে সবার রিযিকের দায়িত্ব তাঁর হাতে। কিন্তু তা বান্দা পর্যন্ত পৌঁছার উপায় সকলের ক্ষেত্রে এক নয়। বরং বয়স, পরিবেশ ও পরিস্থিতির ভিন্নতায় তা বিভিন্ন হয়ে থাকে। একটি উপায় হ'ল ছাদাক্বা বা দান-খয়রাত। এটা অনেক ফযীলত ও ছওয়াবের কাজ। তবে এর একমাত্র উদ্দেশ্য হ'তে হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন। এ নিয়তে সামান্য ছাদাক্বাও মূল্যবান। এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে বিশাল ছাদাক্বাও মূল্যহীন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ. قَالُوْا وَكَيْفَ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَانِ تَصَدَّقَ بِأَحَدِهِمَا وَانْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَى عُرْضِ مَالِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا، 'এক দিরহাম এক লক্ষ দিরহামের উপর প্রাধান্য পেয়ে গেছে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে

১৬. *মুসলিম হা/৯৭৪; মিশকাত হা/১৭৬৭ 'জানায়েয' অধ্যায়-৫, 'কবর যিয়ারত' অনুচ্ছেদ-৮।*

১৭. *মুসলিম হা/৯২০; আবুদাউদ হা/৩১১৮; মিশকাত হা/১৬১৯।*

আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সেটা কিভাবে? তিনি বললেন, এক ব্যক্তির শুধুমাত্র দু'টি দিরহামই রয়েছে সেখান থেকে সে একটি দিরহাম নিল এবং ছাদাক্বা করে দিল। আরেক ব্যক্তির অগণিত মাল রয়েছে, সেখান থেকে সে এক লক্ষ দিরহাম নিল এবং ছাদাক্বা করে দিল'।[১৮] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করার সময় দেখল যে, তার দরজার উপর লেখা রয়েছে, একটি ছাদাক্বা তার দশগুণ হয়, আর অন্যকে ঋণ প্রদান করলে তা আঠারো গুণ হয়'।[১৯]

এই ছাদাক্বা জীবিতদের মত মৃতদের জন্যও করা যায় এবং এর ছওয়াব তাদের কাছে পৌঁছে। আর দানকারীও দান করার জন্য ছওয়াব পাবে। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, أَنَّ الدُّعَاءَ يَصِلُ ثَوَابُهُ إِلَى الْمَيِّتِ وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ وَهُمَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِمَا، 'নিশ্চয়ই দো'আর ছওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে। এমনিভাবে ছাদাক্বার ছওয়াবও। এ দু'টি সর্বসম্মত বিষয়'।[২০] তাছাড়া ছাদাক্বা একটি ফযীলত পূর্ণ ইবাদত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَلَى أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِهِ، 'নিশ্চয়ই ছাদাক্বা তার দাতা থেকে কবরের আগুনকে ঠাণ্ডা করে দিবে এবং মুমিন ক্বিয়ামতের দিন তার ছাদাক্বার ছায়াতলে অবস্থান করবে'।[২১] অন্য হাদীছে এসেছে, الصَدَقَةُ تُطفِىءُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطفِىء الماءُ النارَ، 'ছাদাক্বা গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয় যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়'।[২২] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، 'গোপনে ছাদাক্বা প্রদান রবের ক্রোধকে মিটিয়ে দেয়'।[২৩]

পিতা-মাতার জন্য সন্তানের দান-ছাদাক্বা করা উত্তম আমল। এতে দানকারীও ছওয়াব পাবে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَإِنِّى أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ– 'জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে বললেন, আমার মায়ের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস তিনি (মৃত্যুর পূর্বে) কথা বলতে সক্ষম হ'লে কিছু ছাদাক্বা করে যেতেন। এখন আমি তাঁর পক্ষ হ'তে ছাদাক্বা করলে আমি এর ছওয়াব পাব কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ'।[২৪]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীছের বাহ্যিক অর্থ থেকে বুঝা যায়, তিনি কথা বলতে সক্ষম হননি তাই ছাদাক্বাও দেননি। সাঈদ বিন সা'দ বিন উবাদাহ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, সা'দ বিন ওবাদাহ নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে কোন এক যুদ্ধে গমন করলেন। এরই মধ্যে সা'দের মায়ের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসল। তখন তাকে বলা হ'ল- আপনি অছিয়ত করুন। তিনি বললেন, কিসের অছিয়ত করব। ধন-সম্পদ যা আছে তাতো সা'দের। সা'দ ফিরে আসার পূর্বেই তিনি মারা গেলেন। সা'দ ফিরে আসলে বিষয়টি তাকে বলা হ'ল। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বা করলে এতে তার উপকার হবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সা'দ (রাঃ) বললেন, অমুক অমুক বাগান তার জন্য ছাদাক্বাহ। তিনি বাগানটির নাম উল্লেখ করেছিলেন'।[২৫]

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ছাদাক্বা করলে মৃতের ছওয়াব হবে, বিশেষ করে ছাদাক্বাটি যখন মৃত ব্যক্তির সন্তান করবে তখন আরো বেশী ছওয়াব হবে। সুতরাং সন্তানের পক্ষ থেকে এই কাজগুলো পিতা-মাতার জন্য আঞ্জাম দেওয়া হ'লে পিতা-মাতা ছওয়াবতো পাবেনই পাশাপাশি দানকারী সন্তানও ছওয়াব পাবেন।

হাদীছটি থেকে আরো বুঝা যায় যে, যিনি বা যারা হঠাৎ মারা গেলেন তাদের পক্ষ থেকে ছাদাক্বা করা মুস্তাহাব। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَتَصَدَّقَتْ وَأَعْطَتْ أَفَيُجْزِئُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَعَمْ فَتَصَدَّقِى عَنْهَا– 'জনৈক মহিলা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। তিনি এভাবে মারা না গেলে ছাদাক্বা ও দান করে যেতেন। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বা করি তবে তিনি কি এর ছওয়াব পাবেন? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বা কর'।[২৬] যেমন অন্য হাদীছে এসেছে, ইবনু আববাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ، وَأَنَا غَائِبٌ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا بِشَيْءٍ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي الَّذِي بِالْمِخْرَافِ صَدَقَةٌ عَنْهَا، 'সা'দ ইবনু ওবাদাহ (রাঃ)-এর মা মারা গেলে তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার মা আমার অনুপস্থিতিতে মারা যান। আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু ছাদাক্বা করি, তাহ'লে কি তাঁর কোন উপকারে আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সা'দ (রাঃ) বললেন,

১৮. *নাসাঈ হা/২৫২৭; ছহীহুল জামে' হা/৩৬০৬; ছহীহুত তারগীব হা/৮৮৩।*
১৯. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৪০৭; ছহীহুল জামে' হা/৯০০।*
২০. *শারহু মুসলিম ১১/৮৫।*
২১. *তাবারানী কাবীর হা/৭৮৮; ছহীহাহ হা/৩৪৮৪।*
২২. *ছহীহুত তারগীব হা/৮৬৬-৬৮, ৯৮৩, ২২৪২।*
২৩. *ছহীহাহ হা/১৯০৮; ছহীহুল জামে' হা/৩৭৬০,৩৭৬৬।*
২৪. *বুখারী হা/১৩৮৮; মুসলিম হা/৯৭৪, ১০০৪; নাসাঈ হা/২০৩৭; মিশকাত হা/১৯৫০।*
২৫. *নাসাঈ হা/৩৬৫০; ইবনু হিব্বান হা/৩৩৫৪, সনদ ছহীহ।*
২৬. *আবূদাঊদ হা/২৮৮১।*

তাহ'লে আমি আপনাকে সাক্ষী করছি আমার মিখরাফ নামক বাগানটি তাঁর জন্য ছাদাক্বা করলাম'।[২৭]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, সা'দ বিন ওবাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! : إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَأَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ الْمَاءُ. قَالَ فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ هَـذِهِ لأُمِّ سَـعْدٍ. 'উম্মে সা'দ (আমার মা) মারা গেছেন। অতএব তার জন্য কোন ছাদাক্বা সবচেয়ে উত্তম হবে? তিনি বললেন, পানি। বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং সা'দ (রাঃ) একটি কুয়া খনন করে বললেন, এটি সা'দের মায়ের জন্য ছাদাক্বা'।[২৮]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ نَذَرَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَنْحَرَ مِائَةَ بَدَنَةٍ وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ نَحَرَ حِصَّتَهُ خَمْسِينَ بَدَنَةً وَأَنَّ عَمْرًا سَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا أَبُوكَ فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ ذَلِكَ 'আছ ইবনে ওয়ায়েল জাহেলী যুগে একশত উট যবেহ করার মানত করেছিল। অতঃপর (তার ছেলে) হিশাম বিন আ'ছ তার পক্ষ থেকে ৫০টি উট যবেহ করে। (বাকী ৫০টি অপর ছেলে আমর যবেহ করতে চান।) এ ব্যাপারে তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তোমার পিতা যদি তাওহীদে বিশ্বাস করত আর তুমি তার পক্ষ থেকে ছিয়াম রাখতে বা ছাদাক্বা করতে, তবে এটি তার উপকারে আসত'।[২৯] ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ الصَّدَقَةِ عَنْ الْمَيِّتِ وَاسْتِحْبَابُهَا وَأَنَّ ثَوَابَهَا يَصِلُهُ وَيَنْفَعُهُ وَيَنْفَعُ الْمُتَصَدِّقَ أَيْضًا وَهَذَا كُلُّهُ أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ 'এই হাদীছে মৃতের পক্ষ থেকে ছাদাক্বা করা জায়েয ও মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে দলীল রয়েছে। আর এর ছওয়াব মৃতের নিকট পৌঁছে এবং এতে সে উপকৃত হয়, উপকৃত হয় ছাদাক্বাকারীও। আর এসকল বিষয়ে মুসলামানদের ঐক্য রয়েছে।[৩০]

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, 'আর ছাদাক্বা ও ছাওমের ছওয়াব মুসলিম পিতা মাতার মৃত্যুর পর তাদের আমলনামায় যোগ হওয়ার ব্যাপারে দলীল রয়েছে। তারা অছিয়ত করুক বা না করুক। কারণ সন্তান পিতা-মাতারই উপার্জন। তাছাড়া এটি আল্লাহ তা'আলার বাণী, 'মানুষ কিছুই পায় না তার চেষ্টা ব্যতীত' এর মধ্যে শামিল। অর্থাৎ সন্তান পিতার চেষ্টার অংশ। ফলে সন্তান যে সৎ কর্ম করবে তা পিতারই অংশ।[৩১]

তিনি আরো বলেন, 'আর জেনে রাখুন, এ বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীছে এসেছে বিশেষভাবে সন্তানের পক্ষ থেকে পিতা-মাতার জন্য। সুতরাং নিকটাত্মীয়ের পক্ষ থেকে সকল মৃতের জন্য ছওয়াব প্রেরণ করার দলীল গ্রহণ করা বিশুদ্ধ নয়। যেমন ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) অধ্যায় রচনা করেছেন 'মৃতদের জন্য নিকটাত্মীয়দের ছওয়াব বখশানো অধ্যায়'। কারণ উক্ত দাবী দলীল অপেক্ষা ব্যাপক। আর এমন কোন দলীল আসেনি যে, জীবিতদের হাদিয়াকৃত সাধারণ সৎ আমলসমূহ ব্যাপকভাবে মৃতদের উপকৃত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। তবে বিশেষভাবে যে সকল বিষয়ে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা ব্যতীত'।[৩২]

ইমাম নববী (রহঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন, 'যে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে চায় সে যেন তাদের পক্ষ থেকে ছাদাক্বা করে। ছাদাক্বা মাইয়েতের কাছে পৌঁছে এবং তার উপকারে আসে। এতে কোন দ্বিমত নেই। আর এ পদ্ধতি সঠিক। আর আবুল হাসান মাওয়ারদী বছরী তার আল-হাভী কিতাবে কতক আহলে কালাম থেকে যে কথা বর্ণনা করেছেন যে, মাইয়েতের কাছে কোন ছওয়াব পৌঁছে না, সেটা সম্পূর্ণ বাতিল ও ভুল। কিতাব-সুন্নাহ ও উম্মাহ্র ইজমা বিরোধী। সুতরাং তা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য'।[৩৩]

উল্লেখ্য যে, পিতা-মাতা যদি ছাদাক্বা করার ব্যাপারে অছিয়ত না করে এবং সন্তান ছাদাক্বা না করে তাতে সন্তান গুনাহগার হবে না। বিশেষ করে সন্তান দরিদ্র হ'লে। কারণ দরিদ্র নিজেই সম্পদের মুখাপেক্ষী। এক্ষেত্রে সে দো'আ করবে। ওক্বা ইবনু আমের হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

أَنَّ غُلَامًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَتَرَكَتْ حُلِيًّا، أَفَأَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَأَمْسِكْ عَلَيْكَ حُلِيَّ أُمِّكَ

'জনৈক বালক এসে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার মা মারা গেছেন এবং একটি অলংকার রেখে গেছেন। আমি সেটি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বা করে দিব? তিনি বললেন, তোমার মা কি সে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। সে বলল, না। তিনি বললেন, তাহ'লে তোমার মায়ের অলংকারটি তোমার জন্য রেখে দাও'।[৩৪] শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, বালকটি দরিদ্র হওয়ায় রাসূল (ছাঃ) তাকে সে সম্পদটি রেখে দিতে বলেন। কারণ মৃতের পক্ষ থকে ছাদাক্বা করা মুস্তাহাব।[৩৫] *[চলবে]*

---

২৭. বুখারী হা/২৭৫৬,২৭৬২; আহমাদ হা/৩০৮০।
২৮. আবুদাউদ হা/১৬৮১; নাসাঈ হা/৩৬৬৪; মিশকাত হা/১৯১২।
২৯. আহমাদ হা/৬৭০৪; ছহীহাহ হা/৪৮৪।
৩০. শারহুন নববী 'আলা মুসলিম ১১/৮৪।
৩১. ছহীহাহ হা/৪৮৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।
৩২. ছহীহাহ হা/৪৮৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।
৩৩. শারহুন নববী আলা ছহীহ মুসলিম ১/৮৯-৯০।
৩৪. আহমাদ হা/১৭৪৭৩; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৪৭৬৬, ৭১৫৫; ছহীহাহ হা/২৭৭৯।
৩৫. ছহীহাহ হা/২৭৭৯-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

পণ্যে ভেজাল প্রদান : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

*ড. নূরুল ইসলাম**

ভূমিকা :

খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যে ভেজাল প্রদান করা হারাম। ১৯৬০ সালে উপমহাদেশের প্রাচীনতম দৈনিক 'আজাদ'-এর 'হুশিয়ারী' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল, 'খাদ্যে ভেজাল মিশান শুধু অপরাধই নহে, ইহা পাপ বলিয়াও আমাদের মনে হয়। বাহিরের দুশমন অপেক্ষাও খাদ্যে ভেজাল দানকারীরা দেশ ও জাতির অনেক বড় দুশমন। ইহাদের কাজের ফলে ধীরে ধীরে বিষ প্রয়োগের মত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং জাতি ক্রমে জীবনী শক্তিহীন হইয়া উঠিতে থাকে'।[১] একজন খুনী গুলী করে কাউকে হত্যা করলে একজন ব্যক্তিই নিহত হয়। কিন্তু খাদ্যে ভেজাল কোটি কোটি মানুষকে অকাল মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। শিশুখাদ্যে ভেজাল সর্বনাশ করে গোটা একটা প্রজন্মের শরীর, জীবনীশক্তি, মেধা ও আয়ুর। স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞরা বলেন, ভেজাল এবং এক বা একাধিক রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো খাবার খেলে মানুষের বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি ও স্মরণশক্তি হ্রাস পায়। মানুষ মেধাহীন হয়ে পড়ে। শরীরের জিনজাত স্নায়ুকোষগুলোর আয়ুও এসব ভেজাল ও রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত খাবার খাওয়ার ফলে কমে যায়। দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, স্বাদ গ্রহণের শক্তি, ঘ্রাণ নেয়ার ক্ষমতা হ্রাস পায়। শরীরে বাসা বাঁধে মরণব্যাধি ক্যান্সার সহ নানান রোগ-ব্যাধি। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হ'ল-

ভেজালের সংজ্ঞা :

আভিধানিক অর্থ : ভেজাল শব্দের অর্থ : মিশ্রিত, মেকি; খাঁটি নয় এমন (ভেজাল দুধ, ভেজাল ঘি), উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সঙ্গে নিকৃষ্ট দ্রব্যের মিশ্রণ (ভেজাল দেওয়া)।[২] ভেজালের আরবী প্রতিশব্দ হ'ল اَلْغِشُّ، مُزَيَّفٌ، مَغْشُوْشٌ، مَمْذُوْقٌ তবে পণ্যে ভেজাল প্রদানের ক্ষেত্রে الغـــش শব্দটিই বেশী ব্যবহৃত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও এক্ষেত্রে غَشَّ শব্দ ব্যবহার করেছেন।[৩]

وإنما أحكام الغش التجارى শীর্ষক অভিসন্দর্ভে বলা হয়েছে, اشتهر اسم الغش فى مجال المعاملات التجارية لأنه الميـــدان الذى يتجلى فيه الغش بوضوح ويكثر وقوعه فيـــه نتيجـــة الحرص على جمـــع المـــال وزيـــادة الثـــروة– 'ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে الغـــش বা প্রতারণা শব্দটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে প্রতারণা মোটাদাগে ধরা পড়ে এবং সম্পদ জমা ও বৃদ্ধির লোভের ফলশ্রুতিতে এক্ষেত্রে বেশী প্রতারণা সংঘটিত হয়'।[৪]

ইবনু ফারিস বলেন, (غَشَّ) الْغَيْنُ وَالشِّيْنُ أُصُولٌ تَدُلُّ عَلَى ضَعْفٍ فِي الشَّيْءِ وَاسْتِعْجَالٍ فِيهِ، مِنْ ذَلِكَ الْغِشُّ– '(গাশ্‌শা) গাইন ও শীন মূল অক্ষর। যা কোন জিনিসের মধ্যে কিছু বৃদ্ধি করা ও তাতে তাড়াহুড়া করাকে বুঝায়। এখান থেকে এসেছে الغش 'প্রতারণা' বা ভেজাল'।[৫] ইবনু মানযূর বলেন, الغِشُّ: نَقِيضُ النُّصْحِ وَهُوَ مأْخوذٌ مِنَ الغَشَش المَشْرَب الكدِر؛ وَمِنْ هَذَا الغِشُّ فِي الْبِيَاعَاتِ. 'নছীহতের বিপরীত হ'ল الغش। এটি الغَشَشَ থেকে গৃহীত। অর্থ: ঘোলা পানি। এ অর্থের উপর ভিত্তি করে ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেয়া বা ভেজাল প্রদানের ক্ষেত্রে الغش শব্দটি ব্যবহৃত হয়'।[৬]

الغش শব্দটি অভিধানে কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর সবগুলোই একটি অর্থকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। সেটি হ'ল اَلْخِدَاعُ বা প্রতারণা।[৭] এছাড়া অন্য আরো যেসব অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি হল :-

১. المخالطة 'সংমিশ্রণ'। اَلشَّيْءُ الْمَغْشُوشُ أَى الغَيْرُ الخَـــالِصُ 'মিশ্রিত/ভেজাল হল যা খাঁটি নয়'। কারণ এর সাথে অন্য কিছু মেশানো হয়েছে।[৮] যেমন বলা হয়, لَبَنٌ مَغْـــشُوْشٌ أَىْ فِضَّةٌ مَغْشُوشَةٌ أى مَخْلُوطَةٌ 'পানিমিশ্রিত দুধ', مَخْلُوْطٌ بِالْمَاءِ بِالنُّحَاسِ 'তামামিশ্রিত চাঁদি'।

২. الإفساد 'নষ্ট করা'। এটি غشيش الْخُبْزِ إِذَا فَـــسَدَ অর্থাৎ রুটি বাসি হওয়া থেকে নেয়া হয়েছে।[৯]

পারিভাষিক অর্থ : 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩'-এর প্রথম অধ্যায়ের ২-এর ২৯ ধারায় ভেজালের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলা হয়েছে,

(২৯) **'ভেজাল খাদ্য'** অর্থ এমন কোন খাদ্য বা খাদ্যদ্রব্যের অংশ,-

---

* ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী সম্পাদিত, আজাদ ও সমকালীন সমাজ (ঢাকা : বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ১ম প্রকাশ, জুলাই ২০০৪), পৃ. ৩৯২। গৃহীত: দৈনিক আজাদ, সম্পাদকীয়, ৬ই মার্চ ১৯৬০, পৃ. ২।

২. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, নভেম্বর ২০১২), পৃঃ ৯৩৬।

৩. মুসলিম হা/১০২।

৪. আব্দুল মুহসিন বিন নাদির আদ-দূসারী, আহকামুল গিশ্‌শ আত-তিজারী ফিল ফিক্বহি ওয়ান নিযাম, মাস্টার্স থিসিস, ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ, ১৪১৭ হিঃ, পৃঃ ১২।

৫. মু'জামু মাকায়ীসিল লুগাহ ৪/৩৮৩।

৬. লিসানুল আরাব ৬/৩২৩।

৭. আবূ হাবীব, আল-কামূসুল ফিকহী ১/২৭৪।

৮. তাজুল আরূস ১৭/২৯০।

৯. মুহাম্মাদ আব্দুল করীম নাসমান, জারীমাতুল গিশ্‌শ ফিল মাওয়াদ আল-গিযাইয়্যাহ ওয়াল আছার আল-মুতারাত্তাবাহ আলায়হা (দিরাসাতুন ফিক্বহিয়্যাহ), মাস্টার্স থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, গাযা, ফিলিস্তীন, জানুয়ারী ২০১৯, পৃঃ ৮।

(ক) যাহাকে রঞ্জিত, স্বাদ-গন্ধযুক্ত, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ বা আকর্ষণীয় করিবার জন্য এইরূপ পরিমাণ উপাদান দ্বারা মিশ্রিত করা হইয়াছে, যে পরিমাণ উপাদান মিশ্রিত করা মানব-স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং যাহা কোন আইনের অধীন নিষিদ্ধ; বা

(খ) যাহাকে রঞ্জিতকরণ, আবরণ প্রদান বা আকার পরিবর্তন করিবার জন্য এমন কোন উপাদান মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করা হইয়াছে যাহার ফলে মূল খাদ্যদ্রব্যের ক্ষতি সাধিত হইয়াছে এবং যাহার ফলে তার গুণাগুণ বা পুষ্টিমান হ্রাস পাইয়াছে; বা

(গ) যাহার মধ্য হইতে কোন স্বাভাবিক উপাদানকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অপসারণপূর্বক অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূল্যের ভিন্ন কোন উপাদান মিশ্রিত করিবার মাধ্যমে আপাতঃ ওজন বা পরিমাণ বৃদ্ধি বা আকর্ষণীয় করিয়া খাদ্যক্রেতার আর্থিক বা স্বাস্থ্যগত ক্ষতি সাধন করা হয়'।[১০]

উক্ত আইনের প্রথম অধ্যায়ের ২ (১৬) ধারায় বলা হয়েছে, **'নকল খাদ্য'** অর্থ বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের অনুকরণে অননুমোদিতভাবে অনুরূপ খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রস্তুত বা লেবেলিং করা, যাহার মধ্যে অনুমোদিত খাদ্যের উপাদান, উপকরণ, বিশুদ্ধতা ও গুণগত মান বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক'।[১১]

আল-মুনাবী (৯৫২-১০৩১ হিঃ) বলেন, الغش: ما يخلط من الرديء بالجيد 'ভাল পণ্যের সাথে খারাপ বা নিম্নমানের পণ্য মিশ্রিত করাকে ভেজাল বলে'।[১২]

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক চ্যান্সেলর শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ (জন্ম: ১৩৫৩ হিঃ) বলেন, والغش هو الشيء فيه عيب فيخفيه البائع ويبيعه على أساس أن ظاهره السلامة، ولكنه من الداخل على عكس الذي يراه الناس، مثل أن تكون الأطعمة التي تباع ظاهرها جميل، ولكن إذا قُلِّبَتْ ونُكِسَتْ وُجِدَ أسفلها يختلف عن أعلاها، فهذا من الغش، 'বিক্রেতা কোন পণ্যের ত্রুটি গোপন করে এমনভাবে তা বিক্রি করে যে, বাহ্যিকভাবে সেটাকে ভাল-নিরাপদ মনে হয়। কিন্তু মানুষ যা দেখে ভেতরটা তার বিপরীত। যেমন বিক্রীত খাদ্যদ্রব্যের বাহ্যিকটা দেখতে সুন্দর। কিন্তু উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে দেখলে তার নিচেরটা উপরের অংশের সম্পূর্ণ বিপরীত পাওয়া যায়। এটাই হ'ল প্রতারণা বা ভেজাল'।[১৩]

আধুনিক গবেষক মুহাম্মাদ আব্দুল করীম নাসমান খাদ্যে ভেজালের সংজ্ঞায় বলেন, تقديم المواد الغذائية للمستهلك على خلاف المواصفات والمقاييس الفنية للدولة 'রাষ্ট্র নির্ধারিত গুণ ও মানের বিপরীত খাদ্যদ্রব্য ভোক্তাকে সরবরাহ করাকে ভেজাল খাদ্য বলে'।[১৪]

মোটকথা, ভেজাল বলতে কেবল পণ্যসামগ্রীতে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য বা পদার্থের মিশ্রণকেই বুঝায় না; বরং পণ্যের ত্রুটি গোপন করা, ভাল পণ্যের সাথে খারাপ বা নিম্নমানের পণ্য মিশ্রিত করা, দুধের সাথে পানি মেশানো, জাল মুদ্রার প্রচলন ঘটানো, মাপে ও ওযনে কম দেয়া, পণ্যের গুণগত মান সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রদান, মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি করা, মিথ্যা বিজ্ঞাপন প্রচার এগুলি সবই ভেজাল ও প্রতারণার শামিল।[১৫] ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, والغش يدخل في البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع، مثل أن يكون ظاهر المبيع خيرا من باطنه– 'ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের ত্রুটি গোপন করা ও তাতে ভেজাল প্রদান করা ধোঁকার শামিল। যেমন, পণ্যের উপরের অংশ নিচের অংশের চেয়ে ভাল হওয়া'।[১৬] তিনি আরো বলেন,

ويدخل في الصناعات مثل الذين يصنعون المطعومات من الخبز والطبخ والعدس والشواء و غير ذلك، أو يصنعون الملبوسات كالنساجين والخياطين ونحوهم، أو يصنعون غير ذلك من الصناعات، فيجب نهيهم عن الغش والخيانة والكتمان. ومن هؤلاء الكيماوية الذين يغشون النقود والجواهر والعطر وغير ذلك–

'পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ধোঁকা বা ভেজাল প্রদান করা হয়। যেমন যারা রুটি তৈরী করে, খাবার রান্না করে, ডাল, কাবাব প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে অথবা যারা পোষাক তৈরী করে যেমন, তাঁতী, দর্জি প্রমুখ অথবা যারা অন্যান্য পণ্য উৎপাদন করে তাদের কর্তব্য হ'ল প্রতারণা, খিয়ানত ও পণ্যের ত্রুটি গোপন করা থেকে বিরত থাকা। এদের মধ্যে রয়েছে রসায়নবিদগণ যারা জাল মুদ্রা তৈরী করে এবং মণি-মুক্তা ও আতর প্রভৃতিতে ভেজাল প্রদান করে'।[১৭]

ইসলামের দৃষ্টিতে পণ্যে ভেজাল প্রদানের বিধান :

ইসলামে পণ্যে ভেজাল প্রদান সম্পূর্ণরূপে হারাম। এ মর্মে কুরআন ও সুন্নাহ্র দলীল সমূহ নিম্নে আলোচিত হ'ল :

ক. কুরআনের দলীল :

১. মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا 'শৃংখলা স্থাপনের পর তোমরা পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না' *(আ'রাফ ৭/৫৬)*।

১০. নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩, প্রকাশকাল : বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১০, ২০১৩, পৃঃ ৮৮২৭।
১১. ঐ, পৃঃ ৮৮২৬।
১২. আত-তাওকীফ আলা মুহিম্মাতিত তা'আরীফ, পৃ. ২৫২।
১৩. শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, শারহু সুনানে আবীদাঊদ ১৮/৬২।
১৪. জারীমাতুল গিশ্‌শ ফিল মাওয়াদ আল-গিযাইয়্যাহ, পৃ. ১১।
১৫. ড. মুহাম্মাদ বিন মূসা নাছর, জারীমাতুল গিশ্‌শ আহকামুহা ওয়া ছুওয়ারুহা ওয়া আছারুহা আল-মুদাম্মিরাহ (দুবাই : মাকতাবাতুল ফুরক্বান, ১৪২৯/২০০৮), পৃ. ৩২; জারীমাতুল গিশ্‌শ ফিল মাওয়াদ আল-গিযাইয়্যাহ, পৃ. ১৫-১৮।
১৬. আল-হিসবাহ, পৃঃ ১৫।
১৭. ঐ।

উক্ত আয়াতে 'আমভাবে যাবতীয় ফাসাদ থেকে নিষেধ করা হয়েছে।[১৮] তন্মধ্যে খাদ্যদ্রব্য বা পণ্যে ভেজাল প্রদান অন্যতম। আধুনিক মুফাস্সির ইবনু আশূর (১৮৭৯-১৯৭৩) বলেন, فالإفساد في الأرض منه تصيير الأشياء الصالحة مضرة كالغش في الأطعمة، 'পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে ভাল জিনিস সমূহকে ক্ষতিকারকে পরিণত করা। যেমন খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রদান করা'।[১৯]

২. আল্লাহ বলেন, وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ 'যখন সে ফিরে যায় (অথবা নেতৃত্বে আসীন হয়), তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্য ও প্রাণী বিনাশের চেষ্টা করে। অথচ আল্লাহ অশান্তি পসন্দ করেন না' *(বাক্বারাহ ২/২০৫)*।

উক্ত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টির অন্যতম রূপ হ'ল, মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করা।[২০] যার প্রভাব তাদের জীবন, সন্তান-সন্ততি, ফল-ফসল ও গবাদিপশুর উপর গিয়ে পড়ে। এর সবগুলিই খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রদানের ফলে ঘটে থাকে।

৩. মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ– 'ন্যায্য কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করবে না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন' *(আন'আম ৬/১৫১)*।

এ আয়াতে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। যেভাবেই তা হোক না কেন। আর খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রদান ধীরে ধীরে মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় বিধায় তা হারাম।

৪. মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 'আর তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করো না এবং অন্যের সম্পদ গর্হিত পন্থায় গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তোমরা জেনেশুনে তা বিচারকদের নিকট পেশ করো না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৮)*।

আয়াতটি দু'দিক থেকে খাদ্যে ভেজাল প্রদান হারাম হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে। ক. অন্যায়ভাবে যেকোন পন্থায় মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করতে আয়াতে নিষেধ করা হয়েছে। তন্মধ্যে খাদ্যে ভেজাল অন্যতম। খ. ক্রেতা নির্ভেজাল ও নিরাপদ পণ্য ক্রয় এবং এর দ্বারা পরিপূর্ণরূপে উপকৃত হওয়ার জন্য বিক্রেতাকে সম্পূর্ণ মূল্য প্রদান করে। যদি পণ্যে ভেজাল থাকে তাহলে কখনো কখনো তা মূল্য কমে যাওয়ার কারণ হতে পারে। এভাবে ভেজাল প্রদানের ফলে পণ্যের মূল্য যতটুকু কম হবে ততটুকু বিক্রেতা ক্রেতার মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে বলে গণ্য হবে।

৫. মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত' *(নিসা ৪/২৯)*।

দু'দিক থেকে উক্ত আয়াতটি ভেজাল হারাম হওয়ার দলীল বহন করে। ক. যেকোন পন্থায় অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ করা। পণ্যে ভেজাল প্রদান এর অন্যতম মাধ্যম। খ. ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত হ'ল সম্মতি। এমনকি কতিপয় মালেকী বিদ্বান একে প্রথম রুকন হিসাবে গণ্য করেছেন। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, পণ্য ক্রয়কারী ভেজাল ছাড়াই তা ক্রয় করতে সম্মত হয়। কেননা ভেজালে প্রতারণা ও ক্ষতি রয়েছে। তাই কোন পণ্যে ভেজাল পরিদৃষ্ট হলে তা সম্মতিকে নষ্ট করে দেয়। অতএব প্রমাণিত হ'ল যে, পণ্যে ভেজাল প্রদান হারাম।

৬. আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা (অবাধ্যতার মাধ্যমে) আল্লাহ ও রাসূলের সাথে খিয়ানত করো না এবং (এর অনিষ্টকারিতা) জেনে-শুনে তোমাদের পরস্পরের আমানত সমূহে খিয়ানত করো না' *(আনফাল ৮/২৭)*।

যা কিছু মানুষ অন্যকে আদায় করে সে বিষয়ে আমানতের খিয়ানত হারাম হওয়ার ব্যাপারে আয়াতটি 'আম *(কুরতুবী)*। তন্মধ্যে খাদ্যদ্রব্যও রয়েছে। আর মানুষ পণ্যের গুণাগুণ, কার্যকারিতা, মাপ ও ওযন প্রভৃতি বিষয়ে কাউকে বিশ্বস্ত মনে না করলে তার নিকট থেকে তা ক্রয় করে তার দ্বারা উপকৃত হতে চাইবে না। পণ্যে ভেজাল প্রদান এর বিপরীত। কাজেই প্রমাণিত হল যে, পণ্যে ভেজাল প্রদান হারাম।

৭. মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوْا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(তওবা ৯/১১৯)*।

আল্লাহ তা'আলা সর্বাবস্থায় এবং সকল কথা ও কাজে সত্যবাদিতা অবলম্বন করাকে আবশ্যক করেছেন। এটি এসব বিষয়ে মিথ্যা হারাম হওয়ার প্রমাণ বহন করে। পণ্যে ভেজাল প্রদানও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ মিথ্যা তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ভেজাল জিনিস বাজারজাত করা হয়। এতে ক্রেতাকে ধোঁকা দিয়ে চড়ামূল্য হাতিয়ে নেয়া হয়।

৮. আল্লাহ বলেন, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ، الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ، وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ، 'দুর্ভোগ মাপে কম দানকারীদের জন্য। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন

১৮. *তাফসীরে কুরতুবী ৭/২২৬।*
১৯. *আত-তাহরীর ওয়াত তানবীর ১/২৮৪।*
২০. *ঐ ২/২৭০।*

লোকদের মেপে দেয় বা ওযন করে দেয়, তখন কম দেয়' *(মুতাফফিফীন ৮৩/১-৩)*।

উক্ত আয়াতগুলি পণ্য আদান-প্রদানের সময় সঠিকভাবে তা মাপা ও ওযন করা আবশ্যক হওয়া এবং মাপে ও ওযনে কম দেয়া হারাম হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে। কারণ তা প্রতারণা। মানুষের মনে এর দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। কারণ বিক্রেতার কাছ থেকে তার অসম্মতিতে বেশী নিলে যেমন সে কষ্ট পাবে, তেমনি ক্রেতাকে কম দিলে তারও একই অবস্থা হবে *(কুরতুবী)*। এতে ক্রয়-বিক্রয়ে সম্মতির যে শর্ত রয়েছে তা ভঙ্গ হবে। তাছাড়া ওযনে কম দেয়া প্রতারণা বা ভেজালের অন্যতম মাধ্যম। কাজেই তা হারাম।[২১]

খ. হাদীছের দলীল :

বেশ কিছু হাদীছে পণ্যে ভেজাল প্রদান হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হ'ল:

১. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا 'যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোঁকা দিবে সেও আমাদের দলভুক্ত নয়'।[২২]

শামসুল হক আযীমাবাদী বলেন, وَالْحَدِيْثُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيْمِ الْغِشِّ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ 'হাদীছটি প্রতারণা বা ভেজাল হারাম হওয়ার দলীল। এ বিষয়ে সবাই একমত'।[২৩] যে কোন ধরনের প্রতারণা এবং তার উপায় অবলম্বনকে এই হারাম হওয়া শামিল করে। তন্মধ্যে পণ্যে ভেজাল প্রদান অন্যতম।

২. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ : مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ : أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى– আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন একটি খাদ্যস্তূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলে তাঁর হাত ভিজে গেল। তিনি বললেন, হে খাদ্যের মালিক! এটা কি? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তাহ'লে তুমি কেন ভিজা অংশটি উপরে রাখলে না? তাহলে লোকেরা দেখে নিতে পারতো। মনে রেখ, যে প্রতারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয়'।[২৪] পণ্যে ভেজাল প্রদান হারাম হওয়ার ব্যাপারে হাদীছটি দ্ব্যর্থহীন।

৩. বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ 'তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সম্মান তোমাদের জন্য সম্মানিত'।[২৫]

জীবন, সম্পদ ও সম্মানের ক্ষেত্রে সীমালংঘন কঠিনভাবে হারাম হওয়ার ব্যাপারে হাদীছে জোরালো তাকীদ রয়েছে। সেটা যেভাবেই হোক না কেন।[২৬] খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রদানের ক্ষতিকর প্রভাব এর সবগুলোর উপরেই প্রযোজ্য। কারণ খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রদান মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। এর মাধ্যমে অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করা হয় এবং সন্তানদের ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। যেটিকে সম্মান নিয়ে বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘন হিসাবে গণ্য করা যায়।

৪. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ 'ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না এবং কারো ক্ষতি করো না'।[২৭]

উক্ত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যের ক্ষতিসাধন করতে নিষেধ করেছেন। এটি সাধারণ নিষেধ, যা সকল প্রকার ক্ষতিকে শামিল করে। আর পণ্যে ভেজাল প্রদানের ফলে ব্যক্তি ও সমষ্টি পর্যায়ে জীবন ও সম্পদের যে ক্ষতি সাধিত হয় তা বলাই বাহুল্য।

৫. আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, একজন ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর নিকট উল্লেখ করলেন যে, তাঁকে ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেয়া হয়। তখন তিনি বললেন, إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ 'যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন বলে নিবে কোন প্রকার ধোঁকা ও প্রতারণা নেই'।[২৮]

উক্ত হাদীছ দ্বারা দু'ভাবে পণ্যে ভেজাল প্রদান হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়। ক. বিক্রেতার জন্য ক্রেতাকে কোন পণ্যে ধোঁকা দেয়া জায়েয নেই। সেটা খাদ্যদ্রব্য হোক বা অন্য কিছু। খ. পণ্যের মূল্য বা পণ্যে প্রভাব বিস্তারকারী প্রতারণা হ'লে বিক্রয় সাব্যস্ত হবে না। যদি পণ্যে ভেজাল প্রদানের মাধ্যমে ধোঁকা দেয়া জায়েয হত তাহলে বিক্রয় সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যক হত। নিম্নের হাদীছটি এ ব্যাখ্যাকে জোরালো করে।

৬. হাকীম বিন হিযাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا– أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا– فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا 'ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের অবকাশ থাকবে (ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি ভঙ্গ করার), যতক্ষণ না তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়। যদি তারা সততা অবলম্বন করে ও পণ্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে, তাহলে

---

২১. জারীমাতুল গিশ্‌শ ফিল মাওয়াদ আল-গিযাইয়্যাহ, পৃ. ১৯-২১।
২২. মুসলিম হা/১০১।
২৩. আওনুল মা'বূদ ৯/২৩১।
২৪. মুসলিম হা/১০২; মিশকাত হা/২৮৬০।
২৫. বুখারী হা/১৭৩৯; মুসলিম হা/১৬৭৯।
২৬. আল-মিনহাজ শারহু ছহীহ মুসলিম ১১/১৬৯।
২৭. ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; ছহীহা হা/২৫০।
২৮. বুখারী হা/২১১৭; মুসলিম হা/১৫৩৩।

তাদের দু'জনের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দান করা হবে। আর যদি তারা পণ্যের দোষ গোপন করে এবং মিথ্যার আশ্রয় নেয় তাহ'লে তাদের ক্রয়-বিক্রয় থেকে বরকত নির্মূল হয়ে যাবে'।[২৯]

উক্ত হাদীছটি তিন দিক থেকে ভেজাল হারাম হওয়ার প্রমাণ বহন করে। ক. কল্যাণ ও প্রয়োজনের দিকে খেয়াল করে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য খিয়ার (ক্রয়-বিক্রয় কার্যকরকরণ বা বাতিলের স্বাধীনতা) বিধিসম্মত করা হয়েছে। আর তা হ'ল প্রতারণা প্রতিরোধ এবং উভয়কে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা।[৩০] যদি ভেজাল প্রদান করা জায়েয হত তাহ'লে খিয়ার বিধিসম্মত করা অনর্থক হয়ে যেত। অথচ শরী'আতকে এ থেকে পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে।

খ. পণ্যের যে ত্রুটি সম্পর্কে বিক্রেতা জ্ঞাত তা বলে দেয়া এবং ক্রয়-বিক্রয়ে সততা অবলম্বন করাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওয়াজিব বা আবশ্যক করেছেন। এর উপর বিক্রয়ে বরকত ভিত্তিশীল সে কথাও তিনি বলেছেন। যদি ভেজাল প্রদান জায়েয হত তাহলে তিনি তা আবশ্যক করতেন না।

গ. মিথ্যার আশ্রয় নেয়া ও ত্রুটি গোপন করা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রদানের অন্যতম উপায়। এর ফলে বরকত নির্মূলের কথা উক্ত হাদীছে বলা হয়েছে। কাজেই প্রমাণিত হল যে, ভেজাল হারাম।

৭. 'আদ্দা বিন খালেদের হাদীছে এসেছে, هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لاَ دَاءَ وَلاَ غَائِلَةَ وَلاَ خِبْثَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে 'আদ্দা বিন খালেদ বিন হাওযা একটি দাস বা দাসী ক্রয় করল। যার কোন অসুখ নেই, যা পলায়নপর নয় এবং চরিত্রহীনও নয়। এটা হ'ল এক মুসলমানের সাথে অন্য মুসলমানের ক্রয়-বিক্রয়'।[৩১]

উক্ত হাদীছে গুপ্ত দোষ লুকানো, কৌশল অবলম্বন করা এবং যার মধ্যে প্রতারণা ও হারাম রয়েছে তা বিক্রি করতে নিষেধ করা হয়েছে।[৩২] দাস-দাসীর ক্ষেত্রে যদি এ বিধান প্রযোজ্য হয় তাহলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তা ভেজালের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

৮. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ 'ক্রয়-বিক্রয় কেবল পারস্পরিক সম্মতিতে অনুষ্ঠিত হয়'।[৩৩]

উক্ত হাদীছে সম্মতির ভিত্তিতে পণ্যের বিক্রয় সংঘটিত হওয়াকে আবশ্যক ঘোষণা করা হয়েছে। ভেজাল এই শর্তের খেলাফ। কাজেই তা হারাম।

৯. আবূ যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ – قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ مِرَارٍ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ 'আল্লাহ কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। বরং তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ কথাটি তিনবার বললেন। আবু যার (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কারা ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে? তিনি বললেন, (১) যে ব্যক্তি অহংকারবশত টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে (২) যে ব্যক্তি দান করে খোটা দেয় এবং (৩) যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে অধিক দামে পণ্য বিক্রি করে ও তা চালু করার চেষ্টা করে'।[৩৪]

বিক্রির জন্য ক্রেতার নিকট পণ্য উপস্থাপন করার সময় মিথ্যা বলা হারাম হওয়ার প্রতি হাদীছটি নির্দেশ করে। আর মিথ্যার আশ্রয় নেয়া পণ্যে ভেজাল প্রদানের অন্যতম মাধ্যম। অতএব প্রমাণিত হল যে, ভেজাল হারাম।

১০. আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলেন, يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ 'হে মুহাজিরগণ! তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও'। তন্মধ্যে তিনি উল্লেখ করেন, وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. 'যখন কোন জাতি ওযন ও পরিমাপে কারচুপি করে তখন তাদের উপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, কঠিন বিপদ-মুছীবত এবং শাসকদের যুলুম-অত্যাচার'।[৩৫]

হাদীছটি মাপে ও ওযনে কম প্রদান হারাম হওয়ার দলীল। এটি পণ্যে ভেজাল প্রদানের অন্যতম মাধ্যম। এর ফলশ্রুতিতে দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি ও খাদ্য ঘাটতির সৃষ্টি হয় এবং সমাজের মানুষের উপর যালেম শাসকরা চেপে বসে।

১১. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ 'তোমরা উটনী ও বকরীর দুধ (স্তনে) আটকিয়ে রেখো না।

২৯. *বুখারী হা/২০৭৯; মুসলিম, হা/১৫৩২।*
৩০. *ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর ৬/৩২৫।*
৩১. *তিরমিযী হা/১২১৬, হাদীছ হাসান।*
৩২. *ফাতহুল বারী ৪/৩১০।*
৩৩. *ইবনু মাজাহ হা/২১৮৫।*
৩৪. *মুসলিম হা/১০৬।*
৩৫. *ইবনু মাজাহ হা/৪০১৯, হাদীছ হাসান।*

যে ব্যক্তি এরূপ পশু ক্রয় করে, সে দুধ দোহনের পরে দু'টি অধিকারের যেটি তার পক্ষে ভাল মনে করবে তাই করতে পারবে। যদি সে ইচ্ছা করে তবে ক্রীত পশুটি রেখে দিবে আর যদি ইচ্ছা করে তবে তা ফেরৎ দিবে এবং এর সাথে এক ছা' পরিমাণ খেজুর দিবে।[৩৬]

আলোচ্য হাদীছটি পণ্যে ভেজাল প্রদান হারাম হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কারণ ক্রেতাকে ইচ্ছাকৃতভাবে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে পশুর স্তনে দুধ আটকিয়ে রাখা হয়েছে। যা বিক্রেতা অবগত, কিন্তু ক্রেতা অনবগত। আর নিঃসন্দেহে প্রতারণা বা ধোঁকা দেয়া হারাম।[৩৭]

ভেজালের ব্যাপারে সালাফে ছালেহীনের সতর্কতা :

সালাফে ছালেহীন বা পূর্ববর্তী যুগের পুণ্যবান মুসলমানরা পণ্যদ্রব্যের দোষ-ত্রুটি স্পষ্টভাবে বলে দিতেন এবং ভেজাল প্রদান থেকে সর্বদা বিরত থাকতেন। তাঁরা লেনদেনে সর্বদা ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকতেন এবং ব্যবসায় সততার পরিচয় দিতেন।

বিশিষ্ট ফকীহ ইবনু সিরীন একটি ছাগী বিক্রি করার সময় ক্রেতাকে বললেন, তোমার নিকট ছাগীটির দোষ বর্ণনা করে আমি দায়িত্বমুক্ত হতে চাই। সে পা দিয়ে ঘাস এদিক-ওদিক ছড়ায়। হাসান বিন ছালেহ একটি ক্রীতদাসী বিক্রি করার সময় ক্রেতাকে বললেন, মেয়েটি একবার থুথুর সাথে রক্ত ফেলেছিল। এটি মাত্র একবারের ঘটনা ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঈমানের তাগিদ হেতু তিনি তা উল্লেখ না করে চুপ থাকতে পারেননি। যদিও তাতে মূল্য কম পাওয়ার আশংকা ছিল।[৩৮]

তারা ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণীর প্রতি আমলকারী। উকবা বিন আমির (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ 'মুসলমান মুসলমানের ভাই। সুতরাং কোন মুসলমানের পক্ষে পণ্যের ত্রুটি বর্ণনা না করে নিজের ভাইয়ের কাছে তা বিক্রি করা বৈধ নয়'।[৩৯]

বাংলাদেশে ভেজালের চিত্র :

বাংলাদেশে ব্যবসায়ীরা ভেজাল প্রদানের বল্গাহীন প্রতিযোগিতায় নেমেছে। আমাদের দেশে সম্ভবতঃ এমন কোন পণ্য বা খাদ্য নেই, যাতে ভেজাল দেয়া হচ্ছে না। এজন্যই সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'কচু ছাড়া সবকিছুতেই ফরমালিন। নির্ভেজাল খাবার পাওয়া এখন দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। খাদ্যে ভেজালের কারণে ক্যান্সারসহ জটিল রোগ হচ্ছে। কিছু মানুষ দানব হয়ে যাচ্ছে'।[৪০] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অস্ট্রেলিয়ার ওলিংগং বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে গবেষণা জরিপ করে দেখেছে যে, দেশের মোট খাদ্যের ৩০ শতাংশে ভেজাল রয়েছে।[৪১] সয়াবিন তেল, চিনি, মসলা, নুডুলস, সেমাই, বিস্কুট, পাউরুটি, দুধ, শিশুখাদ্য, ঘি, মিষ্টি, মধু, পানীয়, ফলমূল, ঔষধ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি প্রায় সবকিছুতেই ভেজাল দেয়া হচ্ছে। গত ১০ই আগস্ট ২০১১ তারিখে ঢাকায় 'জাতীয় জীবনে ভেজাল খাদ্যের ঝুঁকিপূর্ণ প্রভাব' শীর্ষক আলোচনা সভায় 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডাইরিয়াল ডিজিজ রিসার্চ, বাংলাদেশ' (আইসিডিডিআরবি)-এর জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী এস কে রয় এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলেন, মিষ্টি, সন্দেশ, দই, ঘি, ছানা, সস, ডালডা, সয়াবিন, আইসক্রীমসহ কিছু পণ্য ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ৭৬ দশমিক ৩২ শতাংশ খাবারেই ভেজাল। ঐ আলোচনায় বক্তারা বলেন, খাবারে প্রায় ২০০ ধরনের বিষাক্ত পদার্থ ব্যবহার করা হচ্ছে।[৪২] প্রায় সব ফলেই ফরমালিন, কার্বাইড অথবা অন্য কোন রাসায়নিক স্প্রে করা হয়। একটি ইংরেজী দৈনিক লিখেছে, The another name of carbide is cancer. There is no answer of cancer.[৪৩] 'কার্বাইডের অপর নাম ক্যান্সার। আর ক্যান্সারের পরিণাম নিশ্চত মৃত্যু'। এসব ভেজাল খাবার খেয়ে মানুষ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। একটি গবেষণা থেকে জানা গেছে, বাংলাদেশে প্রতিবছর ১০ হাযার কোটি টাকা নষ্ট হচ্ছে ভেজাল খাবার খাওয়ার কারণে। কারণ ভেজাল খাবার খাওয়ার কারণে নানা রোগ হচ্ছে। আর এসব রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধের পেছনে ১০ হাযার কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে।[৪৪]

দুধে ভেজাল : ২০০৮ সালে গুঁড়োদুধে মেলামাইনের অস্তিত্ব পাওয়ার বিষয়টি গোটা বিশ্বে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছিল। মেলামাইনযুক্ত গুঁড়োদুধ খেয়ে সে সময় চীনে প্রায় তিন লাখ শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ৬ জন শিশু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল।[৪৫] চীন সরকারের হিসাব অনুযায়ী দেশটির গুঁড়োদুধ উৎপাদনকারী ২২ প্রতিষ্ঠানের ৬৯টি আইটেমেই বিষাক্ত উপাদান মেলামাইন পাওয়া গিয়েছিল। মূলতঃ দুধে প্রোটিনের পরিমাণ বেশী দেখানোর জন্যই মেশানো হয়েছিল এই রাসায়নিক পদার্থ। এ কেলেঙ্কারির মূল হোতা সানলু কোম্পানীকে দেওলিয়া ঘোষণা করা হয়েছিল। সে সময় বাংলাদেশের বাজারে প্রচলিত ইয়াশলি-১, ইয়াশলি-২ ও সুইট বেবী নামক তিনটি ব্র্যাণ্ডের গুঁড়োদুধে মেলামাইনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়াই তা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, মেলামাইন কার্বন, হাইড্রোজেন ও

---

৩৬. বুখারী হা/২১৪৮; মুসলিম হা/১৫১৫।
৩৭. জারীমাতুল গিশ্‌শ ফিল মাওয়াদ আল-গিযাইয়্যাহ, পৃ. ২৩-২৭।
৩৮. আল-হালালু ওয়াল হারামু ফিল ইসলাম, পৃ: ২২৮।
৩৯. ইবনু মাজাহ হা/২২৪৬, হাদীছ ছহীহ।
৪০. যুগান্তর, ২রা ডিসেম্বর ২০১৯।
৪১. ইনকিলাব, ৮ই ডিসেম্বর'১৯, পৃ. ৭।
৪২. প্রথম আলো, ১১ই আগস্ট'১১, পৃঃ ৭।
৪৩. হারুন-আর-রশিদ সংকলিত, খাদ্যে বিষক্রিয়া পরিত্রাণের উপায় (ঢাকা : পার্ল পাবলিকেশন্স, ২০১৫), পৃঃ ২৫।
৪৪. কালের কণ্ঠ, ২৮শে এপ্রিল'১৮।
৪৫. মশিউল আলম, আমাদের শিশুরা কী খাচ্ছে, প্রথম আলো, ২৬শে আগষ্ট ২০১০।

নাইট্রোজেনের সম্বন্বয়ে গঠিত এক ধরনের জৈব যৌগ। যা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।[৪৬]

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োমেডিকেল রিসার্চ সেন্টারের সাবেক পরিচালক এবং ঔষধ প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক আ ব ম ফারুক ও তাঁর গবেষকদল দুধের ১০টি নমুনা পরীক্ষা করে ১০টিতেই ক্ষতিকর অ্যান্টিবায়োটিক পেয়েছেন।[৪৭] এদিকে গত ২৪শে জুলাই'১৯ পাস্তুরিত তরল দুধে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর ভারী ধাতব পদার্থের উপস্থিতি প্রমাণিত হওয়ায় দেশের ১০টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করেছে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।[৪৮]

ঔষধে ভেজাল : নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ঔষধের ছড়াছড়িতে মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ৯ জুলাই'১২ পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট মোতাবেক দেশে বর্তমানে ২৫৮টি এলোপ্যাথী, ২২৪টি আয়ুর্বেদী, ২৯৫টি ইউনানী ও ৭৭টি হোমিওপ্যাথিসহ মোট ৮৫৪টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ঔষধ কোম্পানীগুলোর মধ্যে বড় জোর ৪০টি ছাড়া বাকী প্রতিষ্ঠানগুলো নকল ও নিম্নমানের ঔষধ তৈরী করে বলে অভিযোগ আছে।[৪৯] এমনকি দু'টি ঔষধে ইয়াবার উপাদান পাওয়ার খবর পর্যন্ত সম্প্রতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।[৫০]

হলুদের গুঁড়ায় ভেজাল : স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা সংস্থা 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডাইরিয়াল ডিজিজ রিসার্চ, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি) ও যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের করা এক গবেষণায় হলুদে সীসা শনাক্ত করা হয়েছে, যা মানবদেহের ক্ষতি করে। বিশেষ করে গর্ভবতী নারী ও তার শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে। প্রতিষ্ঠানদ্বয় তাদের গবেষণায় বাংলাদেশের ৯টি যেলার বাজার থেকে গুঁড়ো করার আগে সংগ্রহ করা হলুদের নমুনার ২০ শতাংশে সীসা বা লেড ক্রোমেট শনাক্ত করেছে। যা বিক্রির আগে হলুদের গায়ে ঘষে সেটি উজ্জ্বল করা হয়।

এই গবেষণায় আরো দেখা গেছে, ২০১১ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত আমদানী করা ১৭টি ব্র্যাণ্ডের প্যাকেট-জাত হলুদের গুড়া যুক্তরাষ্ট্র নয়বার ফেরত দিয়েছে। এসব কোম্পানির বেশীরভাগই ভারত ও বাংলাদেশের।

আইসিডিডিআরবি'র গবেষক ডঃ মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমানের মতে, এতে শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হওয়া ছাড়াও শিশুর ওযন কম হওয়া সহ অন্যান্য জটিলতা দেখা দিতে পারে। মায়ের গর্ভকালীন জটিলতা হতে পারে। এটি মানবদেহে হৃদযন্ত্রের সমস্যা তৈরি করতে পারে, রক্তের উচ্চচাপ দেখা দিতে পারে, মস্তিষ্কের স্নায়ুজনিত রোগ দেখা দিতে পারে।[৫১]

কৃত্রিম উপায়ে গরু মোটাতাজাকরণ : একশ্রেণীর অসাধু খামারী নিষিদ্ধ ঔষধ প্রয়োগ করে কৃত্রিম উপায়ে গরু মোটাতাজা করে। তারা স্টেরয়েড গ্রুপের ঔষধ যেমন ডেকাসন, ওরাডেক্সন, প্রেডনিসোলন ইত্যাদি সেবন করিয়ে অথবা ডেকাসন, ওরাডেক্সন স্টেরয়েড ইনজেকশন দিয়ে গরুকে মোটাতাজা করে। এছাড়া হরমোন প্রয়োগ (যেমন ট্রেনবোলন, প্রোজেস্টিন, টেস্টোস্টেরন) করেও গরুকে মোটাতাজা করা হয়।

স্টেরয়েড দিয়ে মোটাতাজা করা গবাদিপশুর গোশত মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এজাতীয় ঔষধ অতিরিক্ত মাত্রায় দিলে গরুর কিডনি ও যকৃৎ অকার্যকর হয়ে যায়। এতে শরীর থেকে পানি বের হতে পারে না। ফলে পানি সরাসরি গরুর গোশতে চলে যায়। এতে গরুকে মোটা, তুলতুলে ও নাদুসনুদুস দেখায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মোটাতাজাকরণের এসব ঔষধের কার্যকারিতা নষ্ট হয় না। গরুর দেহের গোশতে থেকে যায়। এসব গোশত যখন মানুষ খায়, তখন ঔষধের প্রতিক্রিয়া মানুষের শরীরেও দেখা দেয়। স্টেরয়েড ঔষধ মানবদেহের কিডনি, ফুসফুস, লিভার, হৃৎপিণ্ডকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়। ফলে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, অনিদ্রা, অস্থিরতাসহ নানা রোগের সৃষ্টি করে। এতে মানুষের শরীরে পানি জমে যাওয়া, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া, মূত্রনালী ও যকৃতের বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব ক্ষতিকর ঔষধ মানবশরীরে জমা হয়ে টিউমার, ক্যানসার, কিডনি নষ্ট করার মতো মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে। বিশেষ করে নারীদের গর্ভধারণের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।[৫২]

নিম্নমানের ১১ পণ্যের লাইসেন্স বাতিল : ল্যাবে পরীক্ষা করে নিম্নমান পাওয়ায় ৯ কোম্পানীর ১১ পণ্য উৎপাদনের লাইসেন্স বাতিল করেছে 'বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যাণ্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)। একই সঙ্গে পণ্যগুলো উৎপাদন এবং বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। পণ্যগুলো হচ্ছে- একে খান ফুড এ্যাণ্ড বেভারেজের ফার্টিফাইড সয়াবিন তেল, জে কে ফুডের মদিনা ব্র্যাণ্ডের লাচ্ছা সেমাই, মডার্ণ কসমেটিক্সের মডার্ণ ব্র্যাণ্ডের স্কিন ক্রীম, নিউ চট্রলার এরাবিয়ান স্পেশাল ব্র্যাণ্ডের ঘি, রেভেন ফুডের রেভেন ব্র্যাণ্ডের লাচ্ছা সেমাই, খাজানা মিঠাইয়ের খাজানা ব্র্যাণ্ডের লাচ্ছা সেমাই, ঘি ও চানাচুর, প্রমি এগ্রো ফুডের প্রমি ব্র্যাণ্ডের হলুদের গুঁড়া এবং ইফাদ সল্ট অ্যাণ্ড কেমিক্যালের ইফাদ ব্র্যাণ্ডের আয়োডিনযুক্ত লবণ।[৫৩] ইতিপূর্বে গত ১২ই মে'১৯ প্রাণের হলুদ গুঁড়া, পাউডার ও লাচ্ছা সেমাই সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৫২টি মানহীন ও ভেজাল পণ্য বাজার থেকে প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট।[৫৪]

---

৪৬. ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, গুঁড়োদুধে মেলামাইন : আমাদের করণীয়, আত-তাহরীক, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃঃ ২৪-২৬।
৪৭. প্রথম আলো, ১৪ই জুলাই'১৯, পৃঃ ১ ও ৪।
৪৮. ঐ, ২৫শে জুলাই'১৯, পৃঃ ১ ও ৪।
৪৯. আত-তাহরীক, আগষ্ট ২০১২, পৃঃ ৮।
৫০. দুটি ওষুধে ইয়াবার উপাদান, কালের কণ্ঠ, ১০ই নভেম্বর'১৯, পৃঃ ২০ ও ৮।
৫১. https://www.bbc.com/bengali/news50293766?SThis FB&fbclid=IwAR03hMOBwlP78eKhe8gjwxluGvN4ieoSDPLlEoKgn_ZzJzzLZJqsdZKuDA
৫২. ড. এ কে এম হুমায়ুন কবির, সব 'মোটাতাজা' গরু মোটাতাজা নয়, প্রথম আলো, ২১শে জুলাই'১৯, পৃঃ ১১।
৫৩. বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৪শে ডিসেম্বর'১৯, পৃ. ১ ও ২।
৫৪. যুগান্তর, ১২ই মে'১৯।

সারকথা হ'ল, আমরা প্রতিনিয়ত যেসব খাদ্য খাচ্ছি তার অর্ধেকই ভেজাল। শিশু খাদ্য থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা পণ্যে ভেজাল। ভেজালের ভিড়ে আসলটা চেনাই দুষ্কর। বহু পূর্বে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য রচিত **'ভেজাল'** কবিতাটি যেন আমাদের বর্তমান অবস্থার সাথে পুরোপুরি যায়। তাঁর ভাষায়,

ভেজাল, ভেজাল, ভেজাল রে ভাই, ভেজাল সারা দেশটায়,
ভেজাল ছাড়া খাঁটি জিনিস মিলবে নাকো চেষ্টায়!
ভেজাল তেল আর ভেজাল চাল, ভেজাল ঘি আর ময়দা,
'কৌন ছোড়ে গা ভেজাল ভেইয়া, ভেজালসে হায় ফয়দা'।
ভেজাল পোষাক, ভেজাল খাবার, ভেজাল লোকের ভাবনা,
ভেজালেরই রাজত্ব এ পাটনা থেকে পাবনা।
ভেজাল কথা-বাংলাতে ইংরেজী ভেজাল চলছে,
ভেজাল দেওয়া সত্যি কথা লোকেরা আজ বলছে।
'খাঁটি জিনিস' এই কথাটা রেখো না আর চিত্তে,
'ভেজাল' নামটা খাঁটি কেবল আর সকলই মিথ্যে।
কলিতে ভাই 'ভেজাল' সত্য ভেজাল ছাড়া গতি নেই,
ছড়াটাতেও ভেজাল দিলাম, ভেজাল দিলে ক্ষতি নেই'॥[৫৫]

ভেজাল প্রতিরোধে করণীয় :

১. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 'মা'রূফ' বা সুনীতির প্রতিষ্ঠা এবং 'মুনকার' বা দুর্নীতির প্রতিরোধ করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। অর্থনীতিতে সুনীতি প্রতিষ্ঠার অর্থ হচ্ছে যাবতীয় উপায়ে ইনছাফভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলা। আর দুর্নীতি প্রতিরোধের অর্থ হচ্ছে সব ধরনের অর্থনৈতিক দুর্নীতি ও শোষণের পথ রুদ্ধ করা। এলক্ষ্যে রাষ্ট্র যে কোন ধরনের আইন রচনা করতে পারে। আর সেই আইন প্রয়োগ করে ভেজাল প্রতিরোধ করতে পারে দৃঢ়হস্তে।

২. খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণ এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর খাদ্যসামগ্রী বিপণন রোধে স্থাপিত 'বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত'-কে সক্রিয় ও কার্যকর করতে হবে।[৫৬]

৩. খাদ্যে ভেজালের সর্বোচ্চ শাস্তি ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা ও ৩ বছর কারাদণ্ডের বিধান[৫৭] যথাযথভাবে প্রয়োগ করে খাদ্যে ভেজাল রোধ করা যেতে পারে। প্রয়োজনে অবস্থা বিবেচনা করে জরিমানা ও শাস্তির মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে। এমনকি ভেজাল প্রদানের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডও দেয়া যেতে পারে। গোটা বিশ্বে শিশু-খাদ্যে ভেজালকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। সুতরাং শিশুরা যেহেতু জাতির ভবিষ্যত সেহেতু তাদের খাদ্যে ভেজাল প্রদানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে এবং তা প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। উল্লেখ্য যে, প্রতি বছর ভেজাল খাবার খেয়ে দেশের ১০ শতাংশ শিশু মারা যায়।[৫৮]

৪. 'বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এণ্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন' (বিএসটিআই)-এর দায়িত্ব হচ্ছে খাদ্যসহ বিভিন্ন পণ্যের মান নিশ্চিতকরণ। খাদ্যসহ অন্যান্য পণ্যে ভেজাল রোধের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটিকে ঢেলে সাজিয়ে প্রয়োজনীয় লোকবল দিয়ে একে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে, যাতে তা সকল পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণে সমর্থ্য হয়। তবে সর্ষের মধ্যে যেন ভূত না থাকে সেজন্য গোয়েন্দা নযরদারী বাড়াতে হবে।

৫. শুধু দেশে উৎপাদিত পণ্য নয়, বিদেশ থেকে আমদানীকৃত পণ্য স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্মত কি-না তা পরীক্ষা করার জন্য উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় আমদানীকৃত পণ্য খালাসের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া দরকার। ভেজাল ও মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্য যাতে কোনভাবেই দেশে ঢুকতে না পারে সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে।

৬. কোন প্রতিষ্ঠান পণ্যে ভেজাল প্রদান করছে প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ বা সীল করে দিতে হবে। সাথে সাথে তা মিডিয়ায় ফলাও করে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে কেউ ভেজাল সন্ত্রাস করার দুঃসাহস না দেখায়।

৭. অধুনা মানুষ সাধারণতঃ ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় পণ্যের বিজ্ঞাপন দেখে তা কিনতে প্রলুব্ধ হয়। সুতরাং ভেজাল প্রতিরোধের জন্য এসব মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মান যাচাই-বাছাই না করে বিজ্ঞাপন প্রচার নিষিদ্ধ করতে হবে।

৮. বাজারে প্রচলিত কোন কোন খাবারে কোন কোন ক্ষতিকারক উপাদান ভেজাল দেয়া হচ্ছে এবং নির্ভেজাল খাদ্য কোনগুলো এবং সেগুলো কোথায় পাওয়া যায় এ বিষয়ে একটা গাইডবুক প্রণয়ন করা যেতে পারে। এতে প্রতিটি খাদ্যসামগ্রী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতামত থাকলে তাতে ক্রেতা সাধারণ উপকৃত হবে।

৯. ক্রেতারা যাতে ভেজাল পণ্য সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে পারে সেজন্য একটি 'ইনফরমেশন সেল' গঠন করতে হবে।

১০. ঔষধে ভেজালের ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। কোনক্রমেই যেন ভেজাল ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ বাজারে ব্যবসায়ীরা চালান না দিতে পারে সেদিক সুতীক্ষ্ণ নযর রাখতে হবে। প্রয়োজনে ভেজাল ও নকল ঔষধ তৈরীকারী কোম্পানী বন্ধ করে দিতে হবে।

১১. 'মোবাইল কোর্ট' বা ভ্রাম্যমাণ আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এর কার্যক্রম সবসময় চালু রাখার জন্য দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী হাতে নিতে হবে। রাজধানী থেকে শুরু করে উপযেলা পর্যন্ত এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ভ্রাম্যমাণ আদালত প্রতিষ্ঠায় শারঈ কোন বাধা নেই। ইমাম বুখারী (রহঃ) এর প্রমাণে তাঁর ছহীহ বুখারীর 'আহকাম' অধ্যায়ে بَاب الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِى الطَّرِيقِ 'রাস্তায় বিচারকার্য সম্পাদন ও ফৎওয়া দান' মর্মে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। এরপর তিনি উল্লেখ করেছেন, وَقَضَى يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِى الطَّرِيقِ وَقَضَى الشَّعْبِىُّ عَلَى بَابِ دَارِهِ 'ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়া'মার

---

৫৫. সুকান্ত রচনা সমগ্র, মুহাম্মদ জমির হোসেন সম্পাদিত (ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন, ১ম প্রকাশ, জুলাই ২০১২), পৃ. ১৪৪।
৫৬. দ্রঃ নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩, দশম অধ্যায়, ধারা ৬৪, পৃঃ ৮৮৫৭।
৫৭. ঐ, পৃঃ ৮৮৬৫ দ্রঃ।
৫৮. প্রথম আলো, ১৯ নভেম্বর'১৯।

রাস্তায় বিচারকার্য সম্পাদন করেছেন এবং শা'বী তাঁর বাড়ীর দরজায় বিচার করেছেন'। অতঃপর তিনি আনাস বিন মালেক (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন।[৫৯]

১২. খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য পণ্যে বাস্তবিকই ভেজাল দেয়া হয়েছে কি-না বা তাতে ক্ষতিকারক কোন উপাদান মিশিয়েছে কি-না, তা নির্ণয়ের জন্য প্রত্যেক মোবাইল কোর্টের সাথে অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান ও প্রয়োজনীয় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি থাকতে হবে।

১৩. প্যাকেটজাত তেল, ঘি, চিনি, আটা, ময়দা, মসলা, বোতলজাত পানীয় ইত্যাদিতে ভেজালের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হোটেল, রেস্তোরাঁ, ফাস্টফুডের দোকান ও বিপণী কেন্দ্রগুলোর মালিকদের বদলে পণ্য উৎপাদকে শাস্তি দিতে হবে।

১৪. কোন প্রতিষ্ঠান, উৎপাদক, পরিবেশক যেন অযথা হয়রানির শিকার না হন সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১৫. ব্যবসায়ীরা বাজারে যাতে পচা মুরগী, পচা ডিম, পচা মাছ এবং এক গোশতের নাম করে আরেক গোশত চালিয়ে দিতে না পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৬. প্রত্যেক পাড়া-মহল্লায় ও ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে জনগণ 'ভেজাল প্রতিরোধ কমিটি গঠন' করে ভেজালের বিরুদ্ধে স্থানীয়ভাবে জনমত গড়ে তুলতে পারে। সাধারণ মানুষ ভেজালের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেই ভেজাল প্রদানকারীরা ভেজাল পণ্য বিপণন করতে সাহস পাবে না।

১৭. সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ভেজাল সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি পাঠ্যসূচীভুক্ত করা যেতে পারে। তাছাড়া সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, সভা-সমাবেশ, জুম'আর খুৎবা ও ওয়ায -মাহফিলে এ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে।

১৮. সকল রাজনৈতিক, সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মসূচীতে ভেজাল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

১৯. ভেজালমুক্ত পণ্য উৎপাদক ও পরিবেশকদেরকে বছরান্তে সরকারীভাবে পুরস্কৃত করতে হবে এবং মিডিয়ায় তা ফলাও করে প্রচার করতে হবে।

২০. নির্ভেজাল পণ্য উৎপাদনের জন্য উৎপাদকদেরকে সরকারীভাবে অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

২১. বাজারে কোন পণ্যে ভেজাল দেয়া হচ্ছে কি-না তা তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে। ইসলামী শাসনামলে 'মুহতাসিব' এ দায়িত্ব পালন করতেন। মোল্লা আলী কারী হানাফী (রহঃ) মিশকাতের ২৮৬০ নং হাদীছের (فَوْقَ الطَّعَامِ) فِيهِ إِيذَانٌ بِأَنَّ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ এর ব্যাখ্যায় বলেন, لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَمْتَحِنَ بَضَائِعَ السُّوقَةِ لِيَعْرِفَ الْمُشْتَمِلَ مِنْهَا عَلَى الْغِشِّ مِنْ غَيْرِهِ. 'এখানে নির্দেশ রয়েছে যে, মুহতাসিবকে জনসাধারণের পণ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। যাতে তিনি ভেজাল ও খাঁটি পণ্য চিনতে পারেন'।[৬০]

২২. দেশের কৃষি বিজ্ঞানীদের এমন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, যা বিষ মুক্তভাবে শস্য ও ফলমূল সংরক্ষণে সহায়ক হবে।

২৩. চাষী ও ব্যবসায়ীদেরকে আল্লাহ্র উপরে ঈমান বৃদ্ধি ও তাক্বদীরে বিশ্বাসী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং তাদেরকে হালাল রূযী গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করতে হবে।[৬১]

২৪. সর্বোপরি সাধারণ ভোক্তা বা জনগণকে সাধ্যপক্ষে ভেজাল খাদ্য ও পণ্য বর্জন করতে হবে, তাহলে ভেজালের কবল থেকে দেশ ও জাতি রক্ষা পেতে পারে।

উপসংহার :

মুনাফাখোরী, মজুদদারী, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও ভেজাল অক্টোপাসের ন্যায় আমাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। মজুদদার সিণ্ডিকেটের কারসাজিতে দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়া ছুটছে তো ছুটছেই। অন্যদিকে ভেজালের জয়জয়কার চলছে সর্বত্র। এমন কোন খাদ্য নেই যাতে ভেজাল দেয়া হচ্ছে না। ভেজালের সমুদ্রে যেন আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। ইসলামে এ ধরনের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ হ'লেও একশ্রেণীর দুনিয়াদার মুনাফাখোর ব্যবসায়ী অত্যধিক মুনাফার নেশায় বুঁদ হয়ে তা করে যাচ্ছে দিব্যি। তারা হালাল-হারামের কোন তোয়াক্কা করছে না। এ যেন কিয়ামতের পূর্বলক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لاَ يُبَالِى الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ 'মানুষের নিকট এমন এক যুগ আসবে, যখন সে পরোয়া করবে না যে, সে কোথা হতে সম্পদ উপার্জন করল, হালাল হতে না হারাম হতে'।[৬২]

আজকে মানুষের মধ্যে বড় অভাব তাক্বওয়ার। নৈতিক চেতনা তাদের মাঝে শূন্যের কোঠায়। সুতরাং ব্যবসায়ীদের মাঝে আল্লাহভীতি ও পরকালে প্রবল প্রতাপান্বিত প্রভুর কাছে জবাবদিহিতার মানসিকতা গড়ে না উঠলে এসব অর্থনৈতিক দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সুদূরপরাহত।

রাসূল (ছাঃ) তদানীন্তন অসভ্য-বর্বর জাহেলী সমাজের লোকদের মাঝে এমন নৈতিক বিপ্লবের আবহ সৃষ্টি করেছিলেন, যার ছোঁয়ায় অল্পদিনের ব্যবধানে মানুষগুলো সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিল। ভীতু সারমেয়-এর মত লেজ গুটিয়ে পালিয়েছিল যতসব অন্যায়-অকর্ম। আজো সমাজে যদি সেই আবহ ফিরিয়ে আনা যায়, তাহলে উল্লেখিত অপকর্মগুলো মূলোৎপাটিত হবে। দেশ-জাতি ও মানবতা রক্ষা পাবে মজুদদার-মুনাফাখোরদের কবল থেকে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে পিষ্ট হবে না সাধারণ জনগণ। ভেজালের বিষাক্ত ছোবলে জর্জরিত হবে না কেউ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন!!

---

৫৯. বুখারী হা/৭১৫৩।

৬০. মিরকাতুল মাফাতীহ ৫/১৯৩৫।

৬১. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, খাদ্যে ও ঔষধে ভেজাল, আত-তাহরীক, আগষ্ট'১২, পৃঃ ১১।

৬২. বুখারী হা/২০৫৯।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

ছাদাক্বার মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা

একবার একজন ভদ্র মহিলা কিডনী প্রদাহে আক্রান্ত হ'লেন। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসা করালেন। কিন্তু কোনভাবেই নিরাময় সম্ভব হচ্ছিল না। কিডনী প্রতিস্থাপন ব্যতীত কোন উপায় নেই বলে ডাক্তাররা জানালেন। তিনি ছিলেন ধনী মহিলা। তাই তিনি পাঁচ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এক দৈনিক পত্রিকায় কিডনী কেনার জন্য বিজ্ঞাপন দিলেন। খবরটি বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ল। পরের দিন এক গরীব মহিলা বিজ্ঞাপনে প্রদত্ত ঠিকানা অনুযায়ী হাসপাতালে আসলেন এবং পাঁচ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তার কিডনী বিক্রি করতে রাযী হ'লেন। ডাক্তার তার কিডনী পরীক্ষা করে দেখলেন তার কিডনী ভালো আছে।

যেদিন কিডনী প্রতিস্থাপন করা হবে, সেদিন অসুস্থ ভদ্র মহিলাটি সেই কিডনী দাতা মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেন। এসে দেখলেন তিনি কান্নাকাটি করছেন। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কাঁদছেন কেন? কিডনী দিলে কি আপনার কোন সমস্যা হবে? নাকি কেউ আপনাকে নিষেধ করেছে? মহিলাটি বলল, কেউ আমাকে নিষেধ করেনি; আমি স্বেচ্ছায় কিডনী বিক্রি করছি। কারণ আমার অসহায় সন্তানদের জন্য এ অর্থের খুবই প্রয়োজন। কিন্তু কিডনী দানের পরে যদি আমার কিছু হয়, তাহলে আমার ইয়াতীম সন্তানদের দেখাশুনা কে করবে? তারা কার কাছে আশ্রয় নেবে? এটাই আমার চিন্তার কারণ। এ কথা বলতে বলতে তিনি আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তার অবস্থা দেখে অসুস্থ মহিলাটি কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর শান্তভাবে বললেন, চিন্তা করবেন না বোন! আপনাকে কিডনী দিতে হবে না। কিডনী বিক্রি করে আপনি যত টাকা পেতেন, সেই পরিমাণ টাকা আমি আপনাকে দিয়ে দিব। বিনিময়ে আমাকে কোন কিছু দিতে হবে না। গরীব মহিলাটি যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কান্নার পরিবর্তে তার চোখে আনন্দাশ্রু দেখা দিল। মুখে ফুটে উঠলো আনন্দের দ্বীপ্ত রেখা। অসুস্থ বোনের প্রতি তিনি অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং তার সুস্থতার জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রাণ খুলে দো'আ করলেন।

অসুস্থ মহিলাটি হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেন। তারপর কিছুটা যেন সুস্থতা বোধ করতে লাগলেন। কিছু দিন এভাবেই যাওয়ার পর একদিন তিনি হাসপাতালে গেলেন এবং কিডনী চেক আপ করালেন। কিন্তু এবারের রিপোর্ট দেখে ডাক্তাররা হতবাক হয়ে গেলেন। কি বিস্ময়কর! আপনার কিডনীতে তো রোগের কোন চিহ্ন নেই। এতো একদম সুস্থ। এটা কিভাবে সম্ভব হ'ল?

মহিলাটি বললেন, হ্যাঁ সম্ভবতঃ আল্লাহ আমাকে স্বীয় অনুগ্রহেই সুস্থতা দান করেছেন। মহিলাটি বুকভরে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সেই হাদীছটি তার মনের গহীনে বার বার অনুরণিত হ'তে লাগল। যেখানে তিনি বলেছেন, دَاوُوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ 'তোমরা ছাদাক্বার মাধ্যমে তোমাদের রোগীদের প্রতিষেধকের ব্যবস্থা কর' *(ছহীহুল জামে' হা/৩৩৫৮; সনদ হাসান)*।

তিনি আরো বলেন, مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، 'যে ব্যক্তি কোন অসচ্ছল ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তার সাথে সহজ ব্যবহার করবেন' *(ইবনু মাজাহ হা/২৪১৭, সনদ ছহীহ)*।

আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَا أَنْفَقُوْا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، 'যারা আল্লাহ্র পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, অতঃপর যা ব্যয় করেছে, তার পিছনে খোঁটা দেয় না এবং কোন কষ্টও দেয় না, তাদের জন্য তাদের রবের নিকটে প্রতিদান রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৬২)*।

> রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,
> **دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ**
> **'তোমরা ছাদাক্বার মাধ্যমে তোমাদের রোগীদের প্রতিষেধকের ব্যবস্থা কর।'**
> *(ত্বাবারাণী, ছহীহুল জামে' হা/৩৩৫৮, সনদ হাসান)*।

বিশিষ্ট বিদ্বান আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হি.)-এর নিকটে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন যে, গত ৭ বছর যাবৎ আমার হাঁটুতে একটি ফোঁড়া উঠে খুব কষ্ট দিচ্ছে। এ পর্যন্ত অনেক ডাক্তারের নিকটে বিভিন্ন চিকিৎসা গ্রহণ করেছি। কিন্তু কোন উপকার পাইনি। এখন আমি কি করতে পারি? আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বললেন, তুমি অমুক স্থানে একটা কুপ খনন কর। পানির জন্য সেখানকার মানুষ খুব কষ্ট পাচ্ছে। আশা করি ফোঁড়াটির মূল অংশ বের হয়ে যাবে এবং রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে। অতঃপর লোকটি তাই করল এবং আল্লাহ্র রহমতে সে আরোগ্য লাভ করল *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান ৫/৬৯; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৩৮৩)*।

পরিশেষে বলব, দান-ছাদাক্বা করলে পরকালে যেমন ছওয়াব মিলবে, ইহকালেও তেমনি উপকার পাওয়া যাবে। তাই সাধ্যপক্ষে আমাদের সকলকে দান-ছাদাক্বা করা উচিত। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

লো কার্বডায়েটের ভালো-মন্দ

লো কার্বডায়েট মানে যে খাদ্যতালিকায় খুব কম কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা থাকে। বিগত কয়েক দশক ধরে এই ডায়েট বেশ জনপ্রিয়। এতে কার্বোহাইড্রেট কম এবং প্রোটিন বেশী থাকে। এ ধরনের খাদ্যতালিকায় সাধারণত গোশত, মাছ, ডিম, বাদাম, বীজ, শাক-সবজি, ফল এবং স্বাস্থ্যকর ফ্যাট বেশী থাকে।

কিটোজেনিক ডায়েট : খুব কম শর্করা, উচ্চ ফ্যাটযুক্ত ডায়েট হ'ল কিটো ডায়েট। শরীরের অতিরিক্ত চর্বি কমাতে এই খাদ্যতালিকা বেশ জনপ্রিয়। এটি ওযন ও ক্ষুধা কমায়। কিটোডায়েটে কার্বোহাইড্রেট ৫০ গ্রামের কম থাকে, কখনো ২০-৩০ গ্রামও থাকতে পারে।

জিরো কার্ব : কিছু লোক তাঁদের ডায়েট থেকে সব শর্করা বাদ দিতে চান। এতে সাধারণত প্রাণিজ খাবার অন্তর্ভুক্ত থাকে। জিরো কার্বডায়েটে ভিটামিন সি ও ফাইবারের মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টির ঘাটতি হয়। এ কারণে এটি স্বাস্থ্যের জন্য ততটা ভালো নয়।

লো কার্বডায়েটে যাওয়ার আগে কিছু বিষয়ে সতর্ক হ'তে হবে : উচ্চ রক্তচাপ বা কিডনীর সমস্যা থাকলে কোন ডায়েটিশিয়ানের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

• কার্বোহাইড্রেট হ'ল প্রাথমিক জ্বালানী, যা পেশি ও মস্তিষ্কের শক্তি জোগায়। লো কার্বডায়েটে পেশির দুর্বলতা, বিভ্রান্তি, মাথা ঘোরা, ক্লান্তি, অমনোযোগিতা এবং পানিশূন্যতা দেখা দিতে পারে। খেলাধুলা বা কায়িক পরিশ্রম বেশী করা ব্যক্তিদের এ ধরনের ডায়েট অনুসরণ করা উচিত নয়।

• কম কার্বোহাইড্রেটের ডায়েট গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানের সময়, শৈশবকালে বা প্রাক্-কৈশোর বয়সের জন্য উপযুক্ত নয়।

• শরীরে কার্বোহাইড্রেটের ঘাটতি হ'লে কিটোসিস হ'তে পারে। কার্বোহাইড্রেটের অভাব হ'লে শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্লুকোজ (শক্তি) থাকে না। ফলে শরীর ফ্যাট বার্ন করতে শুরু করে। যখন ফ্যাট বেশী বিপাক হয়, তখন যকৃৎ কিটোন নামের এক ধরনের অম্ল তৈরি করে। অতিরিক্ত মাত্রায় কিটোন তৈরি হ'লে শরীরে সোডিয়াম ও পানির ঘাটতি দেখা দেয়। একে বলে কিটোসিস। এ সমস্যায় ক্লান্তি ও শক্তিহীনতা দেখা দিতে পারে। সতর্ক না থাকলে তা জটিল আকার ধারণও করতে পারে।

শীতে পা ফাটার সমস্যা

শীত এলেই অনেকেরই পা ফাটা শুরু হয়। শীতকালে আবহাওয়া শুষ্ক ও রুক্ষ হয়ে ওঠে, বাতাসের আর্দ্রতা কমে যায়। এ কারণে ত্বক শুষ্ক হয়ে ফেটে যায়। কখনো পা এত বেশী ফেটে যায় যে ব্যথা বা জ্বালা করে, ক্ষত হয়, ফাটা ত্বক দিয়ে রক্তপাত হয়। ফাটা ত্বকে জীবাণুর সংক্রমণও হ'তে পারে।

কারও কারও ক্ষেত্রে শীতে পা ফাটার সুনির্দিষ্ট কারণ থাকে। যেমন সোরিয়াসিসের রোগীদের পা ফাটা শীতকালে বেড়ে যায়। ডায়াবেটিস, বিশেষ করে ডায়াবেটিসজনিত স্নায়ু জটিলতায় পায়ে রক্ত চলাচল কমে যায়। নিউরোপ্যাথি বা স্নায়ুরোগেও ত্বক বেশী শুষ্ক হয়। থাইরয়েডের রোগীদেরও এমনটা বেশী হয়।

এসব কোন কারণ না থাকলে সাধারণ কিছু যত্নেই পা ফাটা রোধ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে প্রধান কাজ হ'ল পায়ের ত্বক শুষ্ক হ'তে না দেওয়া। তাই ময়েশ্চারাইজার লাগাতে হবে। কুসুম গরম পানি ও হালকা সাবান দিয়ে পা ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিন। তারপর তোয়ালের সাহায্যে চাপ দিয়ে শুকিয়ে ভালো করে ময়েশ্চারাইজার লাগান। প্রয়োজনে দিনে দু'তিনবার এটা করা লাগতে পারে। গোসল করার পর একবার পায়ে ভালো করে ময়েশ্চারাইজার লাগান। সাদা পেট্রোলিয়াম জেলি, ল্যাকটিক অ্যাসিড, লিকুইড প্যারাফিনযুক্ত ময়েশ্চারাইজার এক্ষেত্রে ভালো কাজ করে। এর সাথে লেবুর রস মিশিয়ে নিলে আরো দ্রুত কাজ করে। এছাড়া পা পরিষ্কার করতে হালকা স্ক্রাবার ব্যবহার করা যায়। এতে মরা ত্বক ও টিস্যু উঠে আসবে। তবে খুব জোরে বা শক্ত কিছু, যেমন পাথর দিয়ে ঘষা যাবে না। এতে ত্বক ক্ষত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

এছাড়া কয়েকটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন ঘরোয়া পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে পায়ের ফাটা গোড়ালির সমস্যা থেকে সহজেই রেহাই পাওয়া যেতে পারে। যেমন-

নারকেল ও কলার ফুট মাস্ক :

পা ফাটার সমস্যা মারাত্মক পর্যায়ে চলে গেলে এই ফুট মাস্কটি ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। সমস্যার সমাধান হবে খুব দ্রুত।

উপকরণ : টুকরো করে কাটা কলা, লম্বা করে কাটা ৩-৪ টুকরো নারকেল।

পদ্ধতি : একটি কলা টুকরো করে নিয়ে এর সঙ্গে টাটকা ৩-৪ টুকরো নারকেল একসঙ্গে ব্লেন্ডারে দিয়ে ব্লেন্ড করে নিন বা ভাল করে বেটে নিন। এরপর এটি পায়ের ফাটা জায়গায় ভাল করে লাগিয়ে নিন। প্যাক শুকিয়ে গেলে সামান্য উষ্ণ গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। যদি হাতের কাছে নারকেল নাও পান তবে একটি কলা চটকে নিয়ে তাতে ২-৩ চামচ নারকেল তেল দিয়ে মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করেও লাগাতে পারেন।

চাল বাটা ও তেল :

পা ফাটার সমস্যার সমাধানে সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি হচ্ছে প্রাকৃতিক স্ক্রাবার ব্যবহার। ঘরোয়াভাবে তৈরি এই স্ক্রাবটি প্রতিদিন ব্যবহার করে খুব দ্রুত পা ফাটার সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

উপকরণ : ২-৩ চামচ চাল, অলিভ অয়েল, সাদা ভিনেগার ও মধু।

পদ্ধতি : প্রথমে চাল একটু ভিজিয়ে রেখে ভাল করে বেটে নিন। খুব মিহি করে বাটবেন না। এরপর এর সঙ্গে ৩ চামচ ভিনেগার আর ২ চামচ মধু দিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করুন।

এবার একটি বড় পাত্রে সামান্য উষ্ণ গরম পানিতে ১০-১৫ মিনিট পা ভিজিয়ে রাখুন। এরপর ভেজা পায়ে ঘন পেস্টটি ভাল করে মালিশ করুন। মালিশ করার পর ১০ মিনিট রেখে দিন। এরপর সামান্য উষ্ণ গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ভাল করে পা মুছে নিন। এরপর সামান্য অলিভ অয়েল গরম করে নিয়ে পায়ে মালিশ করুন। সপ্তাহে ২-৩ বার এই প্যাক ব্যবহার করলে পা ফাটায় দ্রুত ভাল ফল পাবেন।

গ্লিসারিন ও গোলাপ পানির ফুট মাস্ক :

ফাটা গোড়ালি সমস্যায় প্রাথমিক পর্যায়ে এই ফুট মাস্ক ব্যবহার করে দ্রুত উপকার পাওয়া যেতে পারে।

উপকরণ : লবণ, লেবুর রস, গ্লিসারিন, গোলাপ পানি ও সামান্য উষ্ণ পানি।

পদ্ধতি : একটি বড় পাত্রে ২ লিটার সামান্য উষ্ণ গরম পানি নিয়ে তাতে ১ চামচ লবণ, ১টি গোটা লেবুর রস, ১ কাপ গোলাপ পানি দিয়ে এতে অন্তত ১০-১৫ মিনিট পা ভিজিয়ে রাখুন। এরপর খসখসে কিছু একটা দিয়ে যেমন, পেডিকিউরের পিউমিস স্টোন দিয়ে পায়ের গোড়ালি ভাল করে ঘষে শক্ত, মোটা ও মরা চামড়া তুলে পা ধুয়ে ফেলুন। এরপর ১ চামচ লেবুর রস, ১ চামচ গ্লিসারিন ও ১ চামচ গোলাপ পানি মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করে পায়ে লাগান। এভাবে সারা রাত রেখে দিন। সকালে উঠে সামান্য উষ্ণ গরম পানি দিয়ে পা ভাল করে ধুয়ে ফেলুন।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

প্রার্থনা

মুহাম্মাদ আতিয়ার রহমান
মাদরা, সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

'দু'হাত তুলে আল্লাহ্র কাছে জানাই আকুল প্রার্থনা,
যুলুমবাজের চরণ তলে আমরা মুসলিম থাকবো না।
যুলুমবাজের যুলুম আল্লাহ শেষ করে দাও বিশ্বতে,
মযলূম হয়ে থাকবে না কেউ রইবে না আর নিঃস্বতে।
নারী-শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তুলছে মাতম কান্নারোল,
মা-বোনেদের হারিয়ে গেছে বুকের ভাষা মুখের বোল।
সতীত্ব আর ইয্যত তারা রইছে রত লুণ্ঠনে,
হাহাকার আর কান্না শুনি আজ ধরণীর সবখানে।
বসনিয়া, চেচনিয়া আর আফগানিস্তান, ফিলিস্তীন,
ইরাকের সব যমীন জুড়ে গণকবর তাহার চিন।
শির নোয়ালে তাদের পায়ে দানবে তারা বহুত ঢের,
আল্লাহ ছাড়া 'মানুষ আল্লাহ' মানতে বলে মুসলিমদের।
তাই আজকে করজোড়ে যাচঞা মোদের তব দরবারে,
শক্তি-সাহস দাও বাহুবল ভাসবো না আর চোখের নীরে।
ভাইয়ে ভাইয়ে এক করে দাও থাকবো না আর দ্বিমনা,
লড়বে সবাই গড়তে জাতি পৃথক হয়ে থাকবো না।
বাহুতে দাও শক্তি-সাহস, অর্থ দাও আর অস্ত্র বল,
বিশ্ব মুসলিম এক করে দাও থাকবো না আর দলবদল।
তোমার নিশান রাখতে উঁচু শক্তি-সাহস চাচ্ছি তাই,
তোমার মদদ পাইলে আবার জ্বালবো আলো বিশ্বময়।
মুসলিমদের আজ দাও তুমি দাও শক্তি-সাহস ভক্তি ঢের,
চমকে উঠুক বিশ্ব আবার নিঃস্বতে নয় ভয় কিসের?
তারিক, খালিদ, আলী হায়দার পাঠাও আবার এই ভবে,
আযাযীলের কলজে কাঁপন হোক শুরু হোক ফের তবে!
হে আল্লাহ, হে দয়াময়! কবুল করো প্রার্থনা,
এক ইলাহের উচ্চ নিশান ঊর্ধ্বে উঠুক এ বন্দনা।

আত-তাহরীক

ইসহাক হুসাইন
সহকারী শিক্ষক, মাদরা প্রাথঃ বিদ্যালয়
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

আল্লাহকে পেতে হ'লে,
রাসূলকে করতে হবে অনুসরণ।
তরুণ-তরুণী আজি হয়েছে উদগ্রীব,
করতে ছহীহ হাদীছের স্বরূপ উদ্ঘাটন।
তাওহীদের আলোকবর্তিকা নিয়ে হাতে,
দেশ-বিদেশে হয়েছ তুমি বাহির।
হরিণ শাবকের ন্যায় চলেছ ছুটে,
ছহীহ হাদীছের বাণী করতে যাহির।
রিজাল শাস্ত্র ঢুঁড়ে করেছ বাহির
ছহীহ হাদীছের অমূল্য রতন।
কলমী জিহাদই হবে একদিন বিজয়ী
যবে মুসলিম জাতি হবে সচেতন।

দাও প্রভু ফের

এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

ইসলামী সংস্কৃতি আজ ভাসমান মেঘের মতো ভেসে বেড়ায়
অনৈসলামী অপসংস্কৃতি তাই জগৎ জুড়ে হেসে খেলায়,
মুসলমানরা বিচ্ছিন্ন আজ তারা সব ঐক্যহীন,
তাই ইহুদী নাছারা অমুসলিমদের হচ্ছে বিজয় দিন দিন।
ইসলাম থেকে আজ আমরা ছিটকে পড়েছি বহু দূর..
চারদিকে তাই মুসলিম নিধনের বেদনা বিধুর সুর।
ইসলাম সবার কাছে বড় তুচ্ছ বর্তমান এ সময়,
অশান্তি তাই ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বময়।
আমার ভাইয়ের লাশের গন্ধে আজ আকাশ বাতাস বিষাক্ত,
কেউ রাখে না খবর ওদের, সবাই নীরব নিতান্ত।
চীন, আফগান, ইরাক ফিলিস্তীনে আমার ভাইয়ের রক্তলাল
বীর খালিদের বীর সেনারা কিসের জন্য ভেড়ার পাল?
হায়েনার দল নানা বাহানায় নিচ্ছে কেড়ে মোদের প্রাণ,
আমার ভাইয়ের তাজা রক্ত দিয়ে করছে ওরা নিত্য স্নান।
নিচ্ছে লুটে যাচ্ছে ছুটে মুসলমানদের স্বাধীন দেশ,
জন্মভূমি স্বর্গ তুমি দাও প্রভু ফের সিংহের বেশ।
দাও বাহুতে আলীর শক্তি ওমরের খোলা তরবারি,
নত হবে না শির, মোরা বীর জয়ী হব তোমার নাম ধরি।

ছালাত

মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
ভাটপাড়া, সাতক্ষীরা।

চল মুমিন ভাই ছালাত আদায় করতে যাই
ছালাত বিনে পাবে নাতো পরকালে ঠাঁই।
পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত যদি কায়েম করতে পারো
পবিত্র হবে দৈনিক পাঁচবার গোসল করার মত।
ছালাত ছাড়া মুসলমানের নেই কোন উপায়
পরকালে প্রথম প্রশ্ন হবে ছালাতের জানিবে নিশ্চয়।
ছালাত পড়ে রবের সন্তুষ্টি যদি করতে চাও অর্জন
অন্যায়-অশ্লীল নোংরা কর্ম করতে হবে বর্জন।
ছালাত আদায় করো দিনে রাতে দৈনিক পাঁচবার
যদি পারো তাহাজ্জুদ পড় শেষরাতে একবার।
সতের রাক'আত ফরয ছালাত বার রাক'আত নফল
যদি আদায় করতে পারো পরকালে হবে সফল।
ছালাত আদায়ে পবিত্র করে তোমার দেহ মন
পরকালে জান্নাত পেয়ে হবে ভাগ্যবান।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (সীরাত বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. ১ বার। বিদায় হজ্জ ১০ম হিজরী।
২. ১ লক্ষ ২৪/৩০ হাযার। ৩. নয়টি রামাযান।
৪. ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার, ১১ হিজরী।
৫. ৬৩ বছর।
৬. তাঁর নিজ গৃহে তথা আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহে।
৭. নির্দিষ্ট কোন ইমাম ছিল না। এককভাবে ১০ জন করে লোক আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহে প্রবেশ করে জানাযা পড়েন।
৮. ৯ জন। ৯. খাদীজা (রাঃ)।
১০. খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ (মৃত্যু রামাযান ১০ম নববী বর্ষ) ও যয়নাব বিনতে খুযায়মা (মৃত্যু ৩ হি.)।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানব দেহ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. লেকরিমাল গ্রন্থি থেকে। ২. ১২৫ মিটার।
৩. ০.৪ সেকেন্ড। ৪. কিডনী।
৫. কিডনীতে। ৬. থাইরক্সিন।
৭. রেটিনা। ৮. পেপসিন।
৯. টিস্প্যানিক পর্দা। ১০. কার্বন।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ক্বিয়ামত বিষয়ক)

১. ক্বিয়ামত কোন দিন সংঘটিত হবে?
২. ক্বিয়ামতের বড় বড় ৩টি নিদর্শন কি কি?
৩.ক্বিয়ামতের দিন হাওয কাওছারের পানি কাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে না?
৪. ক্বিয়ামতের দিন মীযানে কি কি ওযন করা হবে?
৫. ক্বিয়ামতে কাদের গর্দান সবচেয়ে উঁচু হবে?
৬. ক্বিয়ামতে নূরের মিম্বরে কারা উপবেশন করবে?
৭. ক্বিয়ামতের দিন দুনিয়ার ৫০ হাযার বছরের সমান। মুমিনদের জন্য এ দিন কত দিনের সমান হবে?
৮. ক্বিয়ামতে নবী করীম (ছাঃ)-এর শাফা'আত কার জন্য অবধারিত হবে?
৯. ক্বিয়ামতের দিন কি দেখে মুমিনগণ আল্লাহকে চিনতে পেরে সিজদা করবে?
১০. ক্বিয়ামতের দিন সূর্য মানুষের কতটা নিকটবর্তী হবে?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানব দেহ বিষয়ক)

১. যকৃত বা পেশী কোষে অতিরিক্ত গ্লুকোজ জমা থাকে কি রূপে?
২. প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের প্রধান কাজ কি?
৩. কোন হরমোনের অভাবে স্নায়ু ও পেশীর অস্থিরতা বেড়ে যায় ও পেশীর খিচুনী শুরু হয়?
৪. ভয় পেলে গায়ের লোম খাড়া হয় কোন হরমোনের অভাবে?
৫. দাড়ি গোঁফ গজায় কোন হরমোনের জন্য?
৬. জীবন রক্ষাকারী হরমোন কোনটি?
৭. ফসফরাস বেশী থাকে কোন অঙ্গে?
৮. খাদ্যদ্রব্য সবচেয়ে বেশী শোষিত হয় পোস্টিক নালীর কোন অংশে?
৯. প্রতি মিনিটে হৃদপিণ্ডের স্বাভাবিক গড় স্পন্দন কত?
১০. মানুষের করোটিতে কতটি অস্থি থাকে?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বখশী বাজার, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

হড়গ্রাম পূর্ব শেখপাড়া, রাজপাড়া, রাজশাহী ৩রা ডিসেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার রাজপাড়া থানাধীন হড়গ্রাম পূর্ব শেখপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ খালেদ হাসান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সানজিদা খাতূন।

ভূগরইল উত্তরপাড়া, শাহমখদুম, রাজশাহী ৩রা ডিসেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য দুপুর ২-টায় যেলার শাহমখদুম থানাধীন ভূগরইল উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। নগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ বারাকাতুল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি তামান্না খাতূন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ যাকির হোসাইন।

টেমা, মোহনপুর, রাজশাহী ১০ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার মোহনপুর থানাধীন টেমা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ ইবরাহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' নওদাপাড়া মারকায এলাকার সূর্যমুখী শাখার সহ-পরিচালক আব্দুল মতীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আবু তালেব ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মারিয়াম খাতূন।

বনগাঁও, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও ১৮ই ডিসেম্বর বুধবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার হরিপুর থানাধীন বনগাঁও ইসলামিক একাডেমীতে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মীযানুর রহমান।

হাবাসপুর, বাঘা, রাজশাহী ২০শে ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বাঘা থানাধীন হাবাসপুর মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বাঘা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম ও 'সোনামণি' রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার পরিচালক মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম।

শাহপাড়া, রাণীনগর, নওগাঁ ২২শে ডিসেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার রাণীনগর থানাধীন শাহপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ রাশেদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ শু'আইব শাহরিয়ার ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মারিয়াম খাতূন।

বাজেধনেশ্বর, আত্রাই, নওগাঁ ২৪শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৭-টায় যেলার আত্রাই থানাধীন বাজেধনেশ্বর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ আব্দুল মালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ ছিয়াম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আয়েশা আখতার।

মজপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ২৪শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বাগমারা থানাধীন মজপাড়া হাফেযিয়া মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাস্টার সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম ও 'সোনামণি' রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সহ-পরিচালক হাফেয শহীদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ মাহদী হাসান সুমন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আরীফুল ইসলাম।

দক্ষিণ ছয়ঘরিয়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ২৬শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন দক্ষিণ ছয়ঘরিয়া ফছীহুদ্দীন হাফিযিয়া মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানায় 'সোনামণি' গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আওনুল মা'বূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অনুষ্ঠান শেষে হাফেয ওবায়দুল্লাহকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

ব্রজনাথপুর, পাবনা ২৭শে ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন ব্রজনাথপুর মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি' পাবনা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও আল-'আওন-এর সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ সোহরাব আলী, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাসান আলী ও আল-'আওনের সভাপতি ইকবাল হোসাইন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ খালেদ হাসান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মারিয়াম খাতূন।

ধানতৈড়, তানোর, রাজশাহী ১লা জানুয়ারী বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার তানোর থানাধীন ধানতৈড় আহলেহাদীছ মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি মাওলানা যয়নুল আবেদীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান ও মুহাম্মাদ আনারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ ফাহীম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ফারহানা খাতূন।

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

পিইসি ও জেএসসি নয়, খেলার মাঠ চাই

'পেডাগজি' বলে ইংরেজীতে একটা শব্দ আছে, যার মানে হচ্ছে 'শিক্ষা প্রদান' বিষয়ক জ্ঞান ও কৌশল। এ বিষয়ে অনেক বিশেষজ্ঞ আছেন সারা বিশ্বে। তাঁরা নিরন্তর গবেষণা করে যাচ্ছেন কিভাবে শিক্ষা প্রদান করলে ছাত্র-ছাত্রীরা বেশী উপকৃত হবে কিংবা কি উপায়ে তাদের মেধা মূল্যায়ন তথা পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা উচিত ইত্যাদি। ছাত্র-ছাত্রীদের মনস্তত্ত্ব থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য কিংবা ব্যক্তিত্ব সবকিছু নিয়েই এখানে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়।

এসব গবেষণার মাধ্যমেই শিক্ষাসংক্রান্ত নতুন নতুন ধারণার উদ্ভব হচ্ছে। উন্নত বিশ্বে তেমনি একটি পদ্ধতি 'কিন্ডারগার্টেন'। শিক্ষাক্ষেত্রে জার্মান এই শব্দের মূল ধারণা হচ্ছে 'খেলার ছলে শেখানো'। অর্থাৎ ফলের নাম, ফুলের নাম শেখাতে চান, বাগানে নিয়ে যান কিংবা পশুপাখির নাম শেখাতে চিড়িয়াখানায়। উন্নত বিশ্বের প্রায় সব দেশেই আজকাল প্রাথমিক স্তরে কোন প্রথাগত পরীক্ষা হয় না। নেই প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় হওয়ার ইঁদুরদৌড়। যা হয় তা হচ্ছে সার্বিক মূল্যায়ন। শুধু পরীক্ষার নম্বর নয়, তার স্বভাব-চরিত্র, পসন্দ-অপসন্দ, দুর্বলতা-সবলতা, স্বাস্থ্য কিংবা মানসিক পরিপক্কতা এসব কিছু নিয়ে সামগ্রিক মূল্যায়ন।

অথচ আমাদের দেশ চলছে উল্টো পথে। সাবেক শিক্ষামন্ত্রী গত মেয়াদের শাসনামলে ঘটা করে চালু করলেন পিইসি ও জেএসসি নামের দু'টি পরীক্ষা। ঠিক তাদের জন্য, বয়সের সংজ্ঞায় যাদের শিশু হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অতঃপর তিনি ঘোষণা দিলেন যে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি এক বৈপ্লবিক কাজ করেছেন। টিভি ফুটেজ ঘেঁটে পাঠকেরা এর সত্যতা যাচাই করে নিতে পারেন। এই পরীক্ষা দু'টির প্রস্তুতি তথা 'জিপিএ-৫' নিশ্চিত করতে মা-বাবার রাতের ঘুম হারাম। এই দুর্মূল্যের বাজারেও তাই সকাল-বিকেল তাঁর অবুঝ শিশুটিকে কোলে করে দৌঁড়াচ্ছেন এই কোচিং সেন্টার থেকে ওটাতে। অবশেষে সেই বহু প্রতীক্ষিত মাহেন্দ্রক্ষণ, অর্থাৎ পরীক্ষার দিনে পুরো ঢাকা শহর যানজটে অচল।

কথা হচ্ছে, এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া হয়েছিল কি? আরও যরূরী প্রশ্ন হচ্ছে এ দেশে কি শিশু শিক্ষাবিষয়ক কোন গবেষণাপ্রতিষ্ঠান বা বিজ্ঞজন নেই? তা-ই যদি হয়, তবে শিক্ষার মূল ভিত্তি এই প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা কার বুদ্ধিতে চলছে? বিশেষজ্ঞের কথা না হয় বাদ দিলাম, একজন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষমাত্রই এটি উপলব্ধি করতে সক্ষম যে, কোমলমতি শিশুদের ঘাড়ে বইয়ের বোঝা আর পরীক্ষার নিপীড়ন বাড়ানোর নাম শিক্ষার উন্নয়ন নয়। কলকাতার লেখক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাঁর কোন লেখা বা সাক্ষাৎকারে প্রায় দুই যুগ আগে বলেছিলেন যে, আজকালকার শিশুরা তাদের ওযনের তুলনায় ভারী বইয়ের ব্যাগটি কাঁধে ঝুলিয়ে হেঁচড়াতে থাকার পর মুখে যে অভিব্যক্তিটি ফুটে ওঠে, তার মর্ম হচ্ছে এই যে, 'আর পারি না, এবার মরলে বাঁচি!' আর সাম্প্রতিক সময়ে নাট্যব্যক্তিত্ব আসাদুজ্জামান নূরের 'ভাইরাল' হওয়া ভিডিও ক্লিপ জিপিএ-৫ এর সারমর্মও একই। ঢাকা কলেজে পড়ার সময় আব্দুল্লাহ আবু সাঈদ স্যার বরাবরই মজা করতেন আমাদের এই পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে। কথা হচ্ছে মানবিক বোধসম্পন্ন কোন সভ্য লোকমাত্রই কেন বিষয়টি বরাবরই অপসন্দ করে আসছেন?

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকথায় না হয় পরে এলাম। চিরন্তন জীবনদর্শন কী বলে? আমরা সম্ভবত প্রায়ই ভুলে যাই যে, এই পৃথিবীতে আমাদের অবস্থানটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। যা কিনা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত- শৈশব, কৈশোর, যৌবন আর বার্ধক্য। শৈশব পার হয়ে গেলে এটি আর পাবে না। শৈশবের চাঞ্চল্য, দৌঁড়ঝাঁপ আর খেলাধুলা এসব কিছু উপভোগ করা একটি শিশুর অধিকার। আর একটি শিশুর এই অধিকার বাস্তবায়নে সবচেয়ে বড় যে জিনিসটি অবশ্য প্রয়োজন, তা সম্ভবত একটি খেলার মাঠ, কোচিং সেন্টার নয়। খেলার মাঠ ছাড়া স্কুল হয়, আর তাতে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। সারা বিশ্বে এ ধরনের তথাকথিত স্কুলের সংখ্যা বিবেচনায় ঢাকা সম্ভবত আরেকটি রেকর্ড স্থাপন করতে পারে। এই যেমন বাসের অযোগ্য শহর কিংবা বায়ুদূষণে বিশ্বে প্রথম, এ রকম আরকি! এ মাঠ যে একটি শিশুর জন্য শুধুই বিনোদনের স্থান, তা-ই নয়, এখান থেকেই সে হাতে খড়ি নেয় বন্ধুত্ব, সামাজিকতা কিংবা নেতৃত্বের। মাঠহীন এই নগরজীবনে চার দেয়ালে বন্দী শিশু-কিশোরদের একমাত্র বিনোদন ভিডিও গেম আর কম্পিউটার। একাকিত্ব আর বিষণ্নতা তাই ভর করছে অনেককে এ বয়সেই। আসক্ত হচ্ছে নেশায়। আর স্বাস্থ্য শুনেছি আজকাল বিশ বছর বয়স থেকেই নাকি হার্টের ব্যামো শুরু হচ্ছে!

এত বিসর্জন দিয়ে এই যে জিপিএ-৫, তা উচ্চশিক্ষাতেই বা কতটা কাজে লাগছে। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। গত কয়েক বছরে বিশ্বের সবচেয়ে নামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি 'এমআইটি'তে আন্ডারগ্র্যাজুয়েটে যে কয়জন বাংলাদেশী ভর্তি হ'তে পেরেছেন, তাঁদের বেশ কয়েকজনের জিপিএ-৫ নেই। একইভাবে জিপিএ-৫ নেই সাকিব আল-হাসানেরও। সে আলোচনা নয় আরেক দিন করা যাবে।

কথাগুলো যে নতুন তা কিন্তু নয়। হররোজ টিভি টক শো থেকে সেমিনার সব জায়গায়, সবাই বলছে। শিশুদের ওপর পড়ার এত চাপ দেওয়া ঠিক নয়, খেলার মাঠ আর খোলা জায়গাগুলো রক্ষা করতে হবে ইত্যাদি। কিন্তু তাপরও কোন পরিবর্তন নেই। সমস্যাটা কোথায়? এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা আছেন, শিক্ষামন্ত্রী, পরিবেশমন্ত্রী কিংবা মেয়র অনেকেই। এমন নিরুপায় পরিস্থিতিতে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করা ছাড়া আর কোন পথ নেই। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি, শুধু পিইসি ও জেএসসি বন্ধ নয়; ঢাকাসহ দেশের বড় শহরগুলোতে শিশুদের জন্য খেলার মাঠের ব্যবস্থা করারও উদ্যোগ নিন। মন্ত্রী-আমলারা না জানলেও আমি নিশ্চিত যে তিনি সুস্পষ্টভাবেই জানেন, একটি সুস্থ-সবল ও প্রকৃত অর্থেই মেধাবী পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এটি কত গুরুত্বপূর্ণ!

** ড. মো. সিরাজুল ইসলাম, অধ্যাপক, সিভিল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা; পরিচালক, সেন্টার ফর ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিসার্চ অ্যান্ড সার্ভিসেস।*

॥ সংকলিত ॥

স্বদেশ

দেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ বেকার

দেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তথা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী যুবকদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ বেকার। সরকারী উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'বিআইডিএস'-এর গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে। গবেষণায় দেখা যায়, শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে সম্পূর্ণ বেকার ৩৩.৩২% শতাংশ। বাকীদের মধ্যে ৪৭.৭% সার্বক্ষণিক চাকরিতে, ১৮.১% শতাংশ পার্টটাইম বা খণ্ডকালীন কাজে নিয়োজিত। প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালক কে এ এস মুর্শিদের নেতৃত্বে একটি দল ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সের শিক্ষিত তরুণদের নিয়ে ফেসবুক ও ই-মেইলের মাধ্যমে এই অনলাইন জরিপ পরিচালনা করেছে। জরিপ অনুযায়ী, শিক্ষা শেষে এক থেকে দুই বছর পর্যন্ত বেকার ১১.৬৭%, দুই বছরের চেয়ে বেশী সময় ধরে বেকার ১৮.০৫%। ছয় মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত বেকার ১৯.৫৪%। উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগে বৃটিশ সংস্থা ইকোনমিক ইনটেলিজেন্স ইউনিটের জরিপে বলা হয়েছিল, বিশ্বে বাংলাদেশেই শিক্ষিত বেকারের হার সর্বোচ্চ।

তসলিমা নাসরিনের আপন ভাতিজা ডা. সাফায়েতের দ্বীনের পথে প্রত্যাবর্তন

ময়মনসিংহ শহরের ব্যস্ততম এলাকা যেলা স্কুল মোড়। এখানে সম্প্রতি মানুষের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে 'আল-হিদায়াহ শপ' নামের একটি দৃষ্টিনন্দন লাইব্রেরী। লাইব্রেরীটিতে স্থান পেয়েছে বিভিন্ন প্রকাশনীর ইসলামী বই। পাশাপাশি ভালো মানের সুগন্ধি, খেজুর, মধু, যয়তুন ও তীন ফল ইত্যাদি। দোকানটির মালিক ডা. সাফায়েতুল কবীর একজন চিকিৎসক। দ্বীনের প্রতি প্রবল ভালোবাসা থেকে গত অক্টোবরে'১৯ প্রতিষ্ঠানটির সূচনা করেছেন তিনি। তার আরেক পরিচয় তিনি বিতর্কিত নাস্তিক লেখিকা তসলিমা নাসরিনের আপন ভাতিজা। যে তসলিমা একজন চিহ্নিত নাস্তিক, সেই তসলিমার পরিবার থেকেই একজন আস্তিক দাঈ ইলাল্লাহ্‌র আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু কিভাবে এই পরিবর্তন?

ডা. সাফায়েত বলেন, ২০১৮ সালে পিতার মৃত্যু আমার মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। আগে মাঝে মাঝে জুম'আর ছালাত পড়তাম। পিতৃবিয়োগের পর নিয়মিত ছালাত শুরু করলাম। দাড়ি রেখে ইসলামের সব হুকুম-আহকাম মানতে শুরু করলাম। ধর্মীয় বইপত্রও পড়তে লাগলাম। আম্মাকে নিয়ে ওমরাহ পালন করলাম। ওমরাহ থেকে ফিরে ডাক্তারী ছেড়ে দিয়ে বুকশপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। সহজেই যেন মানুষের কাছে ইসলামী বইগুলো পৌঁছে দেওয়া যায়। এ চিন্তা থেকেই মূলত আল-হিদায়াহ শপের যাত্রা শুরু।

ডা. সাফায়েত মনে করেন, আদর্শ জীবন গঠনে বই পাঠের বিকল্প নেই। তবে বই যেমন মানুষকে আলোকিত করে, তেমনি অন্ধকারেও নিমজ্জিত করে। তাই আমরা প্রত্যেক মানুষের হাতে এমন বই তুলে দিতে চাই, যা সত্য ও সুন্দরের পক্ষে কথা বলে।

তবে তার এ পরিবর্তনে দারুণভাবে আহত হয়েছেন তার ফুফু তসলিমা নাসরিন। এক পোস্টে তিনি বলেন, আমি যখন বড় হচ্ছিলাম, আমাদের বাড়ি ছিল প্রচণ্ড ধর্মনিরপেক্ষ বাড়ি। বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের বাড়ি। ...বাবা নাস্তিক ছিলেন। ভাই-বোনেরাও নাস্তিক ছিল। ...বাড়িতে মা ছাড়া কেউ নামাজ পড়তো না। মার নামাজ নিয়ে বাবা আর আমরা ভাই-বোনেরা হাসি-ঠাট্টা করতাম। বাবা জানতোই না নামাজ কিভাবে পড়তে হয়। ..বাড়িতে সারা বছর রবীন্দ্রসংগীত বাজতো। এই ছিল আমাদের ৭০, ৮০ আর ৯০ দশকের অবকাশ।

আমাদের সেই অবকাশ আর আমাদের নেই। সেই অবকাশ এখন কোরান হাদিস হিজাব বোরখা তসবিহ আর জায়নামাজের অবকাশ। ...শুনেছি অবকাশের বোরখা হিজাব আলখাল্লা পরা, মুখে ধর্মের দাড়ি রাখা লোকগুলো শহরে একটি দোকান খুলেছে, সেই দোকানে বিক্রি হয় কোরান হাদিসের বই, জায়নামাজ, হিজাব, বোরখা...। আমাদের সেই শিল্প সাহিত্যের, সেই গান-বাজনার, সেই ধর্মনিরপেক্ষ অবকাশ নষ্ট হয়ে গেছে।..

[এভাবেই আল্লাহ কুচক্রকারীদের চক্রান্ত নষ্ট করে দেন। ফেরাউনের ঘরে মূসা (আঃ)-এর জন্ম দেন। ফালিল্লাহিল হামদ (স.স.)]।

৮ বছরের এক ইউপি চেয়ারম্যান এখন জীবিকা নির্বাহ করেন সবজি বিক্রি করে!

ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রশীদ টানা ৮ বছর চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার ভোলাহাট উপযেলার গোহালবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। অথচ এখন তিনি জীবিকা নির্বাহ করেন বাজারে সবজি বিক্রি করে। জানা যায়, ২০০৩ সাল হ'তে ২০১১ সাল পর্যন্ত মোট সাড়ে ৮ বছর তিনি ইউপি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। 'এতবছর চেয়ারম্যান থেকেও এখন সবজি বিক্রি করছেন, অনেকে তো চেয়ারম্যান থেকে অনেক টাকা-পয়সার মালিক হয়ে যান?' এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমানতের খেয়ানত করা যাবে না। খেয়ানত করলে আল্লাহ আমাকে ছাড়বেন না। আমাকে একদিন মরতে হবে'। ।

[এটি এযুগের বিস্ময়! এরূপ মুমিন ব্যক্তিরাই সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পদ। আমরা তাকে অভিনন্দন জানাই। আল্লাহ তাকে পরকালে সর্বোত্তম জাযা দান করুন।]

প্রাথমিক থেকে দ্বাদশের শিক্ষাক্রম বদলে যাচ্ছে

দেশের প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাক্রম বদলে যাচ্ছে। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রম হবে যোগ্যতা ও দক্ষতাভিত্তিক। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সূক্ষ্ম চিন্তা, সৃজনশীল চিন্তাসহ ১০ ধরনের দক্ষতা শেখানো হবে। এর সঙ্গে মিল রেখে ভাষা ও যোগাযোগ, গণিত ও যুক্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, সমাজ ও বিশ্ব নাগরিকত্ব, জীবন ও জীবিকা, পরিবেশ ও জলবায়ু, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা, শারীরিক-মানবিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা এবং শিল্প ও সংস্কৃতিসহ ১০টি বিষয় শেখানোর মধ্য দিয়ে একজন শিক্ষার্থীকে যোগ্য করে তোলা হবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) ইতিমধ্যে নতুন শিক্ষাক্রম তৈরির কাজ গুছিয়ে এনেছে। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে দুই বছর মেয়াদি (বর্তমানে এক বছর) ধরে শিক্ষাক্রম তৈরি করা হচ্ছে। নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০২১ সাল থেকে শিক্ষার্থীদের নতুন বই দেওয়া শুরু হবে।

এছাড়া মাধ্যমিক স্তর (দশম শ্রেণী) পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীকে একই ধরনের বিষয় পড়ানোর চিন্তাভাবনা করছে এনসিটিবি। এ বিষয়ে চূড়ান্ত হ'লে এখনকার মতো নবম শ্রেণী থেকে একজন শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ভাগ করা হবে না। এই ভাগ হবে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে গিয়ে। তবে এটি হ'লেও ২০২৪ সাল থেকে চালু হ'তে পারে। অবশ্য এনসিটিবির চেয়ারম্যান নারায়ণ চন্দ্র সাহা বলেন, বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত হয়নি। শিক্ষাক্রম তৈরির সময় কর্মশালা থেকে এমন প্রস্তাব এসেছে। বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রীর কাছেও উপস্থাপন করা হয়েছে। সবাই এ বিষয়ে ইতিবাচক।

[যেটাই করুন ৫ম শ্রেণীর ও ৮ম শ্রেণীর পাবলিক পরীক্ষা বাতিল করুন! বইয়ের বোঝা কমিয়ে ফেলুন। ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক কিছু যেন চাপানো না হয় (স.স.)]

বিদেশ

সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে কুরআন পুনর্লিখন করবে চীন

সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে কুরআন ও বাইবেল পুনর্লিখনের পরিকল্পনা করছে চীন। ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, তাদের সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধের আলোকে মৌলিক ধর্মগ্রন্থগুলোর অনুবাদ নতুন করে লেখা হবে। সম্প্রতি তুরস্কের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম ডেইলি সাবাহ্‌র এক প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, চীনের ঐ কমিটি সব ধর্মগ্রন্থের পুনর্লিখনের জন্য বিস্তৃত পর্যালোচনার পরিকল্পনা করছে।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, মৌলিক ধর্মগ্রন্থগুলোর সব অনুবাদ পুনরায় মূল্যায়ন করা হবে। এগুলোর নতুন সংস্করণে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনও তথ্য রাখা হবে না। কোনও অনুচ্ছেদ ভুল মনে হ'লে সেন্সর বোর্ড সেগুলো সংশোধন বা পুনরায় অনুবাদ করবে।

চীনের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু উইঘুর মুসলিমদের বন্দী শিবিরে আটকে রেখে যখন মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং নিপীড়নের অভিযোগে বিশ্বের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও দেশ সমালোচনা করছে, তখন ধর্মীয় সব গ্রন্থ পুনর্লিখনের এই পরিকল্পনার তথ্য এলো।

[এই পরিকল্পনা অবশ্যই বাতিল করতে হবে। মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দ জেগে ওঠ। নইলে তোমরাও আল্লাহ্‌র গযবে ধ্বংস হয়ে যাবে (স.স.)]

বিশ্বজুড়ে মার খাচ্ছে গণতন্ত্র

আধুনিক গণতন্ত্রের ধারক মনে করা হয় যুক্তরাষ্ট্রকে। কিন্তু সেই দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই আজ নড়বড়ে। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, গণতন্ত্র মার খাচ্ছে বিশ্বজুড়েই। সুইডেন ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ভ্যারাইটিজ অব ডেমোক্রেসিস ইনস্টিটিউটের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে এমন তথ্যই উঠে এসেছে। ১৭৯টি দেশের গণতান্ত্রিক অবস্থা নিয়ে প্রস্তুতকৃত এই প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০০৮ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে ১৭৯টি দেশের মধ্যে ১৫৮টি দেশে সামগ্রিক গণতান্ত্রিক অবস্থার উন্নতি হয়নি অথবা অবনতি ঘটেছে। ঐ দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ব্রাজিলসহ ২৪টি দেশ রয়েছে, যাদের গণতন্ত্র চর্চায় ব্যাপক অবনতি ঘটেছে। প্রকৃত অর্থে এই দেশগুলো কর্তৃত্ববাদী শাসনের দিকে ঝুঁকছে।

প্রতিষ্ঠানটির মতে, বিশ্বে বর্তমানে মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করছে। ২০১৬ সালে সারা বিশ্বে প্রায় ৪১ কোটি ৫০ লাখ মানুষ কর্তৃত্ববাদী শাসনে পিষ্ট হয়েছে। ২০১৮ সালে সে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩০ কোটিতে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ধ্বংস হচ্ছে বিশ্বজুড়েই। অনেক নেতা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হ'লেও পরে তাঁরাই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ধ্বংস করছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ শেষ হয়ে যায়নি। দীর্ঘদিন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় থাকা দেশগুলোতে ঐ ব্যবস্থা নিয়ে আস্থা কিছুটা কমলেও ছোট দেশগুলোয় আস্থা বেড়েছে। গণতান্ত্রিক চর্চার দাবীতে ইরান, লেবানন, ইরাকেও বিক্ষোভ হচ্ছে।

ভারতের অন্ধ্র প্রদেশে আইন পাস : ধর্ষণের ২১ দিনের মধ্যেই ফাঁসি

ধর্ষণের বিচার পেতে আর বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হবে না। ভারতের অন্ধ্র প্রদেশে এবার থেকে ধর্ষকরা তাড়াতাড়ি শাস্তি পাবে। ধর্ষণের মতো যাবতীয় অপরাধের দ্রুত নিষ্পত্তি করতে এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে সম্প্রতি একাধিক বিল পাস করেছে অন্ধ্র প্রদেশের জগমোহন রেড্ডির সরকার। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল 'দিশা আইন'। ঐ আইনে বলা হয়েছে, ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়ার পর অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সাত দিনের মধ্যে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে এবং পরবর্তী ১৪ দিনের মধ্যে অপরাধীকে ফাঁসিতে ঝোলাতে হবে।

একই দিনে নারীদের অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিলে ছাড়পত্র দিয়েছে অন্ধ্র প্রদেশ মন্ত্রীসভা। এই আইন অনুযায়ী, নারী এবং শিশুদের বিরুদ্ধে হওয়া অপরাধের বিচারের জন্য বিশেষ আদালত গঠন করা হবে। এই আদালতগুলোতে কেবল ধর্ষণ, গণধর্ষণ, অ্যাসিড হামলা, ধাওয়া করা, যৌন হয়রানির মতো মামলাগুলোর বিচার হবে।

[ধন্যবাদ অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারকে। তবে অনেক সময় নারীরাও একাজে ফুসলিয়ে থাকে। তাদেরকেও শাস্তির আওতায় আনতে হবে। বাংলাদেশ সরকারকেও এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানাই (স.স.)]

বছরের প্রথমদিনেই আমেরিকায় নিজ গুলিতে ১৩২ জনের আত্মহত্যা

নতুন বছরের প্রথমদিনেই যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুকের গুলিতে প্রাণ গেছে ১৭৭ জনের। এর মধ্যে ১৩২ জন নিজের পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করেছেন। 'গান ভায়োলেন্স আর্কাইভ' সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সারা আমেরিকায় বন্দুকের গুলিতে হতাহতদের তথ্য ৬৫ হাযার সোর্স থেকে সংরক্ষণ করে এই ওয়েবসাইট। গুলিতে আহতের সংখ্যা মোট ১৩২। হতাহতদের মধ্যে ৩টি ঘটনা রয়েছে যেগুলোকে 'গণহত্যা'র পর্যায়ে ধরা হয়েছে। গণহত্যায় নিহতদের মধ্যে ১২ থেকে ১৭ বছর বয়সী ৩ শিশু-কিশোরও রয়েছে। এছাড়া আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে একজনের প্রাণ গেছে।

[এরপরেও আমেরিকা সুখী দেশ! আত্মহত্যা হয় সাধারণতঃ হতাশা থেকে। এর মাধ্যমে বুঝা যায়, কেবল আর্থিক উন্নতি মানুষকে হতাশা থেকে মুক্তি দিতে পারে না। যতক্ষণ না সে তাক্বদীরে বিশ্বাসী হয় (স.স.)]

মুসলিমরাই বিশ্বব্যাপী ৮০ শতাংশ সন্ত্রাসী হামলার শিকার

-সেন্ট মার্ক

ফ্রান্সে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে 'অ্যাসোসিয়েশন ফ্রান্সিস দেস ভিক্টিমস দ্য টেররিজম' নামে একটি এনজিওর প্রধান সেন্ট মার্ক বলেছেন, বিশ্বব্যাপী মুসলমানরাই সবচেয়ে বেশী সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রবাদের শিকার। তার দাবী, সন্ত্রাসী হামলার শিকার ৮০ শতাংশই মুসলিম। তিনি বলেন, 'পশ্চিমা দেশগুলো প্রচার করে, সন্ত্রাসীরা মুসলিম আর তাদের শিকার হচ্ছে অমুসলিমরা। এটি সত্য নয়। বরং বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী হামলার ৮০ ভাগেরই শিকার হচ্ছে মুসলিমরা'।

সম্মেলনটিতে আমন্ত্রিত ছিলেন সন্ত্রাসবাদের শিকার বেশ কয়েকজন মুসলিম ব্যক্তিও। তাদের উদ্দেশ্যে সেন্ট মার্ক বলেন, 'সন্ত্রাসীরা চায় আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করি। কিন্তু আমাদের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাওয়া সেতুবন্ধনটি আমরা পুনর্নির্মাণ করতে চাই'।

উল্লেখ্য, ফ্রান্সে ইউরোপের সবচেয়ে বেশী মুসলিমদের বসবাস। দেশটির ৬৭ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে ৫ মিলিয়নেরও বেশী মুসলিম সংখ্যালঘু। ইউরোপোলের একটি প্রতিবেদনে জানা যায়, ২০০৬ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ইউরোপে ঘটা সন্ত্রাসী হামলার ৯৯ শতাংশ শিকার ছিল মুসলিমরা।

[ইসলামকে আদর্শিকভাবে মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে বিরোধীরা সন্ত্রাসবাদকে হাতিয়ার বানিয়েছে। অথচ ইসলামের শিক্ষা এর বিপরীত। আর এখানেই তাদের ব্যর্থতা। ইনশাআল্লাহ মুসলিমরাই সর্বদা বিজয়ী (স.স.)]

মুসলিম জাহান

কাশ্মীর ইস্যুতে সমর্থন দিলেই ভারতে ফেরার সুযোগ দিতেন নরেন্দ্র মোদী

-ডা. যাকির নায়েক

কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের পদক্ষেপকে সমর্থন জানালেই ভারতে ফেরার ব্যবস্থা করে দেয়া হত যাকির নায়েককে। তুলে নেয়া হত তার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া সমস্ত মামলা। সম্প্রতি এক ভিডিও পোস্টে চাঞ্চল্যকর এই তথ্য দিয়েছেন ডা. যাকির নায়েক।

তিনি বলেন, জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের পরেই কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে তার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের প্রতিনিধি আমার সাথে দেখা করে উক্ত ইস্যুতে কেন্দ্রের পাশে দাঁড়াতে এবং এর স্বপক্ষে মুখ খোলার প্রস্তাব দেয়। তাহ'লে আমার ভারতে ফেরার সমস্ত বাধা দূর হবে। দায়ের হওয়া মামলাগুলিও তুলে নেয়া হবে। এর পাশাপাশি আমার সমস্ত যোগাযোগকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশের সাথে সম্পর্ক ভাল করতে চেয়েছিলেন তারা। কিন্তু আমি এই কাজ করতে অস্বীকার করেছি।

তিনি বলেন, ওই কর্মকর্তা আমাকে জানিয়েছিলেন আমার সাথে কথা বলার আগে এই বিষয়ে তার সাথে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথা হয়েছে। তারা এ বিষয়ে আমার সাহায্য চেয়েছেন। তার এ কথা শুনে প্রথমে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি। যে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের সময় বক্তব্য রাখতে গিয়ে দু'মিনিটে ৯ বার আমার নাম নিচ্ছিলেন। তার এই ভোলবদল দেখে আমি রীতিমত চমকে গিয়েছিলাম।

[আল্লাহর শত্রুরা এভাবেই চিরকাল ভোলবদল করে থাকে এব অপমানিত হয়। আর খালেছ মুমিন বান্দাদের নাজাত দানের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ গ্রহণ করেছেন (ইউনুস ১০৩)। তাই আল্লাহর রহমত হলে অচিরেই ভারত সরকার তাঁর উপর আরোপিত যাবতীয় মিথ্যা অভিযোগ তুলে নিয়ে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হবে (স.স)]।

পবিত্র কুরআন অবমাননা করলেই মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি ঘোষণা করল নাইজেরিয়া

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়া। ৫০ শতাংশ মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় জামফারা প্রদেশ সম্প্রতি কুরআন অবমাননার অপরাধে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডাদেশ ঘোষণা করেছে ।

দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় জামফারা রাজ্যের কর্মকর্তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, যারা পবিত্র কুরআনুল কারীম অবমাননা করবে তাদেরকে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।

জামফারা রাজ্যের গভর্নর বালু মুহাম্মাদ মেটাওয়াল বলেন, কুরআন মুসলিম উম্মাহর পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। কুরআনের মর্যাদা রক্ষায় এখন থেকে অবমাননার শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে।

[সেই সাথে প্রয়োজন কুরআনের বিধান অনুযায়ী দেশটির শিক্ষা ব্যবস্থা ও অর্থনীতি ঢেলে সাজানো (স.স.)]

নেদারল্যান্ডসে আযানের মধুর সুর শুনতে অমুসলিমদের ভিড়

ইউরোপিয়ান দেশ নেদারল্যান্ডসের রাজধানী আমস্টারডামের নিউ ওয়েস্ট যেলায় অবস্থিত ব্লু মসজিদে আযানের মধুর ধ্বনি শুনতে ভিড় জমাচ্ছেন অমুসলিমরাও। জানা যায়, সম্প্রতি এই মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে আযান দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর মুসলিম-বিদ্বেষীরা তা বন্ধ করে দেয়। অতঃপর স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় জুম'আর আযানের মাধ্যমে উচ্চৈঃস্বরে আযান দেয়া শুরু হয়। ফলে স্থানীয় অমুসলিমরা আযানের ধ্বনি সরাসরি শুনতে কেমন লাগে সেজন্য প্রতিদিন সেখানে ঘুরে যাচ্ছেন। অনেকেই মোবাইলে আযান রেকর্ড করছেন। কেমন লাগল আযান? এমন প্রশ্নের জবাবে অনেকেই বলছেন, সত্যিই এক অনন্য অনুভূতি। এই আবেগময় মুহূর্ত সারাজীবন মনে থাকবে।

প্রসঙ্গত, ইউরোপের এই দেশটিতে প্রায় ৫০০ মসজিদ রয়েছে। অধিকাংশ মসজিদেই মাইক ছাড়া আযান হয়। যদিও ১৯৮০ সালে সংবিধান সংশোধন করে সে দেশের সরকার সব মানুষকে নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ম পালনের অধিকার দেয়।

[অমুসলিম দেশগুলি এ থেকে শিক্ষা নিন (স.স.)]

সিরিয়া থেকে ৫০ টন স্বর্ণ পাচার করেছে যুক্তরাষ্ট্র

সিরিয়ার চলমান যুদ্ধের মধ্যে অন্তত ৫০ টন স্বর্ণ পাচার করেছে মার্কিন বাহিনী। তুর্কি সংবাদমাধ্যম দ্য ডেইলী ছাবাহ জানায়, সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলে আইএস-এর ঘাটি থেকে ৫০ টনের বেশী স্বর্ণ কোবানিতে অবস্থিত নিজেদের ঘাঁটিতে স্থানান্তর করেছে মার্কিন বাহিনী। সিরিয়ার পিপলস প্রটেকশন ইউনিট (ওয়াইপিজি) বাহিনীকে স্বর্ণের সামান্য অংশের ভাগ দিয়েছে মার্কিন বাহিনী। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সানা জানিয়েছে, সিরিয়ার দক্ষিণ হাসাকাহ অঞ্চলের আল-দাশশি অঞ্চল থেকে মার্কিন বাহিনী বিশাল বিশাল বাক্সগুলো আইএসের স্বর্ণ দ্বারা বোঝাই করে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, আইএস নেতারা নিয়মিত মার্কিন বাহিনীকে কোথায় কোথায় স্বর্ণ রয়েছে, সে তথ্য জানায়। পরে মার্কিন বাহিনী পরিকল্পনামাফিক সেখান থেকে তা পাচার করে।

[এর মাধ্যমে আমেরিকার লুটেরা চরিত্রের মুখোশ আরেকবার উন্মোচিত হল। এরা বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র ফেরী করে সেখানকার সম্পদ লুট করার জন্য। এদের নিকটে মানুষের রক্তের কোন মূল্য নেই। মূল্যবান হল সম্পদ। অতএব মুসলিম বিশ্ব সাবধান হও (স.স.)]।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ওষুধ ছাড়াই মশা মারার নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার

কীটনাশক ছাড়াই মশা মারার নতুন এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন ইসরাঈলের বেন গুরিয়ান ইউনিভার্সিটির জীববিজ্ঞানীরা। তারা বলছেন, তারা এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন, যা পরিবেশের কোন ধরনের ক্ষতি ছাড়াই মশার লার্ভা ধ্বংস করবে। গবেষকরা এই ব্যাকটেরিয়ার নাম দিয়েছেন বিটিআই। তারা বলছেন, এই ব্যাকটেরিয়া প্রথমে পুরুষ মশার শরীরে পুশ করা হবে। পরে পুরুষ মশা থেকে সেটা চলে যাবে স্ত্রী মশার শরীরে। জৈবিক প্রক্রিয়ায় এই ব্যাকটেরিয়া চলে যাবে লার্ভায়। পৌঁছানো মাত্রই লার্ভাকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম এই ব্যাকটেরিয়া। এমনকি মৃত লার্ভাকে যদি সুস্থ জীবিত লার্ভা খায়, তাহ'লে সেও আক্রান্ত হবে এবং একপর্যায়ে মারা যাবে। এভাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লার্ভার জীবনচক্র ধ্বংস হবে।

সাধারণতঃ কীটনাশক প্রয়োগেও মশা ধ্বংস করা যায় না। মশার কারণে ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া রোগ হয়। কখনও কখনও এই রোগগুলো মহামারি আকার ধারণ করে। এমন অবস্থায় ইসরাঈলী গবেষকদের নতুন পদ্ধতি মশা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে। গবেষক দলের প্রধান মেইতাল বেনার বলেন, 'মশা নিয়ন্ত্রণের টার্গেট নিয়েই এই পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়েছে। এই পদ্ধতি মশার মারার বৈশ্বিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনবে'।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন : দিনাজপুর

আল্লাহভীরু ব্যক্তিরাই সমাজের স্তম্ভ

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

মুকুন্দপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর-পূর্ব ১৬ই নভেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার বিরামপুর থানাধীন মুকুন্দপুর ফাযিল মাদ্রাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, আমরা এমন একটি আল্লাহভীরু সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই যেখানে কেবল মানুষ নয়, পশুও নিরাপদ থাকবে। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হে জনগণ, নিশ্চয় তোমাদের পালনকর্তা মাত্র একজন। তোমাদের পিতাও মাত্র একজন। মনে রেখ! আরবের জন্য উপর অনারবের উপর, অনারবের উপর উপর আরবের উপর, লালের জন্য কালোর উপর এবং কালোর জন্য লালের উপর কোনরূপ প্রাধান্য নেই, আল্লাহভীরুতা ব্যতীত। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু।

তিনি বলেন, আমরা সূরা ফাতিহা পাঠ করে সর্বদা আল্লাহর নিকটে সঠিক পথ কামনা করি। ইহূদী-খৃষ্টানদের পথ থেকে পানাহ চাই। কারণ ইহূদীরা তাদের নবীকে না মেনে অভিশপ্ত হয়েছে। আর খৃষ্টানরা তাদের নবীকে না মেনে পথভ্রষ্ট হয়েছে। অতএব আমাদেরকে সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল ইসলামের পথেই থাকতে হবে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে আঁকড়ে ধরতে হবে।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম আযাদ, আল-'আওনের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি রায়হানুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবু তাহের, মাওলানা মুখলেছুর রহমান (নওগাঁ) প্রমুখ। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক ডা. সাইফুর রহমান।

যেলা সম্মেলন : রংপুর

যাবতীয় চরমপন্থা হ'তে বিরত থাকুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

রংপুর ২১শে ডিসেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের শিরীন পার্ক কমিউনিটি সেন্টারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আন্দোলন। এই আন্দোলন শুধু একদল মানুষের জীবন গড়ার আন্দোলন নয়, বরং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির পথ দেখানোর আন্দোলন।

তিনি আরও বলেন, ইসলামে শৈথিল্যবাদ ও চরমপন্থা কোনটারই অবকাশ নেই। অতএব যাবতীয় চরমপন্থা থেকে বিরত থাকুন। আত্মঘাতি হামলা করে নিজের জীবনকে ধ্বংস করবেন না। কেননা ইসলামে আত্মহত্যা মহাপাপ। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতীব দয়াশীল' *(নিসা ৪/২৯)*। আল্লাহ বলেন, 'আমরা তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত করেছি। যাতে তোমরা মানব জাতির উপরে (ক্বিয়ামতের দিন) সাক্ষী হ'তে পার এবং রাসূলও তোমাদের উপর সাক্ষী হন' *(বাক্বারাহ ২/১৪৩)*। সাক্ষ্যদাতা উম্মত সর্বদা মধ্যপন্থী হয়ে থাকে। আর এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ জাতি হওয়ার চাবিকাঠি *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। ইসলামের নামে প্রচলিত জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ভূমিকা সর্বদা আপোষহীন। এ বিষয়ে আমরা জাতিকে অনেক আগেই সচেতন করেছি। ১৯৯৮ সালের ২৫শে মে সাতক্ষীরার চিলড্রেন্স পার্কে 'আন্দোলন-এর যেলা সম্মেলনে আমরা জাতিকে এ বিষয়ে প্রথম সতর্ক করি। অতএব সাবধান! কোনরকম ধোঁকায় পা দিবেন না।

যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা ডা. মুহাম্মাদ শাহজাহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার, যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মাকছূদুর রহমান প্রমুখ। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মতীউর রহমান।

আল-'আওন : সম্মেলন স্থলের পার্শ্বে স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা 'আল-'আওন'-এর ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২৯ জনের ব্লাড গ্রুপিং এবং ২৫ জন রক্তদাতা সদস্য (ডোনর) তালিকাভুক্ত হন।

ইসলামী সম্মেলন

কাঁকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী ২৪শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার গোদাগাড়ী থানাধীন কাঁকনহাট উচ্চবিদ্যালয় ময়দানে স্থানীয় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাবলিক লাইব্রেরী'র উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং 'সোনামণি'র-কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলাম, গোদাগাড়ী উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা শু'আইবুর রহমান, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা রবীউল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি রামাযান আলী প্রমুখ। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তোফায্যল হোসাইন।

সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ৩০শে ডিসেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার কলারোয়া থানাধীন সোনাবাড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সোনাবাড়িয়া এলাকার উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল লতীফ সরদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত

সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন এবং দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আলহাজ্জ আব্দুর রহমান সরদার, সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয আখতার মাদানী, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা রবীউল হক, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুজাহিদুর রহমান, উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূয আনাম ও ঢাকার বংশালস্থ বায়তুল মামূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব হাফেয মাওলানা শামসুর রহমান প্রমুখ। সম্মেনে সঞ্চালক ছিলেন কাকডাঙ্গা এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আনোয়ার এলাহী।

সুধী সমাবেশ

রসূলপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ ২৭শে ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার কামারখন্দ থানাধীন রসূলপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ যেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম।

মহিলা সমাবেশ

শুরেরপাড়, ইসলামপুর, জামালপুর ২২শে ডিসেম্বর রবিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার ইসলামপুর থানাধীন শুরেরপাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মাস্টার ইদ্রীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র-কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাসঊদুর রহমান। সমাবেশ শেষে মনোয়ারা বেগমকে সভানেত্রী করে ১১ সদস্যা বিশিষ্ট 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' শুরেরপাড় এলাকা গঠন কমিটি করা হয়।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ

বংশাল, ঢাকা ১৬ই ডিসেম্বর রবিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় ঢাকার বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ প্রমুখ।

বাবুডাইং, গোদাগাড়ী, রাজশাহী ২৬শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় যেলার গোদাগাড়ী থানাধীন বাবুডাইং মহিশালথায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর উপযেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা ওবায়দুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন চাঁপাই-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম।

মাসিক ইজতেমা

ধানতৈড়, তানোর, রাজশাহী ১লা জানুয়ারী বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার তানোর থানাধীন ধানতৈড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' তানোর উপযেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি মাওলানা যয়নুল আবেদীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী কলেজের আরবী বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ।

সন্তোষপুর, শাহমখদুম, রাজশাহী ১৪ই ডিসেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার শাহমখদুম থানাধীন সন্তোষপুর পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ কমিটির উপদেষ্টা জনাব মুহাম্মাদ মকবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মাসিক ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী সদর-পূর্ব উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মাকবুল হোসাইন।

গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ২৬শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন মহিমাগঞ্জ রেলস্টেশন সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মহিমাগঞ্জ এলাকার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুল হাকীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মাসিক ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন, অর্থ সম্পাদক মুস্তাফীযুর রহমান, গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মশীউর রহমান, মহিমাগঞ্জ কামিল মাদ্রাসা শাখা 'যুবসংঘ'-সভাপতি রাফীউল ইসলাম প্রমুখ।

মোহনপুর, রাজশাহী ৬ই জানুয়ারী সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন পিয়ারপুর পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মোহনপুর উপযেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বেলাল হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল বারী।

জয়রামপুর, চুয়াডাঙ্গা ৭ই জানুয়ারী মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার দামুড়হুদা থানাধীন জয়রামপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চুয়াডাঙ্গা যেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মাসিক ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও

শূরা সদস্য তরীকুয্যামান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাবীবুর রহমান।

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ গত ২২শে ডিসেম্বর রবিবার হ'তে ৩১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার পর্যন্ত গাযীপুর, ময়মনসিংহ-দক্ষিণ ও ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন। বিস্তারিত রিপোর্ট নিম্নরূপ:

গাযীপুর যেলা : ২২শে ডিসেম্বর রবিবার বাদ এশা যেলার কাপাসিয়া থানাধীন টোকনগর বাযার (তাওহীদ ট্রাষ্ট প্রাঃ নির্মিত) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, ২৩শে ডিসেম্বর সোমবার বাদ ফজর টোকনগর উত্তরপাড়া ওয়াক্তিয়া মসজিদে সফর করেন।

ময়মনসিংহ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা : ২৪শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার বাদ যোহর তিনি যেলার গফরগাঁও থানাধীন সঊদী বাযার মারকায মসজিদে, বাদ আছর বাগাবর জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব ভরপুর হাফেযিয়া মাদ্রাসা মসজিদে, বাদ এশা ডাকবাংলা বাযার টাঙ্গাবর (তাওহীদ ট্রাষ্ট নির্মিত) মসজিদে সফর করেন; ২৫শে ডিসেম্বর বুধবার বেলা ১১-টায় তিনি গফরগাঁও উপযেলার পাগলা থানাধীন কান্দিপাড়া বাযারে অবস্থিত মা মেডিকেল হল-এ পরামর্শ সভায় উপস্থিত থেকে 'আন্দোলন'-এর গফরগাঁও উপযেলা কমিটি গঠন করেন; ২৬শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বাদ যোহর সদর থানাধীন গোলপুকুরপাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব হালুয়াঘাট থানাধীন কান্দাপাড়া মসজিদে; ২৭শে ডিসেম্বর শুক্রবার বাদ ফজর ধোবাউড়া থানাধীন মেকিয়ারকান্দা বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব চারুয়াপাড়া বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ এশা কমলপুর জামে মসজিদে; ২৮শে ডিসেম্বর শনিবার বাদ যোহর কমলপুর উত্তরপাড়া জামে মসজিদে, ২৯শে ডিসেম্বর রবিবার বাদ যোহর হালুয়াঘাট থানাধীন জয়রামকুড়া জামে মসজিদে, বাদ আছর সন্ধ্যাকুড়া (তাওহীদ ট্রাষ্ট নির্মিত) জামে মসজিদে; ৩০শে ডিসেম্বর সোমবার বাদ ফজর লক্ষ্মীকুড়া জামে মসজিদে, বাদ এশা ঈশ্বরগঞ্জ থানাধীন বারইকান্দা বায়তুল হাম্দ মসজিদে; ৩১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার বাদ যোহর মুক্তাগাছা থানাধীন কামারিয়া ওয়াক্তিয়া মসজিদে সফর করেন। উল্লেখ্য, ২৭শে ডিসেম্বর শুক্রবার তিনি মেকিয়ারকান্দা বাযার মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রশিক্ষণ ২০১৯

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১২-১৩ই ডিসেম্বর বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য বাদ ফজর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর-পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনে ২দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইহসান এলাহী যহীর ও সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম প্রমুখ। প্রশিক্ষণে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আসাদুল্লাহ। প্রশিক্ষণ শেষে উপস্থিত বক্তৃতা, কুইজ ও লিখিত পরীক্ষায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

আল-'আওন

পশ্চিম বনগাঁও, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও এবং বোদা, পঞ্চগড় ১৮ই ডিসেম্বর বুধবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার হরিপুর থানাধীন পশ্চিম বনগাঁও মাদ্রাসা মাঠে ঠাকুরগাঁও যেলা আল-'আওনের উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ও বার্ষিক অডিট অনুষ্ঠিত হয়। যেলা আল-'আওনের সভাপতি আফতাবুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুঈনুল ইসলাম।

একই দিন বিকাল সাড়ে ৪-টায় পঞ্চগড় যেলার বোদা থানাধীন ফুলতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পঞ্চগড় যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে পঞ্চগড় যেলা আল-'আওনের বার্ষিক অডিট ও কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি যয়নুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মাঈনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ মাযহারুল হক্ব প্রধানকে সভাপতি ও যুলফিকারকে সাধারণ সম্পাদক করে আল-'আওন পঞ্চগড় যেলার ২০১৯-২১ সেশনের ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

ব্রজনাথপুর, পাবনা ২৭শে ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন ব্রজনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা আল-'আওনের উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ও বার্ষিক অডিট অনুষ্ঠিত হয়। যেলা আল-'আওনের সভাপতি ইক্বাল বিন জিন্নাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও অডিটে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির।

আরামনগর, জয়পুরহাট ৩রা জানুয়ারী'২০ শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা আল-'আওনের উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা আল-'আওনের সভাপতি আমীনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। উল্লেখ্য যে, বিগত ৪ঠা অক্টোবর'১৯ তারিখে আল-'আওনের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক অবুল বাশারের উপস্থিতিতে আমীনুল ইসলামকে সভাপতি ও আবু হাসানকে সাধারণ সম্পাদক করে আল-'আওন জয়পুরহাট যেলার ২০১৯-২১ সেশনের ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

নওদাপাড়া মারকায; কালুর মোড়; বড়বনগ্রাম ভাড়ালীপাড়া, শাহমাখদুম, রাজশাহী ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর শনি ও রবিবার এবং ৩রা জানুয়ারী'২০ শুক্রবার : গত ২৭শে ডিসেম্বর শনিবার সকাল ৯-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ায়, ২৮শে ডিসেম্বর রবিবার বাদ আছর কালুর মোড়ে এবং ৩রা জানুয়ারী'২০ শুক্রবার বাদ মাগরিব বড় বনগ্রাম ভাড়ালীপাড়ায় আল-'আওন-এর রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিং পরিচালনা করেন যথাক্রমে আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার ও দফতর সম্পাদক আব্দুল

বাছীর প্রমুখ। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ৯৭ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ২০ জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

তেতুলিয়া, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ ৬ই ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার উল্লাপাড়া থানাধীন তেতুলিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে যেলা আল-'আওনের উদ্যোগে রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে উপস্থিত ছিলেন যেলা আল-'আওনের সভাপতি ডা. জাহিদ ও অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ৪৭ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৩৫ জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

মারকায সংবাদ

ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী ও জেডিসি পরীক্ষার ফলাফল

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল করেছে। বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী : ২০১৯ সালের ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ৫৪ জন ছাত্র ও ৪৪ জন ছাত্রী মোট ৯৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৪৪ জন জিপিএ ৫ (A+), ৪৭ জন A, ৬ জন A- গ্রেড এবং ১ জন B গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে ২৭ জন A+, ২১ জন A, ৫ জন A- ও ১ জন B গ্রেড এবং ছাত্রীদের মধ্যে ১৭ জন A+, ২৬ জন A এবং ১ জন A- গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

জেডিসি : ২০১৯ সালের জেডিসি পরীক্ষায় ৫১ জন ছাত্র ও ৩০ জন ছাত্রী মোট ৮১ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৬ জন জিপিএ ৫ (A+), ৭৩ জন A ও ২ জন A- গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে ২ জন A+, ৪৮ জন A ও ১ জন A- গ্রেড এবং ছাত্রীদের মধ্যে ৪ জন A+, ২৫ জন A ও ১ জন A- গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

দাখিল পরীক্ষায় মারকাযের ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি লাভ : বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী-এর ২ জন ছাত্র ও ২ জন ছাত্রী 'ট্যালেন্টপুলে' এবং ৫ জন ছাত্র ও ২ জন ছাত্রী 'সাধারণ' গ্রেডে সর্বমোট ১১ জন ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি পেয়েছে।

ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা হ'ল : ছফিউর রহমান (রাজশাহী), তামীম ফায়ছাল (রাজশাহী), মীযা মাহিয়া (রাজশাহী), মুস্তাকীমা মা'রূফা (দিনাজপুর)। **সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা হ'ল :** আব্দুল্লাহ (রাজশাহী), ইয়াসীন আরাফাত (মেহেরপুর), খালিদ (রাজশাহী), ইমদাদুল হক (রাজশাহী), আব্দুল্লাহ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মিশকাতুন নিসা (বগুড়া), উমামা বিনতু তারিক (পাবনা)।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী আয়োজিত জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায় মারকাযের সাফল্য

ক. মহানগর পর্যায় :

গত ৭ই জানুয়ারী'২০ মঙ্গলবার সকাল ৯-টায় 'বাংলাদেশ শিশু একাডেমী'-এর উদ্যোগে রাজশাহী কার্যালয়ে মহানগর পর্যায়ে 'জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০২০' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ৪০ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে ১৬ জন বিজয়ী হয়। এদের মধ্যে বিভিন্ন গ্রুপে ৫ জন ১ম স্থান, ৭ জন ২য় স্থান এবং ৪ জন ৩য় স্থান অধিকার করে। উল্লেখ্য যে, মারকাযের ছাত্ররা ক গ্রুপের ক্বিরাআতে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান, খ গ্রুপের ক্বিরাআতে ২য় ও ৩য় স্থান এবং গ গ্রুপের ক্বিরাআতে ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করে।

খ. যেলা পর্যায় :

গত ১০ই জানুয়ারী'২০ শুক্রবার সকাল ১০-টায় 'বাংলাদেশ শিশু একাডেমী'-এর উদ্যোগে রাজশাহী কার্যালয়ে যেলা পর্যায়ে 'জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী-এর ছাত্ররা অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করে। যা নিম্নরূপ- ১. অর্থসহ ক্বিরাআত (ক গ্রুপ) : ১ম স্থান- মুহাম্মাদ আরযুল ইসলাম (রাজশাহী)। ২. দৌড় : ১ম স্থান- ফযলে রাব্বী (গাইবান্ধা)। ৩. ব্যাডমিন্টন : ১ম স্থান- মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ (নওগাঁ)।

দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা

ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী : বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ২০১৯ সালের অনুষ্ঠিত ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। ২২ জন ছাত্র ও ৩ জন ছাত্রী। এদের মধ্যে ২ জন A(+), ১৩ জন A, ৭ জন A- এবং ৩ জন B গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। A+ প্রাপ্তরা হল, তাসনীম সুলতানা (তুলইগাছা, সাতক্ষীরা), ফাতিমা তাহসীন (ধানদিয়া, ঐ)।

জেডিসি : বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ২০১৯ অনুষ্ঠিত জেডিসি পরীক্ষায় ২২ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। ছাত্র ২০ জন ও ২ জন ছাত্রী। এদের মধ্যে ১৪ জন A, ৮ জন A- এবং ৩ জন B গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

মৃত্যু সংবাদ

(১) 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর যেলার বীরগঞ্জ উপযেলার সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন (৩০) লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে গত ২৭শে নভেম্বর বুধবার সকালে ঢাকার পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ১ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। পরদিন ২৮শে নভেম্বর সকাল সাড়ে ৮-টায় তার নিজ গ্রাম বীরগঞ্জের ভেলাপুকুরে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদ। অতঃপর পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। জানাযায় উপযেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলগণ সহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

(২) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের ভগ্নিপতি ও মণিরামপুর উপযেলার দূর্বাডাঙ্গা শাখার অর্থ-সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল করীম (৭০) গত ২৪শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৭-টায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ২ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। পরদিন দুপুর ২-টায় দূর্বাডাঙ্গা আহলেহাদীছ ঈদগাহ ময়দানে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অতঃপর গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলগণ সহ বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

[আমরা তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবার বর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১৬১) : বিভিন্ন চাকুরীর আবেদনের ক্ষেত্রে কাগজপত্র সত্যায়িত করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সবসময় বিসিএস ক্যাডার পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে কাগজে কোন প্রকার অনৈতিকতার আশ্রয় না নিয়ে কারো সিল বানিয়ে নিয়ে নকল স্বাক্ষর করে সত্যায়িত করা জায়েয হবে কি?

-নকীব হোসাইন

বেরাইদ, ঢাকা।

উত্তর : কোন অবস্থাতেই মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া যাবে না। বরং সর্বদা ন্যায়পন্থা অবলম্বনের সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ বলেন, যার আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, আমরা তাদেরকে অবশ্যই আমার পথসমূহে পরিচালিত করব। আর আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সাথেই থাকেন *(আনকাবূত ২৯/৬৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে প্রতারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম হা/১০২; মিশকাত হা/৩৫২০)*। মিথ্যা ছোট হোক বা বড় হোক মানুষের অন্তরে মুনাফিকী সৃষ্টি করে। তাছাড়া একটি মিথ্যা অপর মিথ্যাকে ডেকে আনে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়, পাপ তাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। আর মানুষ মিথ্যা কথা বলতে বলতে অবশেষে আল্লাহ্র কাছে মিথ্যুক হিসাবে পরিগণিত হয়ে যায়' *(বুখারী হা/৬০৯৪)*।

প্রশ্ন (২/১৬২) : পানি উঠার ভয়ে ঈদগাহের প্রাচীর উঁচু করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-মাহবূব হাসান

আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : ঈদায়নের মুছাল্লা উন্মুক্ত ময়দানে হওয়া সুন্নাত। কারণ উত্তম স্থান হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত আদায়ের জন্য মসজিদে নববীর পূর্বদিকে ৫০০ গজ দূরে খোলা ময়দানে 'বুত্বহান' সমতলভূমিতে ছালাত আদায় করেন *(মুত্তাফাক 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৬; মির'আত ৫/২২, ৩৭২ পৃ.)*। তবে ঈদগাহ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সীমানা প্রাচীর নির্মাণে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (৩/১৬৩) : হালীমা, সালমা, রহীমা ইত্যাদি নাম রাখার বিধান কী? এগুলি আল্লাহ্র গুণবাচক নাম কি?

-বদীউয্যামান

কালিয়াকৈর, গাযীপুর।

উত্তর : আল্লাহ্র নামসমূহ সর্বদা পুংলিঙ্গ। স্ত্রীলিঙ্গে আল্লাহ্র কোন নাম নেই। সুতরাং এসব নাম রাখায় কোন বাধা নেই। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম সমূহ দু'ভাগে বিভক্ত। (১) যেগুলো কেবল আল্লাহ্র সাথে প্রযোজ্য যেমন কুদ্দূস (মহাপবিত্র), আহাদ (এক), ছামাদ (অমুখাপেক্ষী), জাব্বার (মহাশক্তিধর), রহমান (পরম দয়ালু), রাযযাক (রিযিকদাতা) ইত্যাদি। এগুলো আব্দ (বান্দা) শব্দ যোগে রাখতে হবে। কেননা এই শব্দগুলো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

(২) মালেক (অধিকারী), হালীম (ধৈর্যশীল), আযীয (ক্ষমতাশালী), রহীম (দয়ালু), হাকীম (প্রজ্ঞাবান), কারীম (অনুগ্রহশীল) ইত্যাদি। এই গুণবাচক নামগুলি ব্যাপক অর্থবোধক। অতএব এই নামগুলি দ্বারা ব্যক্তি উদ্দেশ্য করা হ'লে তাতে কোন দোষ নেই। তবে 'আব্দ' শব্দ যোগে ডাকাই উত্তম *(ইবনুল ক্বাইয়িম, তুহফাতুল মাওদূদ পৃ. ১২৫)*।

প্রশ্ন (৪/১৬৪) : একই সাথে একাধিক ব্যক্তির জানাযা হ'লে যতজনের জানাযা হবে তত ক্বীরাত ছওয়াব পাওয়া যাবে কি?

-মুজাহিদুল ইসলাম

ফুলকুঁড়ি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : যতজন মাইয়েত থাকবে তত ক্বীরাত ছওয়াব পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় কোন জানাযায় শরীক হ'ল এবং দাফন শেষে ফিরে এলো, সে ব্যক্তি দুই 'ক্বীরাত' সমপরিমাণ নেকী পেল। প্রতি 'ক্বীরাত' ওহোদ পাহাড়ের সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি কেবল জানাযা পড়ে ফিরে এলো, সে এক 'ক্বীরাত' পরিমাণ নেকী পেল' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৫১)*। উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জানাযায় যতজন মাইয়েত থাকবে অংশগ্রহণকারী তত জনের বিপরীতে ছওয়াব পাবেন *(শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/১৩৬; উছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ১৪৯)*।

প্রশ্ন (৫/১৬৫) : পাগড়ীর ন্যায় টুপির উপরও মাসাহ করা যাবে কী?

-ইব্রাহীম হোসাইন

তেরখাদিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : ওযূর ক্ষেত্রে টুপির উপর মাসাহ করা জায়েয নয়। কেননা পাগড়ী পুরো মাথা আবৃত করে, যা খুলে মাসাহ করা মুছল্লীর জন্য কষ্টদায়ক। অপরদিকে টুপি মাথার একটি অংশ আবৃত করে এবং তা খুলে মাসাহ করা সহজ। সেকারণ টুপি খুলে মাথা মাসাহ করার ব্যাপারেই প্রাচীন ও পরবর্তীকালের অধিকাংশ বিদ্বান ঐক্যমত পোষণ করেছেন *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১/৩৮৪; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১/২৫৪; আলবানী, সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, ক্লিপ নং ১৯০)*।

প্রশ্ন (৬/১৬৬) : রাসূল (ছাঃ)-কে নিয়ে কটূক্তির প্রতিবাদে যেসব মিছিল সমাবেশ হয় সেগুলোতে অংশগ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

-মুহাম্মদ অলিউল্লাহ

গাবতলী, বগুড়া।

উত্তর : যদি জনগণের ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষতি না হয় এবং লোক চলাচলে ব্যাঘাত না ঘটে, তবে প্রতিবাদের মাধ্যম হিসাবে এতে অংশগ্রহণ করা যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অন্যায় কিছু দেখলে তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করবে, নইলে যবান দিয়ে, নইলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবে। আর এটি হ'ল দুর্বলতম ঈমান' *(মুসলিম হা/৪৯; মিশকাত হা/৫১৩৭)*।

প্রশ্ন (৭/১৬৭) : কোন মেয়ের নাম যুনায়রাহ রাখা যাবে কী?

-আকলীমা খাতূন

কাকনহাট, রাজশাহী।

উত্তর : যুনায়রাহ-এর মূল উচ্চারণ যুন্নায়রাহ। যা আরবী শব্দ। এর অর্থ দীর্ঘ ও বিশালদেহী নারী, ছোট মাছি, ছোট পাথর ইত্যাদি *(তাহযীবুল লুগাত ১৩/১৩১ প্রভৃতি)*। যিন্নীরাহ নামে একজন মহিলা ছাহাবী ছিলেন যাকে আবুবকর (রাঃ) দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন *(ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ ৮/১৫০; যাহাবী, সিয়ার ১/১৭৬)*। সুতরাং উক্ত নাম রাখায় আপত্তি নেই।

প্রশ্ন (৮/১৬৮) : আমার একজন বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ট হিন্দু বন্ধু আছে। তার সাথে আমার আন্তরিক উঠাবসা রয়েছে। এটা কি শরী'আতসম্মত হচ্ছে?

-ইউসুফ ইমাম

বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : অমুসলিমদের সাথে স্বাভাবিক উঠাবসায় দোষ নেই। তবে ঘনিষ্ট কোন সম্পর্ক রাখা যাবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মুশরিকদের সাথে বসবাস করো না এবং তাদের সংসর্গে থেকো না। কেননা যে তাদের সাথে বসবাস করবে অথবা তাদের সংসর্গে থাকবে, সে তাদের সমতুল্য গণ্য হবে' *(তিরমিযী হা/১৬০৫; ছহীহাহ হা/২৩৩০)*। বাধ্যগত অবস্থায় তাদের সাথে উঠাবসা করতে হ'লে নিজ ধর্মের বিধি-বিধান মেনে চলবে এবং সুযোগমত তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে' *(নাহল ১৬/১২৫)*। আর সর্বাবস্থায় তাদের সাথে সদাচরণ ও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখবে *(মুমতাহিনাহ ৬০/৮)*।

প্রশ্ন (৯/১৬৯) : টয়লেটের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু ছালাত শুরু হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় কোনটিকে অগ্রাধিকার যরূরী হবে?

-আল-মামূন, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : এমতাবস্থায় টয়লেটের কাজ সম্পন্ন করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'খাদ্য উপস্থিত হ'লে ছালাত নেই এবং পেশাব-পায়খানার চাপ থাকলে কোন ছালাত নেই' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'ছালাত শুরুর প্রাক্কালে তোমাদের কারো যদি পেশাব-পায়খানার চাপ হয়, তবে সে যেন প্রথমে পায়খানার প্রয়োজন সম্পন্ন করে *(আবুদাঊদ হা/৮৮; বায়হাক্বী হা/৪৮০৮, সনদ ছহীহ)*। অন্যত্র এসেছে, আবু উমামাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) পেশাব-পায়খানার চাপ নিয়ে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন *(আহমাদ হা/২২২০৬; ইবনু মাজাহ হা/৬১৭; ছহীহুল জামে' হা/৩৮৩২)*। তবে ছালাতের খুশু-খুযূ বিনষ্ট হবে না, এমনটি হ'লে ছালাত বাতিল হবে না *(ইবনু কুদামা, মুগনী ১/৪৫০)*।

প্রশ্ন (১০/১৭০) : সন্তান না নেওয়ার জন্য কয়েক বছর যাবৎ নিয়মিতভাবে প্রচলিত জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করায় কোন বাধা আছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : স্ত্রী ও সন্তানের স্বাস্থ্যগত দিক বিবেচনায় কয়েক বছর নয়, সাময়িক জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৪)*। কিন্তু সংসারকে সচ্ছল করার নিয়তে তথা দারিদ্র্যের ভয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ নিষিদ্ধ। কেননা রূযীর মালিক আল্লাহ। আল্লাহ বলেন, 'দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানকে হত্যা কর না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই খাদ্য প্রদান করে থাকি' *(ইসরা ১৭/৩১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা প্রেমময়ী ও অধিক সন্তান দায়িনী নারীকে বিবাহ কর। কারণ আমার উম্মতের সংখ্যা বেশী হওয়া আমার গৌরবের কারণ' *(আবূদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩০৯১)*। তবে কোন অবস্থাতেই স্থায়ীভাবে জন্মনিরোধ অর্থাৎ লাইগেশন, ভ্যাসেকটমী ইত্যাদি পদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) পুরুষকে খাসী হ'তে নিষেধ করেছেন *(বুখারী হা/৪৭৮৬-৮৭; মিশকাত হা/৩০৮১)*।

প্রশ্ন (১১/১৭১) : ইমামের সাথে ছালাতরত অবস্থায় ঘুমের কারণে আমার একটি সিজদা ছুটে যায়। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-মুহিউদ্দীন আহমাদ

শ্যামলী, ঢাকা।

উত্তর : রুকূ-সিজদা ছালাতের রুকন। আর রুকন তরক করলে ছালাত বাতিল হয়। তাই এরূপ অবস্থায় এক রাক'আত অতিরিক্ত আদায় করতে হবে এবং সহো সিজদা দিতে হবে *(উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৩/৩৭১-৭২; আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/২৭৭)*।

প্রশ্ন (১২/১৭২) : জনৈক ব্যক্তির দুই লক্ষ টাকার একটি গরু আছে। গরুটি অসুস্থ হ'লে তার পিতা মানত করে যে, এটি সুস্থ হ'লে কুরবানী করবে। কিন্তু সুস্থ হওয়ার পর ছেলে এখন রাযী নয়। এক্ষণে পিতার করণীয় কী?

-ফারূক হাসান

চান্দিনা, কুমিল্লা।

উত্তর : গরুটির মালিক যদি পিতা হন, তবে তার জন্য উক্ত মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব। আর যদি তিনি মালিক না হন, তাহ'লে উক্ত মানত কার্যকর হবে না। কারণ যে সম্পদে ব্যক্তির মালিকানা নেই সেই সম্পদের উপর মানত করা যায় না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ যে বস্তুর মালিক নয়, এমন

বস্তুর মানত আদায় করা তার উপর যরূরী নয়' *(বুখারী হা/৬০৪৭; মুসলিম হা/১৬৪১; মিশকাত হা/৩৪১০)*। আর যেহেতু এই ধরনের মানত সংঘটিত হয় না। সেকারণ এতে কোন কাফফারাও দিতে হবে না *(ইমাম শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম ২/২৮০; নববী, আল-মাজমূ' ৮/৪৫২)*।

প্রশ্ন (১৩/১৭৩) : সম্প্রতি দেশে 'হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক' নামে যে মাতৃদুগ্ধ সংরক্ষণাগার স্থাপন করা হয়েছে। এটা শরী'আতসম্মত কি?

-আবু আমাতুল্লাহ

মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর।

উত্তর : এটি জায়েয হবে না। কারণ এতে হারাম সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে কে কার দুধ পান করবে সেটি জানা যাবে না। তাই অজ্ঞাতসারে দুধ ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ হতে পারে। আর ইসলামে দুধসম্পর্কীয়দের সাথে বিবাহ হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কেননা দুধ পানের সম্পর্ক দ্বারা ঐসব লোক হারাম হয়ে যায় যারা রক্ত সম্পর্ক দ্বারা হারাম হয় *(বুখারী হা/২৬৪৫; মুসলিম হা/১৪৪৫)*। ১৯৮৫ সালে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, এ ধরনের ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হারাম (*ওয়ালীদ আস-সাঈদান, আল-ইফাদাতুশ শারঈয়াহ ফী বা'যিল মাসাইলিত তিব্বিইয়াহ* ১/২৭০)। তবে নবজাতকের জীবন রক্ষার্থে যদি এরূপ ব্যাংকের একান্ত প্রয়োজন দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে দুধ পৃথক পৃথকভাবে সংরক্ষিত হলে এবং দাতা ও গ্রহীতার পরিচয় সুস্পষ্ট থাকলে তা জায়েয হবে ইনশাআল্লাহ *(বিস্তারিত দ্রঃ ড. জাবের ইসমাঈল, বুনূকুল হালীব ফী যূইল ফিক্বহিল ইসলামী, মাজাল্লাতুল উরদুনিইয়াহ, ৯ম সংখ্যা, ২০১৩)*।

প্রশ্ন (১৪/১৭৪) : আমার আশপাশের সমাজ শিরক-বিদ'আতে পূর্ণ। কিভাবে কাজ করলে আমি এসব মুকাবিলা করতে সক্ষম হব?

-মুহাম্মদ সাইফুদ্দীন

রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর : প্রথমতঃ নিজে শিরক-বিদ'আতসহ দ্বীনের মৌলিক বিধি-বিধান সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জন করতে হবে। অতঃপর শিরক-বিদ'আতের পরিচয় ও ভয়াবহতা সম্পর্কে মানুষকে সাধ্যমত অবহিত করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে নানা বাধা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হ'তে হবে। তাই বেশী বেশী এলাহী মদদ কামনা করতে হবে এবং হিকমত, ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে দাওয়াতী কাজ করতে হবে। আর সহমর্মী কিছু ভাই একত্রিত হওয়া সম্ভব হ'লে জামা'আতবদ্ধ তথা সংঘবদ্ধ হ'তে হবে, যাতে দাওয়াতী কর্ম সুশৃংখল ও শক্তিশালীভাবে পরিচালিত হ'তে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'জামা'আতের উপর আল্লাহ্র হাত থাকে' *(তিরমিযী হা/২১৬৬, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১৫/১৭৫) : আল্লাহ তা'আলা কয়টি জিনিস নিজের হাতে রেখেছেন এবং সেগুলো কি কি?

-আল-আমীন

তিনমাথা, বগুড়া।

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা পাঁচটি জিনিস নিজের হাতে রেখেছেন, যা অন্যকে অবহিত করেননি। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে (১) ক্বিয়ামতের জ্ঞান। (২) আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং (৩) তিনিই জানেন মায়ের গর্ভাশয়ে কি আছে। (৪) কেউ জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং (৫) কেউ জানে না কোন মাটিতে তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সকল বিষয়ে সম্যক অবহিত' *(লোকমান ৩১/৩৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'গায়েবের চাবিকাঠি পাঁচটি। আল্লাহ ব্যতীত যা কেউ জানে না। অতঃপর তিনি অত্র আয়াতটি পাঠ করেন' *(বুখারী হা/৪৬২৭)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এই পাঁচটি বস্তু আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। এগুলি না জানেন নিকটবর্তী কোন ফেরেশতা, আর না জানেন কোন নবী-রাসূল। অতএব যে ব্যক্তি এগুলির কিছু অংশ জানে বলে দাবী করবে, সে ব্যক্তি কুরআনকে অস্বীকার করবে। কেননা কুরআন তার বিপরীত বক্তব্য প্রদান করেছে *(কুরতুবী, লোকমান ৩১/৩৪ আয়াতের তাফসীর)*।

প্রশ্ন (১৬/১৭৬) : জনৈক বক্তা বলেন, মুসলিম উম্মাহ্র আমলগুলো প্রতিদিন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থাপন করা হয়- একথা কি ঠিক?

-ফরীদ হোসাইন

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা 'তোমাদের আমলসমূহ আমার নিকটে পেশ করা হয়' মর্মে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ *(বাযযার, সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৭৫)*। এ মর্মে কেবল এতটুকুই পাওয়া যায় যে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার সামনে আমার উম্মতের ভাল-মন্দ সব আমল পেশ করা হ'ল। আমি তাদের নেক আমলের মধ্যে একটি দেখলাম রাস্তা হ'তে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর তাদের মন্দ কর্মসমূহের মধ্যে একটি দেখলাম মসজিদে ফেলা সর্দি, যা মাটিচাপা দেয়া হয়নি' *(মুসলিম হা/৫৫৩, মিশকাত হা/৭০৯)*।

প্রশ্ন (১৭/১৭৭) : আমার একটি মূল্যবান জমি রয়েছে যাতে বাড়ি করার মত সামর্থ্য আমার নেই। এক্ষণে কেউ যদি দশ বছর ভোগের শর্তে সেখানে বাড়ি নির্মাণ এবং তারপর মালিকানা হস্তান্তরের চুক্তি করে, তাহ'লে তা জায়েয হবে কি?

-মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ

গাবতলী, বগুড়া।

উত্তর : উভয়ের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে এরূপ চুক্তি জায়েয *(বুখারী হা/২২৪০)*। তবে সবকিছু সুনির্দিষ্ট হতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেলেন, 'যদি কেউ অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করে তবে সে যেন নির্ধারিত পরিমাপে, নির্ধারিত পরিমাণে এবং নির্ধারিত মেয়াদে তা করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৮৩ 'ক্রয়-বিক্রয়'*

অধ্যায়)। এক্ষেত্রে যেন কেউ যুলুমের শিকার না হয় সেদিকেও অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত' *(নিসা ৪/২৯)*।

প্রশ্ন (১৮/১৭৮) : জনৈক ব্যক্তি নিজ সন্তানের সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ায় মেয়েটি অবৈধ সন্তান জন্ম দিয়েছে (নাঊযুবিল্লাহ)। এক্ষণে উক্ত সন্তানের হুকুম কী হবে?

-ফীরোয আলম
খড়খড়ি, রাজশাহী।

উত্তর : যেনায় লিপ্ত হওয়া মহাপাপ। কোন মাহরামের সাথে যেনায় লিপ্ত হওয়া ততোধিক বড় মহাপাপ। আদালতের মাধ্যমে এই ধরনের যেনাকারকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করা আবশ্যক। আর এক্ষেত্রে অবৈধভাবে জন্ম নেওয়া সন্তানটি মায়ের দিকে সম্পৃক্ত হবে এবং মায়ের পরিচয়ে পরিচিত হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আবূদাঊদ হা/২২৬৫; মিশকাত হা/৩৩১২, ৩৩২০; ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৩/৩৭০)*।

প্রশ্ন (১৯/১৭৯) : ইমাম ইবনুল জাওযী ও তাঁর কিতাব 'তালবীসু ইবলীস' সম্পর্কে জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ শু'আইব
হরতকি তলা, নিলফামারী।

উত্তর : তাঁর পুরো নাম জামালুদ্দীন আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন আলী ইবনুল জাওযী। তিনি ৫১০ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৯৭ হিজরীতে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তিন বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন এবং ইয়াতীম অবস্থায় চাচার নিকট লালিত-পালিত হন। তিনি তাফসীর, হাদীছ ও ফিক্বহসহ বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা তিন শতাধিক *(যিরিকলী, আল-আ'লাম ৩/৩১৬)*।

তাঁর রচিত অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'তালবীসু ইবলীস' যার অর্থ শয়তানের প্রতারণা। গ্রন্থটিকে তিনি তেরটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। যেখানে শয়তানী প্রতারণার বিভিন্ন ধরন, প্রকারভেদ ও তা থেকে আত্মরক্ষার উপায়সমূহ বর্ণনা করেছেন। প্রথমতঃ তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মানহাজকে আঁকড়ে ধরার গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন এবং বিদ'আতীদের নানা ভ্রান্ত বিশ্বাসের অপনোদন করেছেন। অতঃপর তিনি ইহূদী, খৃষ্টান, অগ্নিউপাসক প্রভৃতি অমুসলিম দল-উপদল এবং বিভিন্ন বাতিল ফের্কা তথা খারেজী, ছূফী ও রাফেযী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উপর শয়তানী প্রতারণা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

সবশেষে তিনি হকপন্থীগণ দ্বীনের বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে কিভাবে শয়তানের ফাঁদে পড়ে এবং নেকী থেকে মাহরূম হয়, সে ব্যাপারে হৃদয়গ্রাহী ও সূক্ষ্ম আলোচনা পেশ করেছেন। সার্বিকভাবে গ্রন্থটি দ্বীন গ্রহণের পর দ্বীনের উপর ইস্তিক্বামাত বা দৃঢ় থাকার ক্ষেত্রে অনন্য একটি গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত।

প্রশ্ন (২০/১৮০) : রাসূল (ছাঃ)-এর কবরকে রওযা বা মাযার বলা যাবে কি?

-তাওহীদুল ইসলাম
রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : 'রওযা' ও 'মাযার' উভয়টি আরবী শব্দ। প্রথমটির অর্থ বাগান এবং দ্বিতীয়টির অর্থ যিয়ারত বা পরিদর্শনের স্থান। উক্ত শব্দদ্বয়কে মূলতঃ পথভ্রষ্ট ও ভ্রান্ত আক্বীদাসম্পন্ন একদল মানুষ তাদের পীর-আউলিয়াদের কবরস্থানের বিশেষ গুরুত্ব বুঝানোর জন্য ব্যবহার করে থাকে। অথচ নববী যুগ থেকে শুরু করে ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে ইযাম থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর কবর বা অন্য কারু কবরকে এরূপ রওযা বা মাযার নামে অভিহিত করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর কবরকে এসব বিদ'আতী নামে আখ্যায়িত করা যাবে না।

স্মর্তব্য যে, রাসূল (ছাঃ)-এর কবর নয় বরং হাদীছে রাসূল (ছাঃ)-এর মিম্বার ও তাঁর বাড়ির মধ্যবর্তী স্থানকে রিয়াযুল জান্নাহ বা জান্নাতের বাগান বলা হয়েছে *(বুখারী হা/১১৯৫; মিশকাত হা/৬৯৪)*।

প্রশ্ন (২১/১৮১) : নিজের জমিতে যদি কেউ সোনা বা অন্য কোন মূল্যবান বস্তু পায়, তবে শারঈ বিধান অনুযায়ী তার মালিক কে হবে? জমির মালিক, না সরকার?

-শামীম আখতার
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : এ বিষয়ে বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মতে, জমির মালিকই এই সম্পদের মালিক হবে, কেননা সে জমির অন্তর্ভুক্ত সবকিছুরই মালিক *(ইবনু কুদামা, মুগনী ৩/৫৬; উছায়মীন, তা'লীকাতু 'আলাল কাফী ৩/২১)*। এই সম্পদ নিছাব পরিমাণ হ'লে মালিককে যাকাত দিতে হবে। তবে যদি সোনা বা রূপা রিকায বা খনির সম্পদ হয়, তাহ'লে সরকার বা রাষ্ট্রকে পাঁচ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে *(বুখারী হা/১৪৯৯; মিশকাত হা/১৭৯৮)*।

প্রশ্ন (২২/১৮২) : ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি স্বপ্নে ৯৯ বার আল্লাহকে দেখেছেন। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

-নাজমুল হুদা
টিকরামপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত ঘটনা নাজমুদ্দীন গীত্বী (মৃ. ৯৮১ হিঃ) নামক জনৈক ছূফী সনদবিহীনভাবে উল্লেখ করেছেন, যার কোন ভিত্তি নেই *(ইবনু আবেদীন, রাদ্দুল মুহতার ১/৫১)*। উল্লেখ্য যে, স্বপ্নে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়। স্বপ্নে যদি কেউ আল্লাহকে দেখেছে বলে কল্পনা করে, তা কখনই বাস্তব নয়। কেননা আল্লাহ্র অনুরূপ কিছুই নেই, যা দ্বারা আল্লাহকে কল্পনা করা সম্ভব *(আন'আম ১০৩; আ'রাফ ৭/১৪৩; শূরা ১১; শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৬/৩৬৭-৬৮)*। সুতরাং একজন মহামতি ইমামের নামে এরূপ দাবী অতীব অন্যায় ও গর্হিত অপরাধ।

প্রশ্ন (২৩/১৮৩) : স্ত্রী যদি স্বামীকে রাগ করে বলে, আমি তোমার মা, আমার নিকট থাকবে না। এটা যিহার সাব্যস্ত হবে কি? হলে কাফফারা দিতে হবে কি?

-যিয়াউর রহমান, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : স্ত্রীর পক্ষ থেকে যিহার হয় না। জমহূর বিদ্বানগণ এব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৮/৪১; ইবনু রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ৪/৪৩৭, ফাতাওয়া মারআতুল মুসলিমাহ ২/৮০৩)*। কেউ করলে তা অবান্তর ও বাজে কথার অন্তর্ভুক্ত হবে, যা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। মুমিন অনর্থক কথা বা কাজ থেকে বিরত থাকবে *(মুমিনূন ২৩/১-৩)*। অতএব এ ধরনের কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা যরূরী *(দ্রঃ নায়লুল আওত্বার ৮/৬০ 'যিহার' অধ্যায়)*।

তবে এতে কাফফারা ওয়াজিব হবে। আয়েশা বিনতে ত্বালহা মুছ'আব বিন যুবায়েরকে বিবাহের পূর্বে এরূপ কথা বললে ছাহাবায়ে কেরাম তাকে কাফফারা দিতে বলেন *(ইরওয়াউল গালীল হা/২০৮৯, ছালেহ আলুশ শায়েখ, আত-তাকমীল পৃ. ১৪৫, সনদ ছহীহ; মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৪/৯)*। আর কসমের কাফফারা হ'ল ১০ জন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করা অথবা একজন দাসকে মুক্ত করা কিংবা তিনদিন ছিয়াম পালন করা *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*।

প্রশ্ন (২৪/১৮৪) : কুরআন-হাদীছের বর্ণনামতে ইয়াজূজ-মাজূজের মত বিশাল জনগোষ্ঠী কিয়ামতের পূর্বে প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ তারা এ দুনিয়াতেই আছে। অথচ বিজ্ঞানীরা এখনো তার কোন সন্ধান জানে না। এর ব্যাখ্যা কি?

*-মুকুল হোসাইন**

মান্দা, নওগাঁ।

**[শুধু 'হোসাইন' নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : ইয়াজূজ-মাজূজ সম্প্রদায় আদম (আঃ)-এর বংশধর *(বুখারী হা/৪৭৪১, মুসলিম হা/২২২)*। কুরআনের বর্ণনামতে, যুলক্বারনাইন নামক একজন প্রতাপশালী শাসক তাদেরকে পৃথিবীর অজ্ঞাত কোন স্থানে প্রাচীর দিয়ে আটকিয়ে রেখেছেন *(কাহফ ১৮/৯৪-৯৮)*। তবে তারা বর্তমানে ভূপৃষ্ঠে না ভূগর্ভে আছে সে ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। কেবল বলা হয়েছে যে, ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে তাদের পুনরাবির্ভাব ঘটবে। আর তারা উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে *(আম্বিয়া ২১/৯৬)*। এছাড়া বহু ছহীহ হাদীছে তাদের ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে। অতএব এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হওয়া বা না হওয়া এখানে ধর্তব্য বিষয় নয়।

প্রশ্ন (২৫/১৮৫) : ফজরের পর সফরে বের হয়ে মাগরিবের পর সফর শেষ হয়। এর মধ্যকার যোহর ও আছর ছালাত মাগরিবের ছালাতের সাথে পড়তে হবে? না ফজরের সময় এক সাথে সকল ছালাত পড়ে নিয়ে সফরে বের হ'তে হবে?

-মঈনুদ্দীন আহমাদ

নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তর : যোহর ও আছরের ছালাত কোন বিরতিস্থলে বা যানবাহনে জমা ও ক্বছর করবে *(আবুদাঊদ হা/১২০৮; মিশকাত হা/১৩৪৪; মুসলিম হা/৬৮৬; মিশকাত হা/১৩৩৫)*। সুযোগ না মিললে পরবর্তী ওয়াক্তের সাথে ক্বাযা আদায় করে নিবে। কিন্তু পথিমধ্যে ছালাত ছুটে যাওয়ার আশংকায় নির্ধারিত ওয়াক্তের পূর্বে ফজরের সাথে বাকী সব ছালাত জমা করা যাবে না *(উছায়মীন, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১২/২১৬; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ১৪০, ১৮৮)*।

প্রশ্ন (২৬/১৮৬) : ফজরের পর ঘুমানোর ব্যাপারে শরী'আতে কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কি? এসময় মানুষের রিযিক বণ্টন করা হয় মর্মে কোন দলীল আছে কি?

-আল-আমীন

মধ্য নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : ফজরের পর ঘুমানোর ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়নি। আর এসময় রিযিক বণ্টনের বিষয়ে যে ক'টি হাদীছ ও আছার বর্ণিত হয়েছে, তার সবগুলো যঈফ *(যঈফাহ হা/৫১৭০, ৬৯৯১; যঈফুত তারগীব হা/১০৪৫-১০৪৮; যঈফুল জামে' হা/৮১৮)*। তবে বিভিন্ন দলীলের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, শরী'আতে ফজরের পর ঘুমানোর বিষয়টি নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন রাতকে বিশ্রাম এবং দিনকে জীবিকার্জনের জন্য সৃষ্টি করেছেন *(নাবা ৭৮/১০-১১)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহ তুমি আমার উম্মতের জন্য ভোরের কর্মের মধ্যে বরকত দান করো। বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন কোথাও ক্ষুদ্র সেনাদল বা বৃহৎ সৈন্যবাহিনী পাঠাতেন তখন তাদেরকে দিনের প্রথমাংশে পাঠাতেন। রাবী ছাখার আল-গামেদী ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার ব্যবসাদলকে দিনের শুরুতেই পাঠিয়ে দিতেন। ফলে তিনি ধনী হন এবং তার সম্পদ বৃদ্ধি পায় *(আবুদাঊদ হা/২৬০৬; মিশকাত হা/৩৯০৮; ছহীহুল জামে' হা/১৩০০)*।

প্রশ্ন (২৭/১৮৭) : সালাম ফিরানোর ক্ষেত্রে ইমাম উভয় সালাম না প্রথম সালাম শেষ করার পর মুক্তাদী সালাম ফিরাবে?

-কামরুল ইসলাম

কুলিয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : ইমামের পিছে পিছে সালাম ফিরাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ইমাম নিযুক্ত করা হয় তাকে অনুসরণের জন্য' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)*। তিনি বলেন, হে লোকসকল! আমি তোমাদের ইমাম। সুতরাং তোমরা রুকূ, সিজদা, ক্বিয়াম ও সালাম কোন কিছুই আমার পূর্বে করবে না' *(মুসলিম হা/৪২৬; মিশকাত হা/১১৩৭)*। ইতবান ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, আমরা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে ছালাত আদায় করেছি। তিনি যখন সালাম ফিরান তখন আমরাও সালাম ফিরাই *(বুখারী হা/৮৩৮)*। অতএব ছালাতের প্রত্যেকটি কাজ শুরু করতে হবে ইমাম শুরু করার পর।

প্রশ্ন (২৮/১৮৮) : আল্লাহ ও মুহাম্মাদ লিখা লাশ বহনকারী খাটলী বিক্রয় করা যাবে কি?

-মাহমূদুর রহমান

সোনাতলা, বগুড়া।

উত্তর : খাটলীতে আল্লাহ ও মুহাম্মাদ নাম বা কুরআনের কোন আয়াত লেখা যাবে না *(ইবনুল হুমাম হানাফী, ফাৎহুল ক্বাদীর ১/১৬৯; উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ১৩/১৯৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৪/৫৮)*। অতএব এরূপ খাটলী ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না। এর পরিবর্তে এসব নামহীন খাটলীর ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রশ্ন (২৯/১৮৯) : ছহীহ মুসলিমের একটি হাদীছে কারো আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য আইন নিজের হাতে তুলে নিতে বলা হয়েছে। এক্ষণে রাষ্ট্রীয় আইন-আদালত ও প্রশাসন থাকা অবস্থায় এটা জায়েয হবে কি?

-শহীদুল ইসলাম

নতুনহাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছটি হ'ল- জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি কেউ আমার সম্পদ ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হয় তবে আমি কি করব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি তাকে তোমার সম্পদ নিতে দিবে না। লোকটি বলল, যদি সে আমার সাথে এ নিয়ে লড়াই করে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমিও তার সাথে লড়াই করবে। লোকটি বলল, যদি সে আমাকে হত্যা করে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে তুমি শহীদ বলে গণ্য হবে। লোকটি বলল, আর যদি আমি তাকে হত্যা করি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে সে জাহান্নামী *(মুসলিম হা/১৪০; মিশকাত হা/৩৫১৩)*।

উক্ত হাদীছে আত্মরক্ষা বা ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে। যা প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকার। সকল ধর্ম ও সকল আইনে এটা সিদ্ধ। অতএব কেউ যদি কারো সম্পদ ছিনিয়ে নিতে চায়, অপমান করে অথবা হত্যা করতে উদ্যত হয়, সেক্ষেত্রে আত্মরক্ষার্থে তৎক্ষণাৎ তার উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করায় কোন বাধা নেই। তবে এক্ষেত্রে পূর্ণ ইনছাফ বজায় রাখা আবশ্যক *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ৩২/৩১৮; উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ১৩/৮২)*। এর দ্বারা সবক্ষেত্রে আইন হাতে তুলে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

প্রশ্ন (৩০/১৯০) : অবাধ্যতা ও মন্দ আচরণের কারণে স্ত্রীকে প্রহার করা যাবে কি?

-মামূন

শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : হালকা প্রহার করা যাবে। তবে তার পূর্বে উপদেশ দেওয়া, বিছানা পৃথক করা ইত্যাদি পদক্ষেপ নিতে হবে। আল্লাহ বলেন, সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাযত করেছেন, আড়ালেও (সেই গুপ্তাঙ্গের) হেফাযত করে। আর যদি তোমরা তাদের অবাধ্যতার আশংকা কর, তাহ'লে তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের বিছানা পৃথক করে দাও এবং (প্রয়োজনে) প্রহার কর *(নিসা ৪/৩৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মহিলাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কারণ তাদেরকে তোমরা আল্লাহ্র আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছ। আল্লাহ্র কালেমার সাহায্যে তাদের লজ্জাস্থানকে বৈধ করেছ। তাদের উপর তোমাদের অধিকার হ'ল, তারা এমন কাউকে তোমাদের বিছানা মাড়াতে দেবে না, যাকে তোমরা অপসন্দ কর। এমন করলে তাদেরকে হালকাভাবে প্রহার কর। আর প্রচলিত নিয়মে তাদের খাওয়া-পরার দায়িত্ব তোমাদের উপর *(মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৫৫)*।

প্রশ্ন (৩১/১৯১) : হাশরের মাঠে রাসূল (ছাঃ)-এর সুফারিশ ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবে কি?

-আব্দুস সালাম

হাতীবান্ধা, লালমণিরহাট।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত ছাড়া বিচার কার্যই শুরু হবে না *(বুখারী হা/১৯৪; মুসলিম হা/১৯৩)*। তাই তাঁর শাফা'আত ব্যতীত জান্নাতেও যাওয়া যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি প্রথম ব্যক্তি যে লোকদের জান্নাতে প্রবেশ সম্পর্কে আল্লাহ্র নিকট শাফা'আত করব *(মুসলিম হা/১৯৬; মিশকাত হা/৫৭৪৪)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমিই সবার আগে জান্নাতের কড়া নাড়বো *(মুসলিম হা/১৯৬; মিশকাত হা/৫৭৪২)*।

প্রশ্ন (৩২/১৯২) : কবরবাসীকে সালাম দিলে তারা কিভাবে উত্তর দিয়ে থাকে?

-ইহসান ইলাহী যহীর

কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : কবর দিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় মাইয়েত যেমন তার স্বজনদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায় *(বুখারী হা/১৩৩৮; মুসলিম হা/২৮৭০; মিশকাত হা/১২৬)*, তেমনি কবরবাসীর উদ্দেশ্যে সালাম দিলে ফেরেশতাগণ তাদের রূহে সালাম পৌঁছে দেন এবং তারাও সালামের জবাব দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন পরিচিত কোন কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে সালাম দিলে সেও তাকে চিনে এবং তার সালামের জবাব দেয়। আর যখন কোন অপরিচিত কবরের পাশ দিয়ে সালাম দিয়ে অতিক্রম করে, তখন সেও তার সালামের জবাব দেয়' *[(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৯২৯৬; ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইস্তিযকার ১/১৮৫; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৪/২৯৭; ইবনুল ক্বাইয়িম, আর-রূহ, পৃ. ৫; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া, ক্রমিক ৩০৭, ২/২৪৪ পৃ.। ইরাক্বী, ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনু আব্দিল বার্র, শাওকানী প্রমুখ বিদ্বানগণ হাদীছটি ছহীহ বলেছেন। তবে আলবানী একে যঈফ বলেছেন (সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৪৯৩)]*।

রূহ ফিরিয়ে দেওয়া ও সালামের জওয়াব দেওয়া বিষয়গুলি বরযখী জীবনের বিষয়। তার আকৃতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করা কারু পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব জীবিতদের জন্য করণীয় হ'ল

রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক কবরবাসীকে সালাম দেওয়া *(মুসলিম হা/২৪৯; ইবনু মাজাহ হা/৪৩০৬; মিশকাত হা/২৯৮)*।

প্রশ্ন (৩৩/১৯৩) : জনৈক বক্তা বলেন, দো'আর পর মুখমণ্ডল মাসাহ করা সুন্নাত। এর বিশুদ্ধতা জানতে চাই।

-আযহারুল ইসলাম
নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : 'আল্লাহ্র নিকট যখন কিছু চাইবে, তখন দু'হাত প্রসারিত কর এবং দো'আর শেষে উভয় হাত দ্বারা মুখমণ্ডল মাসাহ কর' মর্মে বর্ণিত হাদীছগুলি যঈফ *(ইবনু মাজাহ হা/১১৮১; বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২২৫৫; ইরওয়া হা/৪৩৩-৩৪; উছায়মীন, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৪/১৫৭; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২২/৫১৯)*।

আলবানী বলেন, দো'আর পরে দু'হাত মুখে মাসাহ করা সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেই *(মিশকাত হা/২২৫৫-এর হাশিয়া ২/৬৯৬ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩৪/১৯৪) : ওয়ায মাহফিল, ইসলামী ক্লাস ইত্যাদি চলা অবস্থায় আযানের জবাব দেওয়া বা আযানের দো'আ পাঠ করার বিধান কি?

-আব্দুল কাদের
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : আযানের জওয়াব দেওয়া সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যখন আযান শুনবে তখন মুওয়াযযিন যা বলে তোমরাও তাই বল' *(বুখারী হা/৬১১; মুসলিম হা/৩৮৩)*। যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আযানের উত্তর দিবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে *(মুসলিম হা/৩৮৫; মিশকাত হা/৬৫৮)*। অতএব যিনি যে অবস্থায় থাকবেন, সে অবস্থায় আযানের জওয়াব দেওয়া কর্তব্য। উল্লেখ্য যে, একাধিক আযানের মধ্যে যেকোন একটির উত্তর দিলেই সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্ন (৩৫/১৯৫) : সমকামিতা কোন পর্যায়ভুক্ত পাপ? এর শাস্তি কি যেনার শাস্তির অনুরূপ?

-আব্দুল হালীম
বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : সমকামিতা অত্যন্ত ঘৃণ্য পাপ এবং কবীরা গুনাহ। এই পাপের কারণেই বর্তমান পৃথিবীতে এইড্স-এর মত মরণ ব্যধি ছড়িয়ে পড়েছে। এ অপরাধের কারণে বিগত যুগে আল্লাহ তা'আলা কওমে লূতকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন *(আ'রাফ ৭/৮০-৮৪; হিজর ১৫/৭২-৭৬)*। এর শাস্তি হ'ল সমকামী উভয়কে হত্যা করা। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা যাকে লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মত পুরুষে পুরুষে অপকর্ম করতে দেখবে তাদের উভয়কে হত্যা কর *(তিরমিযী হা/১৪৫৬; আবুদাঊদ হা/৪৪৬২; মিশকাত হা/৩৫৭৫)*। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলা কওমে লূতের ন্যায় অপকর্মকারীদের প্রতি লা'নত করেছেন, তিনি একথাটি তিনবার বললেন *(আহমাদ হা/২৯১৫; ছহীহাহ হা/৩৪৬২)*। তবে এ শাস্তি কার্যকর করার দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলদের *(কুরতুবী)*। না করলে সরকার গোনাহগার হবে।

প্রশ্ন (৩৬/১৯৬) : পবিত্র কুরআন মুখস্থ ও দেখে তেলাওয়াত করার মধ্যে ছওয়াবের কোন তারতম্য আছে কি?

-আব্দুস সালাম
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : কোন তারতম্য নেই। কুরআন দেখে পড়া হোক বা মুখস্থ পড়া হোক প্রতি হরফে দশটি করে নেকী হবে *(তিরমিযী হা/২৯১০; মিশকাত হা/২১৩৭)*। উল্লেখ্য, কুরআন মূল মুছহাফ দেখে পাঠ করার পৃথক ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছের কোনটি যঈফ, কোনটি জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৫৬, ১৫৮৬, ১৭১০)*।

প্রশ্ন (৩৭/১৯৭) : নিজ পরিবারের নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ যথাযথভাবে বহন করলে কোন নেকী অর্জিত হয় কি?

-যহীরুল ইসলাম
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : ছওয়াবের আশা নিয়ে পরিবারের জন্য ব্যয় করলে তাতে ছাদাক্বার নেকী অর্জিত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন কোন মুসলমান নিজ পরিবারের জন্য খরচ করে এবং তাতে ছওয়াবের আশা রাখে, তখন তার পক্ষে এটি ছাদাক্বা হিসাবে গণ্য হবে' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৩০ 'শ্রেষ্ঠ দান' অনুচ্ছেদ)*। উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আবু সালামার সন্তানদের জন্য খরচ করায় আমার ছওয়াব হবে কি? তারা তো আমারই সন্তান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তাদের জন্য খরচ কর। এতে তোমার ছওয়াব হবে, যে পরিমাণ তুমি খরচ করবে' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৩৭)*। তিনি বলেন, সর্বোত্তম ব্যয় হচ্ছে ঐ অর্থ (দীনার) যা ব্যক্তি তার নিজের পরিবারের জন্য ব্যয় করে *(মুসলিম হা/৯৯৪; মিশকাত হা/১৯৩২)*।

প্রশ্ন (৩৮/১৯৮) : আমি নিরাপত্তা বাহিনীতে চাকুরীরত। বড় অফিসারকে দেখলে দাঁড়িয়ে সম্মান করতে হয়। শাস্তির ভয়ে বাধ্য হয়ে আমাকেও দাঁড়াতে হয়। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
মাঝিড়া ক্যান্টনমেন্ট, বগুড়া।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যদি কেউ এতে আনন্দবোধ করে যে, লোকেরা তাকে দেখে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকুক, তাহ'লে সে জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নিল *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৬৯৯)*। অতএব এই মন্দ প্রথা বন্ধের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। মুখে বা লিখিতভাবে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে জানাতে হবে। আল্লাহ বলেন, তোমরা সাধ্যমত

আল্লাহ্কে ভয় কর *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। সম্ভব না হলে অন্ততঃ অন্তরে ঘৃণা রাখতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭)*। তবে যিনি আপনাকে এ পাপ কর্মে বাধ্য করছেন, তিনিই হবেন এজন্য মূল দায়ী।

প্রশ্ন (৩৯/১৯৯) : পেশাব-পায়খানা করা অবস্থায় যদি হাঁচি আসে, তাহ'লে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা যাবে কি?

-লোকমান

পাশুণ্ডী, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ পেশাব-পায়খানা করা অবস্থায় হাঁচি আসলে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা যাবে না। কারণ এ সময় যিকর করা হ'তে নবী করীম (ছাঃ) বিরত থাকতেন। সেকারণ হাজত সম্পন্ন করার পর তিনি 'গুফরা-নাকা' বলে আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা চাইতেন *(তিরমিযী হা/৭, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৩৫৯)*।

প্রশ্ন (৪০/২০০) : গীবতের কাফফারা কি এবং এর পাপ থেকে মুক্তির উপায় কি?

*-রুবেল আমীন**

পাটগ্রাম, লালমণিরহাট।

**[আল-আমীন বলুন (স.স.)]*

উত্তর : গীবতের কাফফারা হচ্ছে যার গীবত করা হয়েছে তার নিকটে ক্ষমা চাওয়া এবং যাদের নিকট গীবত করা হয়েছে, তাদের নিকট গীবতের বদলে প্রশংসা করা। যেমন আবুবকর ও ওমর (রাঃ) একবার নিজেদের মধ্যে তাদের এক খাদেমের অনুপস্থিতিতে তার অধিক ঘুমানোর ব্যাপারে আলোচনা করেন। সামান্য এই গীবতের কারণে রাসূল (ছাঃ) পরে তাদেরকে বললেন যে, আমি তোমাদের উভয়ের দাঁতের মধ্যে তার গোশত দেখতে পাচ্ছি। অতঃপর তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তাঁদেরকে তাদের খাদেমের নিকটে ক্ষমা চাইতে বলেন *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬০৮)*। তবে সরাসরি ক্ষমা চাইতে গেলে যদি ফিৎনা সৃষ্টি হয়, তাহ'লে নিজের জন্য ও তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এবং যে স্থানে তার কুৎসা রটনা করা হয়েছে সেখানে তার প্রশংসা করতে হবে *(ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ওয়াবিলুছ ছাইয়েব, পৃ. ১৪১)*।

জাতীয় গ্রন্থ পাঠ প্রতিযোগিতা ২০২০

নির্বাচিত গ্রন্থ

সকলের জন্য উন্মুক্ত

রিয়াযুছ ছালেহীন

('ফাযায়েল' অধ্যায় থেকে শেষ অধ্যায় পর্যন্ত)।

পুরস্কার

১ম পুরস্কার : ১০,০০০/- (সনদসহ)।
২য় পুরস্কার : ৭,০০০/- (সনদসহ)।
৩য় পুরস্কার : ৫,০০০/- (সনদসহ)।
বিশেষ পুরস্কার : ২,০০০/- (৫টি)।

প্রতিযোগিতার তারিখ : তাবলীগী ইজতেমা ২০২০-এর ২য় দিন, সকাল ৯-টা
প্রতিযোগিতার স্থান : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়
প্রশ্নপদ্ধতি : এম সি কিউ, সময় : ১ ঘণ্টা। **পরীক্ষার ফি :** ১০০ টাকা
পুরস্কার বিতরণ : তাবলীগী ইজতেমা, ২য় দিন।

সার্বিক যোগাযোগ
০১৭১৫-২০৯৬৭৬
০১৭৬৪-৯৯৪৯২৮

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪১ ॥ খ্রিষ্টাব্দ ২০২০ ॥ বঙ্গাব্দ ১৪২৬

ইংরেজী মাস	আরবী মাস	বাংলা মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ ফেব্রুয়ারী	০৬ জুমাঃ আখেরাহ	১৯ মাঘ	শনিবার	৫ : ২২	৬ : ৪০	১২ : ১২	৩ : ২২	৫ : ৪৫	৭ : ০২
০৫ ,,	১০ ,,	২৩ ,,	বুধবার	৫ : ২০	৬ : ৩৮	১২ : ১২	৩ : ২৪	৫ : ৪৮	৭ : ০৪
১০ ,,	১৫ ,,	২৮ ,,	সোমবার	৫ : ১৮	৬ : ৩৫	১২ : ১৩	৩ : ২৬	৫ : ৫১	৭ : ০৭
১৫ ,,	২০ ,,	০৩ ফাল্গুন	শনিবার	৫ : ১৫	৬ : ৩২	১২ : ১৩	৩ : ২৮	৫ : ৫৪	৭ : ১০
২০ ,,	২৫ ,,	০৮ ,,	বৃহস্পতি	৫ : ১২	৬ : ২৮	১২ : ১২	৩ : ৩০	৫ : ৫৭	৭ : ১২
২৫ ,,	৩০ ,,	১৩ ,,	মঙ্গলবার	৫ : ০৯	৬ : ২৪	১২ : ১১	৩ : ৩১	৬ : ০০	৭ : ১৪
০১ মার্চ	০৫ রজব	১৮ ফাল্গুন	রবিবার	৫ : ০৫	৬ : ২১	১২ : ১১	৩ : ৩১	৬ : ০১	৭ : ১৬
০৫ ,,	০৯ ,,	২২ ,,	বৃহস্পতি	৫ : ০২	৬ : ১৮	১২ : ১০	৩ : ৩২	৬ : ০৩	৭ : ১৮
১০ ,,	১৪ ,,	২৭ ,,	মঙ্গলবার	৪ : ৫৭	৬ : ১৩	১২ : ০৯	৩ : ৩২	৬ : ০৬	৭ : ২০
১৫ ,,	১৯ ,,	০১ চৈত্র	রবিবার	৪ : ৫৩	৬ : ০৮	১২ : ০৭	৩ : ৩২	৬ : ০৮	৭ : ২২
২০ ,,	২৪ ,,	০৬ ,,	শুক্রবার	৪ : ৪৭	৬ : ০৩	১২ : ০৬	৩ : ৩২	৬ : ১০	৭ : ২৫
২৫ ,,	২৯ ,,	১১ ,,	বুধবার	৪ : ৪২	৫ : ৫৮	১২ : ০৫	৩ : ৩১	৬ : ১১	৭ : ২৭

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। **'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'** *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।
সূত্র : বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), **গণনা পদ্ধতি** : University of Islamic Sciences, Karachi

ডা. নাসরীন সুলতানা

এমবিবিএস, এমসিপিএস, ডিজিও
প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
সহকারী অধ্যাপক, গাইনী (অবঃ)
রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

চেম্বার :
পদ্মা ক্লিনিক
সিএন্ডবি মোড়, কাজিহাটা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১-৮১০৮০৭
ফোন : ০৭২১-৭৭৪১৪৬ (ক্লিনিক)
দুপুর ১২-টা থেকে ২-টা

চেম্বার :
আমানা হাসপাতাল
ঝাউতলা মোড়, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭২৬৮৬
মোবাইল : ০১৭০৫-৪০৩৬১০-১১
বিকাল ৫-টা থেকে রাত্রি ৮-টা

ডা. মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন

এমবিবিএস, ডি. আর্থো (ডি.ইউ)
অর্থোপেডিক সার্জন
হাড়-জোড় রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

চেম্বার :
মেডিপ্যাথ ডায়াগনস্টিক কমপ্লেক্স
শুভেচ্ছা ভিউ, কাজিহাটা, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১২-৬৮৫২৯৭, ফোন : ০৭২১-৭৭৪৩৩৩
সিরিয়ালের জন্য : ০১৯৭১-৮১০৮০৬
দুপুর ১২-টা থেকে ২-টা, বিকাল ৫-টা থেকে রাত্রি ৯-টা (শুক্রবার বন্ধ)

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :
- জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
- রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
- স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
- রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
- কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরণের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬১৩২৩-৬, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪।
সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬
বিকাল ৫.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬.৩০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : (০৭২১) ৭৭৮৯৭৫-৭৬, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬।
সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে রাত্রি ৮.৩০ পর্যন্ত।

ডা. তানিয়া আক্তার জাহান (নিপা)

এমবিবিএস (রামেক)
ডিসিএইচ (বিএসএমএমইউ)
NICU/PICU-তে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত
প্রাক্তন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল
মোবাইল : ০১৭২৮-৩২২৭৯৭

নবজাতক, শিশু ও কিশোর রোগ বিশেষজ্ঞ

চেম্বার-১
রাজশাহী মডেল হাসপাতাল
লক্ষীপুর মোড়, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭০২২৯
মোবাইল : ০১৭৭৩-৮৪৪৮৪৪
সকাল ১০-টা থেকে দুপুর ১-টা

চেম্বার-২
আমানা হাসপাতাল
ঝাউতলা মোড়, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭২৬৮৬
মোবাইল : ০১৭০৫-৪০৩৬১০-১১
বিকাল ৪-টা থেকে রাত্রি ৮-টা

চেম্বার-৩ : সিডিএম হসপিটাল, চৌধুরী, টাওয়ার, বি-৪৭৩/৪৭৪, লক্ষীপুর মোড়, রাজশাহী।

ডা. হুমায়রা তাসমীন (পুতুল)

এমবিবিএস (আরপিএমসি)
এমএসসি ক্লিনিকাল মেডিসিন (ইংল্যান্ড)
পিজিডিপি- এন্ডোক্রাইনোলজি এ্যান্ড ডায়বেটিস (ইংল্যান্ড)
মোবাইল : ০১৭৫০-১০২৮২৯

মেডিসিন ও ডায়বেটিস বিশেষজ্ঞ

চেম্বার :
আমানা হাসপাতাল
ঝাউতলা মোড়, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭২৬৮৬
মোবাইল : ০১৭০৫-৪০৩৬১০-১১
রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি
বিকাল ৫-টা থেকে ৮-টা

চেম্বার :
স্পন্দন ডায়াগনস্টিক কমপ্লেক্স
কাজীহাটা, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭২০৬৭
মোবাইল : ০১৮৪২-০৭০১১৮
শনি, সোম, বুধ
বিকাল ৫-টা থেকে ৮-টা

রেজিঃ নং রাজ-১৬৪ মাসিক আত-তাহরীক MONTHLY AT-TAHREEK ২৩/৫ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০২০ মূল্য : ২৫.০০

৩০তম বার্ষিক

তাবলীগী ইজতেমা ২০২০

স্থান : নওদাপাড়া, রাজশাহী
উদ্বোধন : ১ম দিন বাদ আছর

২৭ ও ২৮ শে ফেব্রুয়ারী
বৃহস্পতি ও শুক্রবার

ভাষণ দিবেন
'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫, মোবা : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত ও পরিমার্জিত বই সমূহ

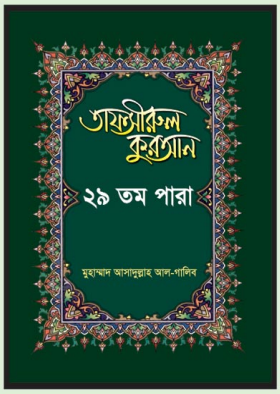

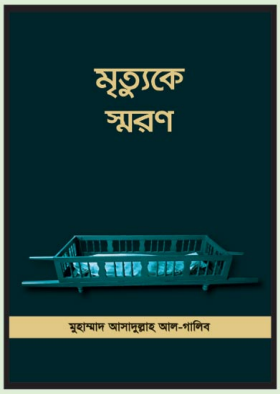

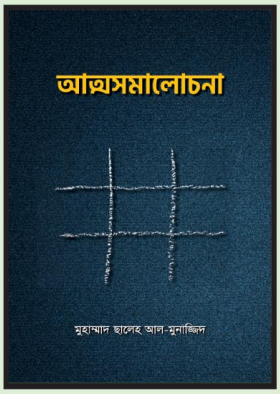

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন: ০২৪৭-৮৬০৮৬১, মোবাইল: ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০ (বিকাশ)
একাউন্ট নং- ০০৭১০২০০১০৪৭৩, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় বিভাগ, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী।